

প্রথম বর্ষ

৬-৭ সংখ্যা



ترجمان احمدیت

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

ওজখানল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক: মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমগুয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্যালয়
 পাবনা, পাক বাঙ্গালা

এই সংখ্যা ২ টাকা

বার্ষিক মূল্য সত্তাৎ ৬০

তজুমানুল হাদিছ

জুমানুল আখেরা ও রজবুল-মুরাজ্জব,
১৩৬৯ হিঃ—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৭ বাং।

বিষয়—সূচী

বিষয় :-	লেখক :-	পৃষ্ঠা :-
১। ছুরত্ আল্ফাতিহার তফ্ছির	২৫৩
২। আনসার (কবিতা) ...	আবুল হাশেম ...	২৬৪
৩। পাকিস্তানের অগ্নি-পরীক্ষা ...	মোহাম্মদ আবদুলবুরহমান, বি, এ-বি, টি ...	২৬৫
৪। হজরত এমাম মালেক ...	মুনতাছির আহমদ রহ্‌মানি ...	২৭২
৫। রহুলুল্লাহর (দঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান—	২৭৪
৬। এছলামে সামাজিক আদর্শ ...	মোহাম্মদ আবদুলজাব্বার ...	২৮১
৭। হৃদয় বড়-পীর সাহেবের একটি “ক্বশীদহ্” ...	মুহাম্মদ এনামুল হক, এম-এ, পি. এচ, ডি, ...	২৮৫
৮। আমাদের বক্তব্য	২৮৯
৯। ভূমির অধিকার ও বন্টন ব্যবস্থা—	২৯৩
১০। পাক-ভারত চুক্তি পত্রের শর্তাবলী	২৯৮
১১। জাগ্‌রে বেহুস নওজোয়ান (কবিতা) ...	আবদুল আজীজ ওয়ারেছী ...	৩০১
১২। সাময়িক প্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়)	৩০২
১৩। সময়ের ডাক	৩১২
১৪। কিতাব-মহল ...	ইবনে ছিকান্দর ...	৩১৩
১৫। আলহাদিছ প্রেসের হিসাব	৩১৩
১৬। জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদিছের হিসাব	৩১৫

ছাত্র চাই!

ছাত্র চাই!!

পাবনা শিলার অন্তর্গত কামারখন্দ মাদ্রাছায়ে আলিয়া মোহাম্মদীয়া।

সুদক্ষ মোদারেছগণ দ্বারা মাদ্রাছা পরিচালিত হয়। আলেম পর্যন্ত অনুমোদিত। পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। কোন ছাত্রের বেতন লাগেনা। অধিকন্তু প্রত্যেককে জায়গীর দেওয়া হয়। স্থান স্বাস্থ্যকর। সিরাজগঞ্জ লাইনে জামতৈল রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী। থানা ও দাতব্য চিকিৎসা-লয় মাদ্রাছার সহিত সংলগ্ন।

ছাখাওয়াৎ আলী তালুকদার, সেক্রেটারী।

পোঃ বৈজ্ঞানিক : যিঃ পাবনা।

তজু মানুল হাদিছ
(মাসিক)

আহ্লেহাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র।

প্রথম বর্ষ

জুমাদিল-আখেরা ও রজবুল-মুরাজ্জব,
১৩৬৯ হিঃ-বৈশাখ ও জৈষ্ঠ-১৩৭৭ বাং

ষষ্ঠ ও সপ্ত
সংখ্যা

تفسير القرآن العظيم -
কোরআন-মজিদের ভাষ্য

চুরত-আল্ ফাতিহার তফ্টির

فصل الخطاب في تفسير ام الكتاب

(৩)

আররহমান, আররহিম—(الرحمن الرحيم) —
কৃপানিধান, পরম দয়াময়।

‘রহমান’ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে বিদ্বানগণ
মতভেদ করিয়াছেন। অধিকাংশের অভিমত এইযে,
‘রহমান’ ও ‘রহিম’ উভয় শব্দই ক্রিয়াবিশেষ্য—
‘রহমত’ হইতে ব্যুৎপন্ন; অপরপক্ষ বলেন যে,
‘রহমান’ শব্দ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ নয়। দ্বিতীয়পক্ষ স্বীয়
অভিমত নিম্নবর্ণিত প্রমাণ সমূহের সাহায্যে প্রতি-
পন্ন করিতে চাহিয়াছেন :—

(ক) ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ শব্দ হইলে ‘রহমানুম-বে-
ইবাদেহি’ (رحمان عبادة) বলা অশুদ্ধ হইতনা,
যে রূপ ‘রহিমুম-বে-ইবাদেহি’ (رحيم عبادة) বলা
অশুদ্ধ নয়। অর্থাৎ রহমানকে object এর সহিত
যুক্ত করিতে পারা যাইত, যেমন ‘রহিম’ সম্পর্কে

কথিত হইতে পারে : আল্লাহ তদীয় দাসগণের
প্রতি রহিম, সেইরূপ ‘রহমান’ সম্বন্ধেও বলা চলিত
যে, তিনি তদীয় দাসগণের প্রতি ‘রহমান’, কিন্তু
এরূপ বাক্য অশুদ্ধ।

(খ) ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ হইলে মুশ্বরেকগণ ‘রহ-
মান’ শব্দ শ্রুত হইয়া বিষ্ময় প্রকাশ করিতনা।
কোরআনে উক্ত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে যখন
বলা হইল “তোমরা اذقيل لهم اسجدوا
للرحمن! قالوا وما الرحمن? ছিজ্জদা ?
‘রহমান’কে ছিজ্জদা ?” তখন তাহারা বলিয়া উঠিল : ‘রহমান’ আবার
কি?—আল্ফুরকান : ৬০ আয়ৎ। *

(গ) মুবাব্বরদ (—২৮৬) ও ছাআলব (—
২৯১) বলেন যে, ‘রহমান’ হিব্রু ভাষার শব্দ, আরাবী
* বায়হাকির আল্আছমা ওয়াছ্ছিফাৎ, ৩৬ পৃঃ।

নয়। *

প্রথম পক্ষ বলেন : 'রহ্‌মান' ও 'রহিম' আরাবী শব্দ এবং ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ হইবার প্রমাণ বিশুদ্ধ— হাদিছে বিদ্যমান রহিয়াছে, স্ততরাং প্রথমপক্ষের দাবী ও কালনিক যুক্তিতর্ক অচল। তিব্বিমিষি স্বীয় ছুনে আবদুর রহমান বিনে আওফের (রাযিঃ) প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ 'خالق الرحمن' خلق الله وانا الرحمن বলেন : আমি আল্লাহ! الرحمن 'وشققت لهما من اسمي' فمن وصلها وصلته رهمس (জ্ঞাতিস্বের সম্পর্ক) সৃষ্টি করিয়াছি এবং স্বীয় নাম হইতে তাহার নাম ব্যুৎপন্ন করিয়াছি। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিস্বের সম্পর্কে অক্ষুন্ন রাখিবে আমি তাহাকে মিলাইয়া রাখিব আর যে উহা বিচ্ছিন্ন করিবে, আমি তাহাকে কর্তন করিব। †

ধাতুরূপের বাখা।

জওহরি বলেন : 'রহ্‌মান' ও 'রহিম' শব্দদ্বয় 'রহমত' হইতে ব্যুৎপত্তি الرحمن الرحيم اسمان লাভ করিয়াছে। ‡
 مشتقان من الرحمة -
 রহমতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রাগেব বলিতেছেন—
 যে, উহার সাধারণ অর্থ হইতেছে মনের দ্রবীভূত ও উন্মুখ ভাব, যাহার দরুণ অন্তঃকরণের প্রতি সদয় ব্যবহার করা والرحمة رقة تقتضى الاحسان হয়। সদ্যবহারশূঙ্ঘ الى المحروم وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة وتارة في الاحسان المجرد عن الرقة -
 কেও কখন রহমত বলা হয় আর দ্রবীভূত মনোভাবশূঙ্ঘ শুধু সদ্যবহারের জগুও রহমত শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ¶

আল্লাহর দয়া ও মানবীয় দয়ার সূক্ষ্ম তারতম্য সম্পর্কে আরাবী শব্দকোষ লিছানুল আরবের উক্তি

* তফ্‌ছির-ইবনে কছির (১) ৩৫ পৃঃ।

† তিব্বিমিষি : (৩) ১১৮ পৃঃ; বায়হকি (আল্‌আছমা) ৩৭ পৃঃ।

‡ মুখতারুচ্ছিহাহ, ৪৭৬ পৃঃ।

¶ মুফ্‌রদাতুল কোব্‌আন, ১২০ পৃঃ।

প্রদানযোগ্য। মাহু- والرحمة في بنى آدم عند
 যের রহমতের তাং- العرب : رقة القلب وعطفه
 পর্থা হইতেছে মনের দ্রবীভূত ও উন্মুখ ভাব ورحمة الله عطفه واحسانه
 আর আল্লাহর রহ- ورزقه -
 মতের অর্থ হইতেছে তাঁহার স্মহান দৃষ্টি, অল্পকম্পা ও দান। *

মানুষ ও আল্লাহর রহমতের "তাৎপর্য-বৈষম্য" সম্পর্কে উচ্চতায় শায়খ মোহাম্মদ আবদুছ বলিয়াছেন যে, মনের যে বাখাতুর ও বেদনাক্লিষ্ট ভাবের জগু মানুষ দ্রবীভূত অন্তঃকরণে অপরের প্রতি অল্পগ্রহ করিতে উদ্যত হয়, তাক্বিক মণ্ডলী (মূতাকাল্লেমিন) আল্লাহর জগু সেরূপ ভাবেক অসম্ভব বলিয়াছেন। তাঁহারী মানুষের পরিচিত বাখা ও বেদনা, প্রতি-রোধ বিহীন বশতা ও প্রভাব প্রভৃতি গুণ আল্লাহর জগু অস্বীকার করিয়াছেন। স্ততরাং আল্লাহর রহমতের প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে তাঁহার রহমতের বিকাশ অর্থাৎ তাঁহার মহান অন্তঃকরণ। †

হুজ্জাতুলইছলাম ওলিউল্লাহ দেহলভীর অভি-
 মত এই যে, কোন العلم ان الحق تعالى اجل
 জ্ঞান-গোচর ও অল্প- من ان يقاس بمعقول او
 ভূত বস্তুর সহিত محسوس' او يحل فديسه
 আল্লাহকে তুলনা করা صفات ككحول الا عراض في
 অসম্ভব এবং আক- محلها! او تعالجه العقل
 স্মিক ভাবরাজী যেমন العامية او تستأوله اللفاظ
 আপনাপন স্থানে العرفية - ولا بد من تعريفه
 প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম الى الناس ليكملوا كمالهم
 সেই রূপ কোন আক- الممكن لهم - فوجب ان
 স্মিক বা সাময়িক تستعمل الصفات بمعذنى
 গুণের পক্ষে আল্লাহর وجودنا يايتها' لا بمعنى
 মধ্যে প্রবেশ লাভ وجرى مباديها - فمعنى
 করার ধারণা অবিধ. الرحمة افاضة النعم
 গাধারণ জ্ঞানের لا انعطاف القلب والرقة -
 সাহায্যে তাঁহাকে

* লিছানুল আরব : (১৫) ১২২ পৃঃ।

† তফ্‌ছির আল্‌মানার : (১) ৪৬ পৃঃ।

ধরিতে পারা যায়না এবং প্রচলিত ভাষায় তাঁহার প্রকৃত বিবরণ প্রদান করার উপায় নাই। অথচ জনমগুনী যাহাতে তাহাদের পক্ষে সান্ত্বা উন্নতি শিখরে আরোহণ করিতে পারে, তজ্জগৎ সৃষ্টিকর্তার পরিচয় তাহাদিগকে প্রদান করাও অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং আল্লাহর গুণাবলীর গোঁপাণ-যাহা, তাহাই জনমগুনীর জন্ম ব্যবহার করিতে হইবে, প্রকাশ্য অর্থ ব্যবহার করা চলিবে না। অতএব 'রহমতে'র অর্থ হইবে—অনুকম্পার বিকাশ, মনের আগ্রহান্বিত বা দ্রবীভূত হওয়া রহমতের অর্থ হইবে না। *

আল্লাহর দুইটা গুণ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে: তাঁহার রহমত আর তাঁহার ইল্ম! এই করুণা ও জ্ঞান সম্বন্ধে যুগপৎ ভাবে মহি-মান্বিত আবৃশের ধারকগণের কর্তৃনিসৃত বন্দনাগীতি নিয়ত আকাশ মণ্ডল মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে যে, *ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما* পালক, আপনি দয়া ও জ্ঞান দ্বারা সকল বস্তুকেই পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন,—আল্ মোমেন: ৭ আয়ৎ। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের বিকাশ মানব জাতির জন্ম তদীয় রহমতের কল্যাণেই সাধিত হইয়াছে। রূপানিধান রহমান কোরআন শিখাইয়া— *الرحمن علم القرآن - خلق الانسان علمه البيان* ছেন, মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে বাকশক্তি দিয়াছেন,—আবৃরহ-মান: ১ ও ২ আয়ৎ।

পুনশ্চ তাঁহার এই রহমত বিশ্বচরাচরের জন্ম মুর্ত্ত হইয়া জগৎদাসীর উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ মোস্ত-ফার (দঃ) আকারে আবৃপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহা-কেই সম্বোধন করিয়া *وما ارسلناك الا رحمة للعالمين* বলা হইয়াছে: হে রচুল (দঃ) আপনাকে সকল বিশ্বের জন্ম শুধু রহ-মতরূপেই আমরা প্রেরণ করিয়াছি,—আল্ আশিয়া: ১০৭ আয়ৎ।

অতএব রূপানিধান, দয়াময় আল্লাহর যে রহ-মতের ফলে কোরআনের জ্ঞান বিতরিত, মানবজগত

সৃষ্ট, তাহারা বাকশক্তি প্রাপ্ত এবং তাহাদের— উদ্দেশ্যে আল্লাহর রচুল মোহাম্মদ (দঃ) মুর্ত্ত রহমত রূপে প্রেরিত হইয়াছেন, সেই 'রচুলে-রহমতে'র প্রতি অবতীর্ণ "কিতাবে-রহমত" কোরআনের শিরো-নামায় আল্লাহর রহমতের গুণ সর্বাগ্রে উল্লিখিত হওয়া সমীচীন ছিল এবং তাহাই করা হইয়াছে।

রহমান ও রহিমের অর্থ।

ইমাম বয়হকি বলেন: 'রহমান' 'রহমত' শব্দ হইতে উদ্ভূত এবং আতিশয্যার্থে ব্যবহৃত। উহার অর্থ হইতেছে—রূপানিধান, করুণাময়, অনু-কম্পাশীল, দয়াবান। এমন দয়াবান, যাহার দয়া ও রূপার তুলনা নাই। রহমানের দ্বিবচন ও বহু বচন নাই কিন্তু রহিমের আছে। ফা'ল-লান্ (*فعلان*) এর সমগতিক আরাবী বিশেষণের শব্দগুলি আতি-শয্যের ভাব প্রকাশক,—যেমন শাবআন: অতিশয় পেটুক, আত্শান: অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত, গায়্বান: অতিশয় ক্রুদ্ধ ইত্যাদি। সুতরাং রহমানের অর্থ দাঁড়াইল,—অতিশয় দয়ালু, অত্যন্ত রূপানিধান। *

ইমান খাল্লাবি বলেন: 'রহমান' পরম অনু-কম্পাশীল, যাহার অপার অনুগ্রহে জীবজগতের খাণ্ড, জীবিকা ও কল্যাণের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হই-তেছে। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, সাধু ও অসাধু সক-লেই সার্বজনীন ভাবে তাঁহার অফুরন্ত দয়ার ভাণ্ডার হইতে অংশ পাইতেছে। আর যে দয়ার জন্ম আল্লাহ 'রহিম' নামে কথিত, তাহা তাঁহার অনু-গত বিশ্বাসীদিগের জন্ম নিদ্দিষ্ট। আল্লাহ বলিয়া-ছেন: এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অতিশয়— *وكان بالموءمين رحيمًا*

দয়াবান,— আল্আহযাব, ৪৩ আয়ৎ। *

ইমাম যাহ্হাক, আবৃআলি ফাছি'ও আবৃ-রামি প্রভৃতি উক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। † 'ফদলুন' এর সমগতিক 'রহিমুন' এর অর্থেও আতিশয্যের ভাব রহিয়াছে, যেমন আ'লেম ও

* আল্আছ'মা, ৩৭ পৃ:।

† দুবরেমন্ছুর: (১) ২ পৃ:; ইবনে কছির: (১) ৩৫ পৃ:।

* ~~তুলনা~~ তুলনা ছিল বালিগা, ৫২ পৃ:।

আলীম—বিদ্বান ও অতিশয় বিদ্বান, কাদের ও কদীর—ক্ষমতাবান ও অতিশয় ক্ষমতাবান। * কর্তব্যী বলেন যে, ‘ফাঅ্’লাহুন’ ‘ফঈলুনে’র গায় নহে, ‘ফাঅ্’লাহুন’ এ আতিশয্যের মাত্রা থাকে বেশী আর ‘ফঈলুন’ ‘ফাএলুনে’র স্থলেও ব্যবহৃত হয়, যেমন ‘গফ্বান’ অতিশয় ক্রুদ্ধকে বলা হইবে কিন্তু ‘কছিম’ শুধু ‘কাছেম’—বণ্টনকারীর অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারিবে। আবু উবায়দ বলেন যে, রহ-মান’ ও ‘রহিম’ একই অর্থ বোধক, যথা ‘নদ্মান’ ও নাদিম। †

আল্লাহর যে দয়া অল্পগত ও বিশ্বাসী জনদের জগ্ন নিদ্বিষ্ট, সেই দয়ার আধাররূপে তিনি ‘রহিম’ নামে কথিত হইয়াছেন,— এই উক্তি আমার বিবেচনায় নির্ভর-যোগ্য নয়, কারণ আল্আহ্‌যাবের আয়তে যে রূপ আল্লাহকে মোমেনগণের প্রতি ‘রহিম’ বলা হইয়াছে সেই রূপ অগ্ৰাণ্য বিভিন্ন আয়তে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় দলের প্রতিই যে তিনি ‘রহিম’ তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। ছুরা আনহলে আল্লাহর বিশ্ব-জনীন নানাবিধ অল্পগ্রহের আলোচনা করিয়া বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলকেই বলা হইয়াছে :—

ان ربكم لرؤف رحيم - নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক স্নেহশীল দয়াবান,— ৭ আয়ৎ। ছুরা বনিইছরাযীলে ব্যাপক অল্পগ্রহ-রাজীর উল্লেখের পর উক্ত

انه كان بكم رحيم - হইয়াছে : নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি অল্পকম্পা-পরায়ণ,—৬৬ আয়ৎ। ছুরা হজে মানব ঞ্চতির জগ্ন ধরিত্রীবক্ষে অবস্থিত সমুদয় বস্তুর বশতা এবং সমুদ্র-বক্ষে জলযান সমূহের আল্পগত্য প্রভৃতি ব্যাপ্ত ও বিশ্ব-জনীন অল্পগ্রহাবলীর উল্লেখের পর পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে

ان الله بالناس لرؤف رحيم

যে, নিশ্চয় আল্লাহ মানবগণের প্রতি স্নেহশীল ও দয়া-বান,—৬৫ আয়ৎ। কোরআনের উল্লিখিত ঘোষণার সাহায্যে স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে শুধু মোমেনগণের প্রতি আল্লাহর নিদ্বিষ্ট অল্পগ্রহের

জগ্ন তিনি ‘রহিম’ নহেন। ‘রহমান’ ও ‘রহিম’ রূপে তাঁহার দয়া ও রূপা সার্বজনীন ও সার্ব-ভৌমিক; স্থান, কাল ও পাত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি তাঁহার অফুরন্ত অল্পগ্রহ সতত বিচ্যমান রহিয়াছে ও বিতরিত হইতেছে।

وگر دردهد يك صلائے كرم

عزائيل گويد نصيبے :- برم !

আবদুল্লাহ বিহুল মোবারক বলেন, যাঁহার নিকট যেক্রপ চাক্রাই করা হউক না কেন, যিনি তাহা পূরণ করিয়া থাকেন, তিনি ‘রহমান’, আর যাঁহার নিকট যাক্রা না করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হন, তাঁহার নাম ‘রহিম’। *

الله يغضب ان تركت سوراه

وبنى آدم حين يسال يغضب !

কেহ কেহ বলেন যে, পার্থিব রূপারাজির জগ্ন আল্লাহর নাম ‘রহমান’ আর তাঁহার পারলৌকিক অল্পকম্পা সমূহের নিমিত্ত তিনি ‘রহিম’। ইহাও ইমাম খাত্তাবি প্রভৃতির উক্তির অল্পরূপ এবং এই উক্তি দ্বারা প্রকারান্তরে সাধু ও বিশ্বস্ত দলের প্রাপ্য বিশিষ্ট রহ-মতের জগ্নই ‘রহিম’কে নিদ্বিষ্ট করা হইয়াছে, কারণ পরলোকে কেবল তাঁহাদের পক্ষেই উক্ত নিদ্বারিত করণার অংশভোগী হওয়া সম্ভবপর হইবে। ‘রহিম’ের এই ব্যাখ্যা যে সঙ্গত ও সূচ্য নয়, কোরআনের বিভিন্ন আয়ৎ উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে, এক্ষণে একটা হাদিছের সাহায্যে প্রমাণিত হইবে যে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাৎ উভয় লোকের জগ্নই যেমন ‘রহমান’, তেমনি ‘রহিম’। বায়্বার, হাকেম ও বায়হকি উবাইবিনে কাআবের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়াজ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে নিম্নলিখিত দোআ শিক্ষা দিয়াছিলেন :

हे प्रभो, मनैर اللهم فارح اللهم كاشف الغم
 हुश्चिस्ता निवारणकारी,
 मज्जिब دعوة المضطرين,
 हुःखहारी, व्याकुलेर
 رحمان الدينا والاخرة
 आह्वानेर उत्तरदाता,
 इहकाले परकालेर
 رحيم-हेमा انت ترحمنى

* আল্আছমা, ৩৭ পৃঃ।

† ইবনে কছির : (১) ৩৫ পৃঃ।

* ইবনে কছির : (১) ৩৫ পৃঃ।

‘রহমান’ এবং উভয় *فَارْحَمَنِي رَحْمَةً تَغْنِيْنِي بِهَا* জগতের রহিম; তুমিই *عَنْ رَحْمَةٍ مِنْ سِوَاكَ* - শুধু আমাকে দয়া করিবে। তুমি আমাকে দয়া কর, এরূপ দয়া, যাহার কল্যাণে তোমার দয়া বাতীত অল্প সকল দয়ার দায় হইতে যেন আমি রেহাই পাই। *

হালিমি বলেন যে, আল্লাহর যখন এরূপ অভি-প্রায় হইল যে, দানব ও মানব তাঁহার ইবাদৎ করুক, তখন তিনি তাহাদিগকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে, তাহার নিয়ম ও প্রণালী জ্ঞাত করাইলেন এবং তাহাদের জ্ঞান অল্পভূতি-শক্তি ও ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি করিলেন, অতঃপর তাহাদিগকে সোধোদন করিয়া তাহাদের উপর ইবাদতের বিধান বলবৎ করিলেন। সুসংবাদ, সতর্কীকরণ, সুবিধা, সুযোগ ও অবসর প্রভৃতিদ্বারা তাহাদের কর্মপথ স্বগম করিলেন; এইভাবে অবাধ্য ও অপরাধীদের জ্ঞান বিচ্যুতি ও আপত্তির পথ রুদ্ধ হইল। আল্লাহর উল্লিখিত অল্পগ্রহ সমূহের জ্ঞান তিনি “রহমান”। আর যাহারা তাঁহার প্রবর্তিত নিয়ম ও নির্দেশ মানিয়া চলে তাহাদের সাধনা যে তিনি কখনো কোন অংশে ব্যর্থ করেন না, বরং সিদ্ধিদান করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে তাহাদের শ্রমের অল্পপাতে অত্যধিক ভাবে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন, তজ্জ্ঞান তিনি “রহিম”। †

বহু ভাষ্যকার বলিয়াছেন: যিনি বিরাট ও মহান অল্পগ্রহসমূহ বিতরণ করেন, তিনি “রহমান” আর যিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব পূরণ করেন তিনি “রহিম”; ‡

বায়হকি আপন ছন্দ সহকারে আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের (রাযি:) *الرحمن وهو الرفيق* - উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন *الرحيم وهو العاطف على* যে, “রহমানে”র অর্থ *وهما اسمان* - خلقه بالرزق - *رقيقان احد هما ارق من* “রহিমের” অর্থ: *الآخر* -

যিনি স্বীয় সৃষ্টিজগতকে অল্পদানের সাহায্যে অল্পগ্রহ প্রদর্শন করেন। উভয় নাম কোমলতাব্যঞ্জক এবং প্রথমটা পরবর্তী নাম অপেক্ষা অধিকতর কোমল। *

“রহমান” ও “রহিম” সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক ভাষ্যকারগণের উক্তির সারাংশ উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে উল্লিখিত উক্তি সমূহের মধ্যে কোনটা গ্রহণযোগ্য, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যিক। আমার বিবেচনায় “রহমান” শব্দের সাহায্যে আল্লাহর দয়াগুণ প্রকাশ করা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি যে দয়া-ময় ও রূপানিধান তাহা ব্যক্ত হইয়াছে এবং তাঁহার সেই দয়া, করুণা, অল্পকম্পা ও রূপার ফল সকল সময়ে জীবজগতের জ্ঞান কাৰ্য্যতঃ প্রযুক্ত হইতেছে বলিয়া তিনি—রহিম। “রহিম” শব্দ কোব্বুআনে রছুলুল্লাহর (দঃ) জ্ঞান ও ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা আল্লাহ বলেন তিনি *بِالْمَوْمِنِينَ رُؤْفٌ رَحِيمٌ* (দঃ) রছুলুল্লাহ (দঃ) মোমেনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু।—আত-তওবা: ১২৮।

রছুলুল্লাহ (দঃ) কে স্নেহশীল ও দয়ালু বলিয়া উল্লেখ করার কারণ উক্ত আয়তের গোড়াতেই বর্ণিত হইয়াছে: *لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤْفٌ رَحِيمٌ* তোমাদের নিকট রছুল *عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ* তোমাদের মধ্য হই-তেই আগমন করিয়াছেন, *رَؤْفٌ رَحِيمٌ* - যাহাতে তোমরা বিপন্ন হও তাহা তাঁহার পক্ষে দুঃসহ এবং তোমাদের কল্যাণ-সাধনে তিনি সমুৎসুক, মোমেনগণের প্রতি তিনি স্নেহশীল ও দয়ালু। রছুলুল্লাহর (দঃ) আচরণ দ্বারা দয়ার নিদর্শনাবলী কাৰ্য্যতঃ প্রকটিত হইয়াছে বলিয়াই তাঁহাকে ‘রহিম’ বলা হইয়াছে কিন্তু জীবজগতের কাহাকেও রহমান আখ্যা প্রদান করা হয় নাই, কারণ স্বয়ং দয়াময় ও রূপানিধান একমাত্র আল্লাহ, শুধু তাঁহার আচরণেই দয়া প্রকটিত হয় না, দয়া ও রূপা তাঁহার সত্তা ও প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। ‘ফটলুনে’র সমগতিক বিশেষণগুলির তাৎপর্য্যও ইহাই, যথা ‘আলীম’ মহাবিদ্বান ও ‘হাকীম’ প্রজ্ঞাশালী অর্থে

* ছুরে মন্ছুর: (১) ২ পৃ:।

† আল্ আছমা, ৩৬ পৃ:।

‡ তফ্ছির আলমানার: (১) ৪৭ পৃ:।

* আল্ আছমা, ৩৬ পৃ:।

ব্যবহৃত হয় কিন্তু কাহারো পক্ষে উক্ত শব্দদ্বয়ের সাহায্যে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, বিজ্ঞা ও প্রজ্ঞা তাহার প্রকৃতিগত, উক্ত গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ নিবন্ধন তাহাকে বিদ্বান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন বলা হইবে। 'ফাখ্লামুনে'র সমগতিক হায়রাণ--ব্যত্, ছাকুরাণ—মাতাল, আত্শান—পিপাসিত ইত্যাকার বিশেষণাবলীর মধ্যে একটা ঔৎসুক্য ও অধিকার ভাবসজ্জাত প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা অগৌণে নিবৃত্তি সাপেক্ষ। সুতরাং আল্লাহ আপন পবিত্র সত্তা ও প্রকৃতির দিক দিয়া দয়াগুণে গুণান্বিত এবং সর্বক্ষণ দয়ার বিকাশ সাধনে সমুৎসুক বলিয়া "রহমান" এবং তাঁহার সেই দয়া কার্যতঃ সৃষ্টিজগতের প্রত্যেক স্তরে প্রকটিত ও প্রকাশিত বলিয়া তিনি "রহিম"।

فدا ے شیروہ رحمت کہ درلباس بہار
بعذر خواہی زندان قدح خوار آمد!

"বিচ্ছিন্নমিত্তাহ"—র অন্তর্গত অব্যয়পদ বে (ب)

সম্পর্কে ভাষ্যকারগণ সকলেই একমত হইয়াছেন যে, উক্ত বাক্যে 'সূচনা' বা 'আরম্ভ' শব্দ উছ রহিয়াছে। যাহা উছ রহিয়াছে তাহা যদি কোন কণ্ঠের সূচনা হয়, তাহা হইলে বাক্য নিম্নলিখিতরূপ গ্রহণ করিবে :
ابداء باسم اللہ - باسم اللہ -
করিতেছি। উছ শব্দ

বাক্যের শেষাংশেও যুক্ত হইতে পারে। বিষয়বস্তুর সূচনা হইলে কথিত হইবে : -
ابتداء الكلام باسم اللہ -
আমার উক্তির আরম্ভ আল্লাহর নামে। উছ কে শেষোক্ত করিলে বাক্যের আকার দাঁড়াইবে :—
باسم اللہ ابتدائی -
আল্লাহর নামে আমার সূচনা।

আল্লাহর সত্তা সকল সত্তার শ্রেষ্ঠতম, তাঁহার নামও সর্বাপেক্ষা মহত্তম এবং সেই নামের জপ ও স্মরণ সকল আলোচনার চাইতে মধুরতম। পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট মাহুষের তপ্ত ও অশান্ত হৃদয়কে কেবল এই মধুর, মহত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নামের স্মরণ ও আলোচনা শান্ত, শীতল ও প্রকৃতিস্থ করিতে পারে। আল্লাহর নির্দেশ এই যে :
هے مانبمغولی، تومرا
অবহিত হও যে,
لا بذكر اللہ تطمئن
আল্লাহর স্মরণের সাহা-

القلب -

যেই মনে বিমল শান্তির উদ্বেক হইয়া থাকে,—
আবুরআদ : ২৮। পুনশ্চ আল্লাহ অনাদি, তিনিই সর্বপ্রথম, هو الاول তাঁহারপূর্ববর্তী কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহার নামের পূর্ববর্তী কোন নাম থাকিতে পারে না। অতএব জড় ও চৈতন্যের শান্তিবিদোদন কল্পে যে পবিত্র মহাগ্রন্থ আল্লাহর সর্বশেষ পয়গাম রূপে প্রেরিত হইয়াছে তাঁহারই পবিত্র, মহান ও মধুর নাম লইয়া তাহার সূচনা করা হইয়াছে, এবং তাঁহার যে ছই নাম জীবনের সংরক্ষণ ও সাফল্যের মূলীভূত কারণ, সেই 'রহমান' ও 'রহিম' তাঁহার ব্যক্তিগত নাম 'আল্লাহ'র বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিচ্ছিন্নমিত্তাহ—র বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ।

১। আল্লাহ আদম আলায়হিছ্ছালামকে সর্বপ্রথম সকল প্রকার
وعلم آدم الاسماء كلها -
নাম শিক্ষা দিয়াছিলেন,—আল্বাকারাহ : ৩১।
সকল নামের পুরোভাগে অনাদি আল্লাহর মহান নামের স্থান, সুতরাং হযরত আদমকে নিশ্চিতরূপে সর্বাগ্রে আল্লাহর পবিত্র নাম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।

২। মুহ আলায়হিছ্ছালাম তাঁহার নৌকা 'বিচ্ছিন্নমিত্তাহ' বলিয়াই চালাইয়াছিলেন। কোব্বানের সাক্ষ্য এই যে, অতঃ-
وقال اركبوا فيها باسم اللہ
পর হযরত মুহ বলি-
مسير بها ومرسأها -
লেন, নৌকার উঠিয়া পড়, আল্লাহর নামেই ইহা গতিশীল এবং নিশ্চল হইবে,— হুদ : ৪১ আয়ৎ।

৩। ছুলায়মান আলায়হিছ্ছালাম সেবার রাণীকে লিখিত পত্র বিচ্ছিন্নমিত্তাহর দ্বারা আরম্ভ করিয়াছিলেন,—আন
انه من سليمان وانه
নমল, ২০ আয়ৎ।
بسم اللہ الرحمن الرحيم
সমগ্র কোব্বানে স্বতন্ত্র ভাবে এই আয়ৎটি কেবল ছুরা নমলেই উল্লিখিত আছে।

৪। ওয়াহির প্রথম আদেশ, যাহা শেষ নবী মোহাম্মদ রজুল্লাহ (দঃ) এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা, পরমপ্রতিপালকের নাম লইয়া
اقراء باسم ربك الذي
পাঠ করার জন্ত
خلق -

আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।— আল্আলাক : ১

৫। আল্লাহর মহত্তম নাম জপ করিবার জগ্ন মুছলমানগণ আদিষ্ট — *سبح اسم ربك الاعلى* হইয়াছেন, — আল্আ'লা : ১।

৬। আল্লাহর মহিমাম্বিত নাম জপ করিবার জগ্ন মুছলমানদিগকে আদেশ — *فسبح باسم ربك العظيم* দেওয়া হইয়াছে, — আল্ওয়াকেক্বা : ৬৪ ও ৯৬; আল্ হাক্কাহ্ : ৫২ আয়ৎ।

৭। আল্লাহ স্বীয় রজ্বুল (দ:) কে অভিহিত করিতেছেন যে, তোমার *ربك ذو الجلال والاكرام* প্রতিপালকের নাম সম্বন্ধিগালী, প্রবলপ্রতাপাম্বিত, গরীয়ান, — আব্বুরহ-মান : ৭৮।

৮। মুছলমানগণ সতত তাঁহার নাম জপ করিবার জগ্ন আদিষ্ট হইয়াছেন। ছুরা আল্মূয্, যাম্বলে বলা হইয়াছে : *واذكرا اسم ربك وتبتل اليه* তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করিতে থাক এবং সকল দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার দিকে একাগ্র হও, — ৮ আয়ৎ। ছুরা আদ্দহরে বলা হইয়াছে যে তোমার প্রতিপালকের নাম প্রভাতে *واذكرا اسم ربك بسكرة* ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিতে *واصيلا* থাক, — ২৫ আয়ৎ।

‘বিচ্ছিন্নতার’ আল্ফুসুল্গিক উল্লিখিত আয়ৎসমূহের সাহায্যে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, সৃষ্টিকর্তা পরম প্রভুকে স্মরণ করিতে হইলে তাঁহার নাম লইয়া স্মরণ করিতে হইবে। শুধু দান ও তন্ময়তার দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করা যাইতে পারেনা, অথবা শুধু হু—হু শব্দ দ্বারাও তাঁহাকে স্মরণ করা চলিবেনা। ‘ওয়াহি’র শিক্ষা হইতে বঞ্চিত সাধকের দল সৃষ্টিকর্তাকে নিগুণ সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁহার জগ্ন কোন নাম নিরূপিত করা সঙ্গত মনে করেন না এবং তাহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া অদ্বৈতবাদী ফকিরের দল ভজনের জগ্ন ‘ইয়াহু’! শব্দ জপ করিয়া থাকে। ‘বিচ্ছিন্নতার’—র মধ্যে সৃষ্টিকর্তার নামের বিস্তারিততা ও উক্ত নামের সাহায্যে তাঁহাকে

স্মরণ করার আদেশ ভ্রান্ত দলের যাবতীয় উক্তি অসারতা প্রমাণিত করিতেছে। শাইখুলইচ্লাম ইবনেতায়মিয়াহ বলেন :

والذكر بالاسم المضر المفرد ابعد عن السنة وادخل في البدعة واقرّب الى اضلال الشيطان فان من قال : ياهو او هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائداً الا ما يصوره قلبه والقلب قد يهدى وقد يضل - وقد صنف صاحب الفصوص كتاباً باسمه كتاب الهوى - وزعم بعضهم ان قوله وما يعلم تاويله الا الله معناه : وما يعلم تاويل هذا الاسم الذي هو الهوى - وقيل لهذا وان كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على انه من ابين الباطل فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء حتى قلت مرة لبعض من قال شيئاً من ذلك : لو كان هذا كما قلته لكتبت : وما يعلم تاويل هو منفصلة -

সর্বনামের সাহায্যে আল্লাহকে স্মরণ করার পদ্ধতি ছন্নতের পরিপন্থী, বিদ্আতের দিকে আহ্বানকারী এবং শয়তানি ষড়্ভঙ্গের সর্বাপেক্ষা নিবটবর্তী। যে ব্যক্তি বলে : ইয়া হু, অর্থাৎ নেই; অথবা শুধু হু-হু, সেই-সেই; কিম্বা অল্পরূপ সর্বনামের সাহায্যে জপ করিয়া থাকে, তাহার হৃদয়ে যাহার কল্পনা থাকে, সর্বনামের সাহায্যে তাহার দিকে ইচ্ছিত স্পষ্ট হৃদনা আর হৃদয় কখনো সঠিক পথে চলিতে থাকে কখনো ভ্রান্ত হয়। মুহীউদ্দিন ইবনেআরাবী এক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছেন ‘কিতাবুল-হু’। কেহ কেহ ধারণা করেন যে, কোর্আনের আয়ৎ : *وما يعلم تاويله الا الله* তাৎপর্য আল্লাহ ব্যতীত কেহ অবগত নয়; ইহার অন্তর্গত ‘হু’ সর্বনামের অর্থ হইতেছে— সেই, স্মরণার্থ আয়তের অর্থ এইযে; গুণবাচক বিশেষ্য ‘সেই’—এর অর্থ কেহ অবগত নয়। যদিও সকল মুছলমান এমনকি বুদ্ধিমান মাজই উল্লিখিত উক্তির বাতিল হওয়া সযম্বে একমত, তথাপি যাহাযা একরূপ

সূর্যতাব্যঞ্জক কথা উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাদের একজনকে আমি একবার বলিয়াছিলাম যে, বর্ণিত আরতের অর্থ তোমার কথিত মত হইলে “হু” সর্বনাম বিষুব্রুভাবে লিখিত হইত। *

এই প্রসঙ্গে ইহাও অবগত হওয়া আবশ্যিক যে, সৃষ্টিকর্তার অনেকগুলি পবিত্র নাম রহিয়াছে, তাঁহার মহিমাবিত সত্তা যেরূপ সন্দেহের অতীত, তাঁহার নামগুলিও সেইরূপ স্থস্থির ও স্থনিশ্চিত। পরিচয়ের প্রধান সূত্র হইতেছে পরিচিতির নাম অবগত হওয়া, কোরআনের সূত্রপাত সেই নামের উল্লেখ ও উচ্চারণ এবং তাঁহার বিশিষ্ট গুণাবলীর পরিচয় দ্বারা সাধিত হইয়াছে। সৃষ্টিকর্তার স্থনিশ্চিত সত্তা সৰ্বদে যাহারা অজ্ঞ বা দিশাহারা তাহারা আকারে ইঙ্গিতে, অক্সোফুট ভাষায় তাঁহার কথা বলিতে চাহিয়াছে, কিন্তু কোরআন ঘোষণা করিয়াছে যে আল্লাহর অনেকগুলি

له الاسماء الحسنی -

সুন্দর নাম বিদ্যমান আছে, — আলআছরা, ১১০, তাহা, ৮, আলহাশার, ২৪ আয়ৎ। অধিকন্তু কোরআনের নির্দেশ এই যে, সৃষ্টিকর্তা পরম প্রভুকে ডাকিতে হইলে ঐ সকল সুন্দর নামের সাহায্যেই ডাকিতে হইবে, কালনিক ও উদ্ভট নাম লইয়া তাঁহার জপ করা চলি-
وَاللّٰهُ الْاَسْمَاءُ الْحَسَنِیْ
فَادْعُوْهُ بِهَا وَذُرُّوا الَّذِیْنَ
یَلْحَدُوْنَ فِیْ اَسْمَائِهِ -
সুন্দর নামসমূহ রহিয়াছে, তোমরা ঐ সকল নাম লইয়া তাঁহাকে আহ্বান কর, এবং যাহারা তাঁহার নাম সৰ্বদে কুটিলতা অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের পরিহার কর, — আলআ'রাফ, ১৮০ আয়ৎ।

আল্লাহর নাম সম্পর্কে কুটিলতার বিভিন্ন প্রকরণ আলোচনা করিয়া ভাষাকারগণ বলিয়াছেন যে, আল্লাহ যাহার অহুমতি প্রদান করেন নাই, তাঁহার জল্প সেইরূপ নাম আবিষ্কার করা কুটিলতার অন্ততম প্রকরণ। আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন যে নামে আল্লাহ নিজকে অভিহিত করেন নাই অথবা যে নাম কোর-

আন ও ছুন্নতে উল্লিখিত হয় নাই, সেই নামে তাঁহাকে কথিত করার আচরণ হইতেছে কুটিলতা কারণ আল্লাহর নামসমূহ নির্দেশিত—“তওকিফি” সূত্রাং শরিআতে উল্লিখিত নামগুলি ব্যতীত অন্য নামে তাঁহাকে আহ্বান করা বৈধ নয়। *

আধুনিক মুছলমান সাহিত্যিকগণের মধ্যে— যাহারা অদ্বৈতবাদী ও নিরীশ্বরবাদী কবি ও দার্শনিকগণের একান্ত পক্ষপাতি, তাহাদের এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া অবশ্যকর্তব্য।

“বিছমিল্লাহ—” পাঠকরার বিধি।

১। পানাহারের প্রাক্কালে—

ইমাম মুছলিম আমর বিন আবিছালমার— (রাযি:) বাচনিক রেওয়াজ করিয়াছেন যে, রহুল্লাহ (দ:) তাঁহাকে বলিলেন : আল্লাহর নাম লইয়া খাও এবং দক্ষিণ হস্তের وكل بیمنك وكل الله وسم الله یلیک - সাহায্যে ভোজন কর এবং তোমার নিকটতম পার্শ্ব হইতে আহাৰ্য্য গ্রহণ কর। †

মুছলিম ও আবুদাউদ হোযায়ফার (রাযি:) প্রমুখ্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রহুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন : ‘বিছ- ان الشيطان يستحل الطعام ان لا یذکر اسم الله علیه - মিল্লাহ’ না বলিয়া আহাৰ্য্য করিলে সেই খাদ্যে শয়তানের অধিকার জন্মে। †

তিরুমিযি ও ইবনেমাজ্জাহ ইবনেআব্বাছের— (রাযি:) বাচনিক রেওয়াজ করিয়াছেন যে, রহুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন : উষ্ট্রের ছায় এক নিখাসে পান করিওনা। দুই لا تشربوا واحدا كشرب البعیر ولكن اشربوا من ثلثی وسموا - তিন বারে পান কর এবং পানের প্রাক্কালে وسموا اذا اذتم شربتم - ‘বিছ মিল্লাহ’ এবং শেষ واحمدوا اذا رفعتهم - হইলে ‘আলহাম্দোলিল্লাহ’ বল। †

* ফতাওয়া ইবনেতায়মিয়াহ : (২) ৩৪২ পৃ:।

† ছহিহ মুছলিম : (২) ১৭২ পৃ: ; আবুদাউদ : (৩) ৪০৬ পৃ:।

‡ তিরুমিযি : (৩) ১১৩ পৃ:।

* কত্বুলবয়ান; (ক) ৪১৪ ও কত্বুল কদির; (৩) ৪৪৪ পৃ:।

২। শয়নের প্রাকালে—

ইমাম বুখারী হোশায়ফার (রাযি:) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুল্লাহ (দ:) রাত্রি কালে শয্যায় শায়িত হইয়া **كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده** 'নীচে রাখিতেন এবং **ثم يقول: اللهم باسمك** আমার আল্লাহ তোমার নামেই মরিতেছি আর তোমার নামেই জীবিত হইব। *

৩। সহবাসের প্রাকালে—

বুখারী ও মুছলিম ইবনে আব্বাছের (রাযি:) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন: তোমা- **لو ان احدكم اذا اتى اهله** - দেৱ মধ্যে কেহ আপন স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে উত্তত হইলে বলিবে— **بسم الله**.....। †

৪। পায়থানায় প্রবেশের প্রাকালে—

ইবনে মাজ্জাহ হযরত আলির (রাযি:) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন: **سنترما بين العن وعورات بنى أمم اذا دخل الكنيف** - ঘের গুপ্তাঙ্গসমূহ— **ان يقول: بسم الله!** আবৃত করার উপায় এই যে, পায়থানায় প্রবেশ কালে বলিবে,— **بسم الله**.....। ‡

হাফেয ইবনে হজর আবদুল আযিয বিহুল মুখতারের ছনদে রছুল্লাহর (দ:) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, তোমরা **اذا دخلتم الخلاء فقولوا** যখন পায়থানায় প্রবেশ করিবে, তখন বলিবে, **بسم الله**.....।

হাফেয উল্লিখিত হাদিছের ছনদ মুছলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। ¶

* বুখারী (দাওয়াৎ) ৪র্থ খণ্ড, ৬৫ পৃ:।

† বুখারী (দাওয়াৎ) ৪র্থ খণ্ড, ৭২ পৃ:; মুছলিম: (১) ৪৬৩ পৃ:।

‡ ইবনে মাজ্জাহ, ১২ পৃ:।

¶ ফত্বুলবারী: (১) ২১৪ পৃ:।

৫। গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার প্রাকালে—

আব্দাউদ, তিব্বিমিযি, নাছায়ী ও ইবনে মাজ্জাহ মুছলিম জননী উম্মে ছালামার (রাযি:) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুল্লাহ (দ:) আপন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় বলিতেন:— **بسم الله، تركت على الله العديت** - বিছিমিলাহ, আল্লাহর উপর নির্ভর করিতেছি। *

৬। ছওয়ারীর পৃষ্ঠে আরোহনের প্রাকালে—

ইমাম আহমদ, তিব্বিমিযি, আব্দাউদ, নাছায়ী, ইবনে মাজ্জাহ ও হাকেম আলি মূত'যার (রাযি:) বাচনিক বর্ণনা করি- **لما وضع رجله في الركاب** য়াছেন যে, রছুল্লাহ **قال: بسم الله، فلما استوى** (দ:) যখন ছওয়ারীর **على ظهرها قال: الحمد لله** - রেকাবে আপন পা স্থাপন করিতেন, তখন বলিতেন— **بسم الله**, আর উহার পৃষ্ঠে ঠিক হইয়া বসার পর বলিতেন— **بسم الله**.....। †

৭। হাটে বাজারে প্রবেশের প্রাকালে—

হাকেম বোরাযদা আছলামির (রাযি:) বাচনিক বর্ণনা করিয়া- **كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل السوق** - ছেন যে রছুল্লাহ (দ:) **قال: بسم الله!** হাটে বাজারে প্রবেশ করার সময় বলিতেন **بسم الله**.....। ‡

৮। ওয়ুর প্রারম্ভে—

ইমাম আহমদ, আব্দাউদ, তিব্বিমিযি, ইবনে মাজ্জাহ, বয়হকি, দাব্বুকুনী ও বায'যার আযশা— উম্মুলমোমেনিন, আব্বাহোরাযরা, ছুদ্দ বিনে যয়েদ, আব্বুছুদ্দ খুদ্দরী, ছহল বিনে ছাআদ ও আনছ বিনে-মালেক রাযিয়াল্লাহো আনছমের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন: **ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه** - আল্লাহর নাম স্বরণ

করিলনা, অর্থাৎ 'বিছিমিলাহ' পাঠ করিলনা, তাহার

* নববীর আল্আয্কার, ১২ পৃ:।

† তিব্বিমিযি: (৪) ২৪৪ পৃ:।

‡ আল্মুছতাদরক: (১) ৫৩২ পৃ:।

ওষু সিদ্ধ হইলনা! *

তাবারানি আবুহোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন : হে আবুহোরায়রা, **يا اباهريرة اذا ترضأت فقل** যখন তুমি ওষু করিবে **بسم الله والحمد لله** - তখন 'বিছ্ মিল্লাহ' ও 'আলহাম্দোলিল্লাহ' পাঠ করিবে। †

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলেন : আমি এ সম্পর্কে এমন কোন হাদিছ অবগত নই, যাহার ছন্দ উৎকৃষ্ট। ইমাম আবু বকর বিনো আবি শায়বাহ বলেন : রছুলুল্লাহ (দঃ) যে উক্ত কথা বলিয়াছেন, আমাদের নিকট তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারীর অভিমত এই যে, তিরমিযি কর্তৃক বর্ণিত রবাহ বিনে আবতুর রহমানের হাদিছটাই (আমাদের উল্লিখিত প্রথম হাদিছ) এ সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ্য উত্তম। ইবনো ছৈয়েদিননাছ তিরমিযির ব্যাখ্যায় বলেন, যে সকল হাদিছে ওষুর প্রারম্ভে, 'বিছ্-মিল্লাহ' পাঠ করা স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, সে গুলি সম্পূর্ণ বিশ্বুদ্ধ না হইলেও হাছান। ইবনে-হজর আছকালানি বলেন যে, ওষুর জগ্ন 'বিছ্-মিল্লাহ' পাঠ করার যতগুলি হাদিছ আছে, সমষ্টিগত ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে সে গুলির মধ্যে যে শক্তি অল্পত হয়, তাহাতে প্রতীতি জন্মে যে, দুর্বলতা সত্ত্বেও হাদিছের মূলে কিছু না কিছু সত্য বিद्यমান রহিয়াছে। ‡

ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ী ওষুর জগ্ন 'বিছ্ মিল্লাহ' পাঠ করাকে মুছ্ তাহাব বলিয়াছেন। § ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল, ইছ্ হাক বিনে রাহ্ ওয়ে, দাউদ যাহেরী ও কাযী শওকানি

* মুছ্ নাদে আহমদ (ফজ্জর রব্বানি) ২য় খণ্ড, ২০ পৃঃ; আবু দাউদ : (১) ৩৭ পৃঃ; তিরমিযি : (১) ৩৮ পৃঃ; ছুননে বয়হকি : (১) ৪৩ পৃঃ; দারকুৎনী : (১) ২৬ পৃঃ।

† মাজ্ মাউয্ যওয়ায়েদ (১) ২২০ পৃঃ।

‡ তিরমিযি : (১) ৩৮ পৃঃ; তলখিছুল হবির, ২৭ পৃঃ।

§ হেদায়া : (১) ৭ পৃঃ; আল্ উম : (১) ২৭ পৃঃ; মিযানে কুবরা, ১৩৬ পৃঃ।

প্রভৃতি ওয়াজেব বলিয়া নির্দেশিত করিয়াছেন।

হজ্জাতুল ইছলাম দেহলভী বলেন : 'বিছ্ মিল্লাহ' পাঠ করা ওষুর অতম অঙ্গ বা শর্ত। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হাদিছে কথিত ওষু সিদ্ধ না হওয়ার অর্থ— সর্বাঙ্গ স্তম্ভ না হওয়া, কিন্তু আমি এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নই, কারণ উক্ত পরোক্ষ ব্যাখ্যা দ্বারা রছুলুল্লাহর (দঃ) কথিত শব্দের অন্যথাচরণ সাব্যস্ত হয়। *

৯। প্রত্যেক রাক্বাতের প্রারম্ভে—

ইমাম আহমদ, আবুদাউদ, হাকেম, ইবনে-খুযায়মা ও দারকুৎনি জননী উম্মে ছালামার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করি- **انها سألت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم** - যাছেন যে তিনি জিজ্ঞা- **فقلت كان يقطع قراءته آية** - সিত হইলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) নমাযে কি **بسم الله الرحمن الرحيم** - আবার্ত্তি করি- **الحمد لله رب العالمين** - তেন? তিনি বলিলেন : **الرحمن الرحيم** - **مالك يوم الدين** - রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রত্যেক - **مالك يوم الدين** - আয়ৎ (পৃথক পৃথক ভাবে) বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঠ করিতেন; যথা : বিছ্ মিল্লাহির রহমানির রহিম, —আলহাম্দো লিল্লাহে রব্বিল আলামিন, —আবু-রহমানিবু রহিম, —মালেকে ইয়াওমিদ্দীন। †

নাছায়ী, দারকুৎনি, হাকেম, ইবনেইছ্বান ও ইবনেখুযায়মা নঈমুল মুজ্ মবেরের বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, আমি **صليت وراء ابي هريرة فقراء بسم الله الرحمن الرحيم** - তাহা পিছনে নামায পড়িলাম, **تم قراءه بام القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليه** - তিনি 'বিছ্ মিল্লাহ' - **وقال الناس : آمين** - অতঃপর ছুরা **ثم يقول اذا سلم** - ফাতিহা পড়িলেন, যখন **والذي نفسي بيده اني لاشبههم صلوة برسول الله** - 'গাইরিল মগ্ যুবে— আলারহিম, ওয়ালাব্- **صلى الله عليه وسلم** - যাল্লিন' শেষ করিলেন,

* হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১৮০ পৃঃ।

† মুছ্ নাদে আহমদ (ফজ্জর রব্বানি) ৩য় খণ্ড, ১৮৮ পৃঃ; মুছ্ তাদরক (১) ২৩২ পৃঃ; দারকুৎনি, ১১৬ পৃঃ।

তখন বলিলেন—আমিন! পশ্চাদ্বর্তী সকলেই বলিলেন—আমিন! ছালাম ফিরাইবার পর আবুহোরা-য়রা (রাযি:) বলিলেন: হাঁহার হস্তে আমার প্রাণ আছে, তাঁহার শপথ! আমার নমায তোমাদের সকলের চাইতে রহুলুলাহর (দ:) নমাযের অনুরূপ।

দারুফুনি এই হাদিছকে বিশুদ্ধ এবং চনদের রাবীদিগকে বিশ্বস্ত বলিয়াছেন। হাকেম ইহাকে বখারি ও মুছলিমের শর্তানুসারে ছহিহ বলিয়াছেন এবং যহবী তাঁহার উক্তি সাব্যস্ত রাখিয়াছেন।*

ইমাম আবু হানিফা, ইবনে আবিলায়লা, ছুফ-য়ান ছওরী, হাছান বিনে ছালেহ, আবু ইউছফ, মোহাম্মদ বিনুল হাছান, যুফর ও ইমাম শাফেয়ী ফাতিহার পূর্বে বিছ্ মিল্লাহ পাঠ করার নির্দেশ দিয়াছেন কিন্তু প্রত্যেক রাক্ আতে ও প্রত্যেক ছুরার প্রারম্ভে উহা পাঠ করিতে হইবে কিনা, সে সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। কাযী আবু ইউছফ কর্তৃক ইমাম আবু হানিফার দুই প্রকার— উক্তি বর্ণিত হইয়াছে: প্রথম, প্রত্যেক রাক্ আতে ছুরা ফাতিহার পূর্বে একবার পাঠ করিতে হইবে, কিন্তু অগ্ন ছুরা আরম্ভ করার সময় ছালাম ফিরান পর্যন্ত আর পাঠ করা হইবে না। ইমামের অগ্ন-তম শিষ্য হাছান বিন্ যিয়াদ বলেন, প্রথম রাক্-আতে কিব্ আতে (আবু 'র ' পূর্বে একবার পাঠ করিলেই যপেট হইবে, উক্ত নমাযের মধ্যে পুন-রায় পাঠ করা আবগুক হইবে না, কিন্তু যদি কেহ প্রত্যেক ছুরার প্রারম্ভে এক বার করিয়া পাঠ করে তাহা উত্তম। ইমামের দ্বিতীয় উক্তি কাযী রেও-য়ায়ং করিয়াছেন যে, প্রত্যেক রাক্ আতে ফাতিহার পূর্বে পাঠ করা জায়েয। স্বয়ং কাযী আবু ইউ-ছফের অভিমত এই যে, প্রত্যেক রাক্ আতে ছুরা ফাতিহার পূর্বে একবার এবং অগ্ন ছুরা পড়িতে ইচ্ছা করিলে তাহার পূর্বে একবার 'বিছ্ মিল্লাহ' পাঠ করিতে হইবে। মোহাম্মদ বিনুল হাছান বলেন যে, অল্পস্বরে একাধিক ছুরা পড়িতে ইচ্ছা করিলে

প্রত্যেক ছুরার প্রারম্ভে 'বিছ্ মিল্লাহ' পড়িতে হইবে, কিন্তু উচ্চস্বরের নমাযে পড়া হইবে না। *

ইমাম মালেক বলেন, উক্ত বা অল্পস্বরে কোন ফরয নমাযেই 'বিছ্ মিল্লাহ' পাঠ করা হইবে না। নফল নমাযে ইচ্ছা করিলে পড়া চলিবে। *

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল,— কাযী আবু ইউছফ, হাফেয যায়লাযী এবং আহ্লে-হাদিছ ইমামগণের নিকট ছুরা ফাতিহার পূর্বে 'বিছ্ মিল্লাহ—' পাঠ করা ওয়াজেব। মুনিয়াতুল-মুছল্লির টীকায় ইমাম মোহাম্মদের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে যে, প্রত্যেক রাক্ আতে উহা পাঠকরা— ওয়াজেব এবং ইহাই সঠিক সিদ্ধান্ত। †

১০। তওযাফের প্রাকালে—

ইবনে আছাকির আবুত্বল্লাহ বিনুছ ছায়েবের (রাযি:) বাচনিক রেওয়ায়ং করিয়াছেন যে, রহু-লুল্লাহ (দ:) কা'বা শরিফের তওযাফ আরম্ভ করার সময় বলিতেন :— بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
'বিছ্ মিল্লাহ'—ওয়াল্লাহো আকবর। ‡

১১। যব্হের প্রাকালে—

ছুরা আল্ আন্বান্বামের ১১২ আয়তে বলা হইয়াছে: যে হালাল - فَكَلِمَاتٍ مِّمَّا زَكَرَاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ - প্রাণীকে আল্লাহর নাম লইয়া যব্হ করা— হইয়াছে, তাহা ভক্ষণ কর,— এবং ১২২ আয়তে বলা হইয়াছে, যে হালাল وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرْ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ - প্রাণীকে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিয়া যব্হ করা হয় নাই, কদাচ তাহা ভক্ষণ করিওনা, কারণ উহা নিশ্চিত রূপে পাপের প্রতীক। উল্লিখিত আয়ৎ দুইটির সমবায়ে যব্হের সময় 'বিছ্ মিল্লাহ' বলা ওয়াজেব প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু মুছলমানের যে যব্হে ভুলবশত: বা ইচ্ছাকৃত ভাবে 'বিছ্ মিল্লাহ' উচ্চারিত হয় নাই, তাহা ভক্ষণ করা সত্বে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন।

* জাছ্ ছাছ রাযীর আহ্ কামুল কোব্বান: (১) ১২ পৃ:।

† বলুগুল আমানি: (৩) ১৮৮ পৃ:; কাবিরি, ১৭২ পৃ:।

‡ নয়মুল আওতার: (৫) ৪০ পৃ:।

* নাছায়ী, ১১৬ পৃ:; দারুফুনি, ১১৫ পৃ:; মুছ্ তাদরক (১) ১৩২ পৃ:।

ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও হাছান বিনে ছালেহ্ বলেন যে, ইচ্ছাকৃত ভাবে 'বিছমিল্লাহ' না বলিয়া থাকিলে উহার গোশত খাওয়া চলিবে না, ভ্রাস্তিবশতঃ পরিত্যক্ত হইয়া থাকিলে চলিবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আওয়যীয়র উক্তি এই যে, ইচ্ছাকৃত ভাবে বা ভ্রাস্তিবশতঃ অনুচ্চারিত মুছলমানের যবিহা ভক্ষণ করায় দ্বৈষ নাই। ছাহাবা ও তাবেরীগণের মধ্যে আলি মুর্তাযা, ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, আতা বিনো আবি রিবাহ, ছুদ্দ বিম্বুল মুছাইয়ব, ইবনে শিহাব ও তাউছের অভিমত যে, ভ্রাস্তিবশতঃ 'বিছমিল্লাহ' পরিত্যক্ত হইয়া থাকিলে ভক্ষণ করা চলিবে এবং আবদুল্লাহ বিনে উমর (রাযিঃ) এর মতে চলিবে না। আল্লামা শওকানি বলেন : সকল প্রকার হালাল যব্হে 'বিছমিল্লাহ' বলা যে মুছতাহাব তাহাতে কোন মতভেদ নাই এবং বিদ্বানগণের মতভেদ ওজুবের মধ্যে

সীমাবদ্ধ। *

১২। ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করিয়াছেন :—

باب : التسمية على كل حال

সকল অবস্থায় আল্লাহর নাম (বিছমিল্লাহ) গ্রহণ করার অধ্যায়। † হাফেয ইবনেকছির বলেন : প্রত্যেক আচরণ ও উক্তির সূচনায় বিছমিল্লাহ বলা মুছতাহাব। দণ্ডায়মান, উপবেশন, পানাহার, লিখন, পঠন, বক্তৃতা এবং ওয়ূ নমায প্রভৃতির সূচনায় সাফল্য, সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা লাভের জন্য সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যে 'বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম' পাঠ করা মশরু—বিধেয়। ‡

* জাছ্ছাছের আহকামুল কোব্বান (৩) ৬ পৃঃ।

নয়লুল আওতার : (৫) ১০৪ পৃঃ।

† বুখারী : (১) ২৬ পৃঃ।

‡ তফছির ইবনে-কছির : (১০১ পৃষ্ঠা।

৐৐৐৐৐

আনসার

(আনসার—মার্চিং সং)

আবুল হাশেম।

ওরে আনসার; ওরে দুর্বার
চলরে এগিয়ে চল
নও জামানার রোশনীতে আজ
মিনারে মিনারে ধনে আজান
বেছে'নে জামাতে বেছে'নে স্থান
'আল্লাহ' ধনি কাঁপারে ধরণী
কণ্ঠ ছাড়িয়া বল
ওরে চল।

কুসুম ছড়ান পথ বহি কভু
আসে নাই এ প্রভাত
এসেছে পোহারে তুষাংগময়ী
অন্ধ তমস রাত।

কত শহীদের তাজা রুধীর
কত জননীর নয়নের নীর

এই ধরণীর মকতে রচিল
ওয়েসিস স্মৃশীতল
ওরে চল, ওরে চল।

এসেছিল যবে মরুর দুলাল
দুস্তর মরুপার
পশ্যতে করে ক্ষিপ্ত কোরেশ
উদ্ধত চীৎকার।

কে তারে আদরে নিল ধরে
কার আঁপি কোণে আঁসু বারে
কার ঘরে ভাই মরুর তপন
ভাতিল সমুজ্জল
ওরে চল।

মরুর দুলাল আজো আছে তাই
আজো আছে মোর বৃকে—
বরণ করিছে শত অনশন
সেই মিলনের স্মৃথে।
কত যে পীড়ন, কত আঘাত
কত অপমান দিবস রাত
তুচ্ছ করেছি কার তরে বল,
কোন মহা সম্বল?
ওরে চল।

মোরা আনুসার, ছিল না মোদের
ধনবল জনবল,
আছিল ঈমান দুনিয়ার ধন
আখেরাতের সম্বল।
ঈমানের জোরে না করি ভয়
দিকে দিকে নব লভেছি বিজয়
অত্যাচারিত-অস্তুরে ঢালি
শাস্তির সূধা-জল।
ওরে চল।

ঐ শোন ঐ মহাজেরীনের
তক্বীর শোনা যায়,
শত মজলুম আশ্রয় মাগে
দুস্তর সাহায়ায়।

খজুর পাতার দীন কুটির
রচিবে তাদের শাস্তির নীড়
প্রেমের সলিলে ফুটায় তুলিবে
শাস্তির শত দল,
ওরে চল, ওরে চল।

আহুক আবার বণ্ণা বাপট
কাল বোশেখের বাড়,
নাই ভয় ওরে, হবে জয়
বল আল্লাহ আক্ববর।
আল্লাহ বলে অবহেলে
শত পাহাড়ের বাধা ঠেলে
দিকে দিকে কর অভিযান তব,
ওরে প্রাণ চঞ্চল।
চলুরে চল।

ঈমানের জোরে অজানা সাগরে
পাল তুলি পুনরায়
সারে জাহানের ভাঙার মোর
সঙ্কেতে খুলে যায়।
সাহারার বৃকে খেলে সরিৎ
রুক্ষ ধরণী হল হরিৎ
এত দিন পরে প্রাণ দরিয়ায়
আবার এলরে চল,
ওরে চল, ওরে চল।

পাকিস্তানের অগ্নিপরীক্ষা।

মোহাম্মদ আবদুল রহমান, বি, এ-বি টি।

পাকিস্তান অর্জনের কাজে আমরাদিককে যত-
টুকু সাধনা ও ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে,—
উহার স্থায়িত্ব রক্ষা, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, ও উৎকর্ষ সাধনের
জগ্ন তদপেক্ষা ঢের বেশী সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার
প্রয়োজন। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির পথে

ঘরে বাহিরে পাকিস্তানের জন্মের পূর্ব হইতেই দুশ-
মনীভাব বিद्यমান ছিল এখন সে ভাব শক্তিশালী
ও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই বিরাট একদল
লোক বাস করে যাহারা পূর্ব হইতেই পাকিস্তান

প্রতিষ্ঠার পথে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া বাধা প্রদান করিয়াছে, তাহাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে। তাহারা পাকিস্তানকে তাহাদের আপন রাষ্ট্ররূপে মৌখিকভাবে স্বীকার এবং নিজ-দিগকে উহার অল্পগত নাগরিকরূপে ঘোষণা করিলেও এই নব রাষ্ট্রকে তাহারা মনে প্রাণে বরণ করিয়া লইতে পারে নাই—এবং কস্মিন কালেও পারিবে না,—যে কোন স্বযোগ-মুহুর্তে উহার ধ্বংস ও বিনাশের কাজে তাহারা আগাইয়া আসিবে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিন্দুস্থানের অধিবাসীগণ 'ভারত মাতা'র দ্বিখণ্ডিত রূপ দর্শনে একান্তই নারাজ ছিলেন। অবস্থার অপরিহার্য চাপে উহাকে সাময়িক ভাবে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেও তাঁহারা 'দেশ-মাতৃকার' ছিন্নদেহের পুনর্যোগ সাধনের স্বপ্ন এক দিনের তরেও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। পাকিস্তানকে নাজেহাল ও বিপর্যস্ত করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর আজ 'ভারতমাতা'র ভক্ত সম্মানগণ পৃথিবীর বুক হইতে পাকিস্তানের মানচিত্র চিরতরে মুছিয়া ফেলিবার জ্ঞাত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং উক্ত পরিকল্পনার প্রাথমিক আয়োজন স্বরূপ ভারতের নিরীহ মুছলমানগণের নিধন ও নিৰ্বাসন পর্ক উদযাপিত করিবার এবং পাকিস্তান হইতে হিন্দুদিগকে সরাইয়া লইবার মহড়া শুরু করিয়া দিয়াছেন।

পৃথিবীর মানচিত্রে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে ইউরোপ ও আমেরিকার বৃহৎ শক্তিগুলি স্ননজরে দেখিয়াছে এমন মনে করিবারও কারণ নাই। মধ্য-যুগে ইছলামের উদীয়মান শক্তিকে খর্ব ও নেস্ত-নাবুদ করার জ্ঞাত ক্রুসেড বা ধর্ম যুদ্ধের নামে ইউরোপের খৃষ্টান রাজ্যগুলি বার বার বিপুল শক্তি সমাবেশ করিয়াছে। তাহারা মুছলীম স্পেন হইতে ইছলামকে নির্মূল করিয়া দিয়াছে, তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে বার বার দণ্ডায়মান হইয়া অবশেষে বিংশ শতাব্দীতে মুছলীম রাজ্যগুলিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন করিয়া রাখার প্রচেষ্টায় ও তাহাদের শোষণব্যবস্থায় সফলকাম হইয়াছে। আজ একটি

নবজাগ্রত শক্তিশালী মুছলীম রাষ্ট্র স্বপ্রতিষ্ঠিত এবং উহার উত্থোগে অগ্নাত মুছলীম রাষ্ট্রসমূহ—ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন হওয়ার স্বযোগ লাভ—করিলে তাহাদের শোষণস্বার্থের মূলে আঘাত লাগিবে, তদুপরি পাকিস্তান যে ইছলামী আদর্শ ও জীবনপদ্ধতি রূপায়ণের সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছে তাহাতে পুঞ্জিবাদী আমেরিকা ও ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমূহের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ রহিয়াছে। সর্বশেষে কমিউনিজ্‌মের যে দাজ্জালী শক্তি সোভিয়েট ক্রিয়ায় উদ্ভূত হইয়া পূর্ব ইউরোপের সমস্ত অঞ্চলে, মহাচীন, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশসমূহে—শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে এবং পৃথিবীর অগ্নাত রাষ্ট্রে কমিউনিষ্ট পক্ষম বাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় যেরূপ তুর্কীর গতিতে সর্বব্যাপী হইয়া সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করিবার উত্থোগ আয়োজন করিতেছে, তাহা এক সূষ্ঠ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত বিপুল সম্ভাবনায় ভরপুর নবজাত ইছলামী রাষ্ট্রকে কস্মিন কালে সূদৃষ্টিতে দেখিতে পারে না। পাকিস্তানের বিপদের সর্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ এই কমিউনিজ্‌ম! বস্তুতঃ আমরা সচেতন ও সজাগ থাকিলেই ঘরের শত্রুর দুষ্টতৎপরতা দূর করিতে পারিব, যথাযোগ্য সাময়িক প্রস্তুতি দ্বারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতর্ক্য আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিব। জরাজীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও অভিশপ্ত সভ্যতার বাহক পুঞ্জিবাদী মার্কিন রাষ্ট্র ও উহার তাবদার পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তির নিকট হইতে আশঙ্কার কারণ তেমন ভয়াবহ নহে—যেমন রহিয়াছে কমিউনিজ্‌মের আদর্শবাদের তরফ হইতে।

কমিউনিষ্ট শাসন একটা আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুগ হইতে যুগান্তর এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর বৃহৎ প্রবল তুর্কীর প্রতি নির্বীচাবে যে উৎপীড়ন চালাইয়া আসিয়াছে, শক্তিবান অক্ষমের ক্রুশদেহ হইতে রক্তশোষণের যে নিষ্ঠুরলীলা চালাইয়াছে, ধনী এবং নিধনের মধ্যে অসাম্যের যে অটল পাহাড় অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে, আশ্রাফ ও আতরাফের মধ্যে ব্যবধানের

যে দ্রব সৃষ্টি হইয়াছে—ফলে সমাজ দেহের এক দিকে যে রক্তক্ষীর্ণিত ও অগ্নি দিকে পক্ষাঘাতের সৃষ্টি হইয়াছে—তাহারই বিপরীত মুখী প্রতিক্রিয়ায় কমিউনিজ্‌মের জন্ম সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু কমিউনিজ্‌ম এক অগ্নাধের প্রতিবিধান করিতে গিয়া বৃহত্তর অগ্নায় ও ভীষণতম অনাচারের প্রশ্রয় দিয়া বসিয়াছে।

কমিউনিজ্‌ম জগতের সমস্ত ধর্মগুরুদিগকে একাকার রূপে প্রচলিত অগ্নায়ের ব্যবস্থাপক ধরিয়া লইয়া সকলকেই ভণ্ডামি ও পক্ষপাতের দোষে অভিযুক্ত করিয়াছে। এখানেই উহা খামিয়া যায় নাই, ধর্মকে অনাচারের মূল ঠাওরাইয়া সৃষ্টি কর্তাকেই অবশেষে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। শ্রম, ধর্ম, পরলোক প্রভৃতিকে মানুষের কপোল-কল্পিত, অবাস্তব ও সম্মোহক বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে এবং পৃথিবীর জন্ম হইতে অগ্নাবধি যে সর্বস্বীকৃত নিয়মে মানুষ তাহার সমাজ ও পারিবারিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে কমিউনিজ্‌ম তাহার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত হানিয়াছে। যন্ত্র সভ্যতার প্রধান উপকরণ শ্রমিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া সমাজের অগ্নাণ্ড স্বার্থকে বলি দেওয়া হইয়াছে। ডিক্টেটরী শ্রমিক শাসনের কবলে ব্যক্তিস্বাধীনতার চরম অবসান ঘটান হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষের যৌনমিলন ও সম্মান উৎপাদনে উশ্ণ্বল ও অবাধ স্বাধীনতার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমের পুঞ্জিবাদী শক্তিপুঞ্জ গত মহাযুদ্ধে নাৎসী জুজুর ভয়ে এই মারাত্মক বিষধর ফণীকে দুধে ভাতে পুষিয়া ও অর্থ সাহায্যে পুষ্ট করিয়া আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে উহাকে রক্ষা করিয়াছে আর আজ উহার উদ্ধত ফণা সেই শক্তির মূলে আঘাত হানিবার জগ্ন রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের পর কমিউনিজ্‌মের প্রভাব বিপুল গতিবেগে দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অন্ন দিনের ভিতর অদ্ভুত জাফানী সহ পূর্ব ইউরোপের সমস্ত দেশে কমিউনিষ্ট শাসন প্রবর্তিত এবং রাশিয়ার তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। বিশ্বব্যাপী কমিউনিজ্‌ম প্রসারের জগ্ন কমিনফর্মের স্মৃগিত কার্যকলাপ পুনঃ

রাশিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছে এবং সারা পৃথিবীর কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক ইউরোপীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা কমিটি (Inter-national committee for the study of European affairs) কর্তৃক প্রকাশিত প্রচার-পুস্তিকায় আফ্রিকা ও এশিয়ার কমিনফর্ম—প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর যে বিবরণ রয়টার পরিবেশন করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে—

বর্তমানে কমিউনিষ্ট সৈন্য সংখ্যা ৮০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। ইহারা যে কোন মুহূর্তে আক্রমণের জগ্ন ছকুমের প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছে।

ইথোপিয়ায় রাজধানী আদ্দিস আবাবার—সোভিয়েট দূতাবাস আফ্রিকা মহাদেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলন পরিচালনার প্রধানতম কেন্দ্ররূপে নির্বাচিত হইয়াছে। পূর্ব-উত্তর ও মধ্য আফ্রিকায় কমিনফর্মের ব্রিটিশ ও ফরাসী অল্পচরবন্দ এবং সমভাবাপন্ন শ্রমিক আন্দোলন সমূহ বিপুল উত্তমে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক মধ্য পূর্ব (Middle East) হইতে প্রেরিত মুছলীম নামধারী প্রচারকবন্দ উত্তর আফ্রিকার প্রচার কার্যে সহায়তা করিতেছে।

চীনে কমিউনিষ্ট আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পিকিং এশিয়ার আন্দোলন পরিচালনার প্রধানতম কেন্দ্র রূপে নির্ধারিত হইয়াছে। ব্যাংকক ও মান্দালয় আন্দোলনের অগ্রবর্তী ঘাঁটি রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় ব্রিটিশ উপনিবেশ হংকং এ ইংরাজদের নাকের ডগার উপর প্রধান কমিউনিষ্ট কাউন্সিলের সদর দফতর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উক্ত কাউন্সিল ৬ টি জাতীয় কমিটির (Six National Committees) সমবায়ে গঠিত। ইন্দো-চীন, শাম, মালয়, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এই ৬ টি রাজ্যে উক্ত কাউন্সিল আগ্রয়ান্ত্র ব্যবহার সহ আন্দোলনের সর্ববিধ কর্ম তৎপরতার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বাঞ্চলে সামরিক তৎপরতার কেন্দ্র হইবে ড্রাডিভেস্টক আর পশ্চিমাঞ্চলে তাসকন্দ হইতে তাজিকিস্তান সৈন্য

বাহিনী ভারত ও তিব্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিবে। ইন্দোচীন সর্বপ্রথম কমিউনিষ্ট দৈত্য বাহিনী ধর্ষক আক্রান্ত হইবে। তৎপর ব্রহ্ম ও শ্রামের দিকে তাহারা অগ্রসর হইবে। ভারতের কমিউনিষ্টগণ ক্রমেই অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইতেছে। ভারতে বর্তমানে কমিউনিষ্ট শক্তি সংখ্যা ১৫ লক্ষের কম হইবে না। তিব্বত আক্রান্ত এবং সীমান্ত বেধিয়া কমিউনিষ্ট শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতের আসন্ন বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া আসিবে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে কিম্বা নিকট ভবিষ্যতে কমিউনিষ্টদের দুর্ভাগ্যমূলক কোন—পরিচালনা আছে কিনা রয়টার পরিবেশিত সংবাদে তাহার কোন আভাস না থাকিলেও কমিউনিজ্‌ম যে পাক-ভূমিকে দূর হইতে নমস্কার জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিবে এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ কান পাতিলেই পাকিস্তানের দ্বারদেশে কমিউনিজ্‌মের করাঘাত শুনা যাইবে এবং দেশের অভ্যন্তরে কমিউনিষ্ট শক্তিগুলি লুকাইয়া থাকিলেও ঘুমাইয়া নাই। চতুর্দিকে সঙ্কট যে রূপ ঘনাইয়া আসিতেছে সে অবস্থায় নাসিকায় তৈলমর্দন—পুষ্পক পাকিস্তানের স্বথ নিস্ত্রায় অভিভূত থাকা ধ্বংসকে বরণ করিয়া লওয়ার নামাস্তর মাত্র।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পধ্যালোচনা কমিটি পশ্চিমী গণতান্ত্রিক শক্তিপুঞ্জকে ঐক্যবদ্ধ পরিচালনা সহ অগ্রসর হইতে, কমিউনিষ্টদের আক্রমণ-লক্ষ্য দেণ সমূহে ব্যাপক সামরিক সাহায্য প্রদান করিতে এবং শীঘ্র সেই সব দেশের জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার ব্যবস্থা অবলম্বনের জগ্ন উপদেশ বিতরণ করিয়াছেন। এই উপদেশ বিতরণের পূর্কেই পুঞ্জিবাদের আশা-ভরসা আমেরিকা কমিউনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধের জগ্ন বিপুল দ্রুততার সহিত সামরিক প্রস্তুতি বাড়াইয়া চলিয়াছে, এটম বম্ব হাইড্রোজেন বম্ব প্রভৃতি সর্বধ্বংসী ভয়াবহ মারণাস্ত্রগুলি শানাইয়া রাখিতেছে এবং মার্শাল সাহায্যে তাবেদার রাষ্ট্রসমূহের প্রতিরোধ শক্তি বলীয়ান—করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু আমাদের মতে

কমিউনিজ্‌ম তাহার স্বকৌশল প্রচারণা ও ব্যাপক সফলতা লাভের দ্বারা পৃথিবীর এবং বিশেষ করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার অগণিত উৎপীড়িত ও শোষিত জনগণের বিক্ষুব্ধ মনে যে উৎসাহের বহি ও আশার দাবাগ্নি জ্বলিয়া দিয়াছে আটলাণ্টিকের জলসিঞ্চনে তাহা নিক্ষেপিত হইবে না। আটলাণ্টিক সভ্যতার ফাটলে যে ঘুণ ধরিয়াছে তাহা উক্ত সভ্যতাকে জরাজীর্ণ ও অস্তঃসরশূণ্য করিয়া রাখিয়াছে।—প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সকল প্রতিরোধ দূরের কথা সমস্তা-ভারাক্রান্ত আপনদেশের তাল সামূলানই এখন উহার দায় হইয়াছে।

দুই বিপরীত-মুখী আদর্শবাদের ক্রায়যুদ্ধ বহু পূর্কেই শুরু হইয়াছে। সামঞ্জস্য বিধানের শত চেষ্টা ব্যর্থতার বিড়ম্বনা বহিয়া বিরোধ বাড়াইয়া চলিয়াছে, অসমাধা সমস্তার পুঞ্জীভূত জঞ্জাল বিশ্ব ধ্বংসী তৃতীয় মহাসমরের ইন্ধনরূপে তুপীকৃত হইতেছে।

কখন কোথা হইতে আগুন জলিয়া উঠিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। একবার আগুন জলিয়া উঠিলে দাবাগ্নির ছায় তাহা যে অতি অল্প সময়ে ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর আকার ধারণ করিয়া দিক্‌দিগন্ত পোড়াইয়া ছারখার করিবে, জল, স্থল, আকাশ ও পাতাল ভেদিয়া বিপন্ন মানবের মর্শ্বেভেদী করণ কান্নার রোল উঠিবে এবং সমস্ত ধরা-ধামকে এক বিরাট শ্বশানাগারে পরিণত করিয়া ছাড়িবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই নিরাশ আধারময় অশান্ত পরিস্থিতিতে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া আশার আলোক জ্বলাইতে পারে এমন কোন আদর্শ কী ছনিয়ার সম্মুখে বিদ্যমান নাই?

আছে।

সাড়ে তের শত বৎসর পূর্কে বিশ্ব স্রষ্টার তরফ হইতে অশান্তি-দঙ্ঘ ও বেদনা-বিক্ষুব্ধ মানবের—জগ্ন বিশ্ব-নবী হজরত মোহাম্মদ (সঃ) যে বেহেশতী পরগাম বহন করিয়া লইয়া আসেন, একমাত্র তাহারই ভিতর শান্তির বীজ এবং পৃথিবীর সর্ব-বিধ সমস্তার সহজ সমাধানের মূল মন্ত্র নিহিত

রহিয়াছে। যত দিন দুনিয়ার এক বৃহৎ অংশ এই মূলমন্ত্রকে স্বীকার এবং তদনুযায়ী জীবনপদ্ধতি— নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস পাইয়াছে ততদিনই তথায়— অনাবিল শাস্তি ও বাড়তি সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে। সেই কল্যাণপথ পরিত্যাগের পর হইতেই পৃথিবীতে অমানিশার সূচিতেদ পঙ্ককার নামিয়া আসে। আঁধারে ঘেরা পরিবেশে উৎপীড়ন, অনাচার, ও ব্যভিচারের তাণ্ডবলীলা বর্দ্ধিত হইতে হইতে পৃথিবী আজ ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে।

দীর্ঘ দিনের অবহেলা ও কর্মশৈথিল্যের পর দুনিয়ার মুছলমানগণ জাগ্রত হইয়াছে। বৃহত্তম মুছলীম রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তান জন্মলাভ করিয়াছে এবং কোরআন ও হাদিছকে জীবনপদ্ধতির পরিচালক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুছলীম রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যহুত্রে বাঁধিবার জ্ঞান যে চেষ্টা চলিতেছে স্বাভাবিক ভাবেই পাকিস্তানের উপর তাহাদের সুসংবদ্ধ করার নৈতিক দায়িত্ব বর্তাইয়াছে। এখন কি ভাবে পাকিস্তান এই মহান দায়িত্ব প্রতিপালন করে তাহা দেখিবার জ্ঞান বিশ্ব-মুছলীম সমুৎসুক নেত্রে তাকাইয়া আছে। পাকিস্তানের সঙ্কটে এখন ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা, স্বন্ধে সুমহান দায়িত্ব। এক দিকে উহাকে ঘরের গুপ্ত শত্রু ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র জ্ঞানকে চিন্ন করিতে হইবে, দেশের কমিউনিষ্ট ও তদভাবাপন্ন আন্দোলনকে সম্মুখে উৎপাটিত করিতে হইবে এবং বাহিরের কমিউনিষ্ট শক্তির দুর্কার গতিক প্রতীহত ও তরু করিয়া দিতে হইবে, অত্র দিকে ইচ্ছামের সুমহান আদর্শকে বিশ্বের সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিতে হইবে, সমস্ত গায়র-ইসলামী দোষক্রটি— সংশোধন পূর্বক নিজেদের জীবনে উহা প্রতিফলিত করিয়া বিশ্বমানবকে অবিকৃত ইচ্ছামের সন্নিহিত ছায়াতলে আচ্ছান করিতে হইবে এবং বিশ্ব মুছলীম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় প্রাণপাত করিতে হইবে।

আমরা এই অগ্নিপর্বীক্ষার উদীর্ণ ও মহান দায়িত্ব পালনের জন্য কিরূপ প্রস্তুত হইয়াছি তাহা

পরীক্ষা ও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। গৃহ-শত্রু দমন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জ্ঞান পাকিস্তান সরকার অনেকটা সচেতন আছেন ও সাধামত প্রস্তুত হইলেছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু কমিউনিজ্‌মের দুর্কার গতি শুধু এই ভাবে রোধ করা যাইবে না। পচা ডোবা ও নালায় বা ক্লেদাক্ত গর্তে যেমন মশা ও অত্যাচার পোকা মাকড় জন্ম গ্রহণ ও বর্দ্ধিত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, কমিউনিজ্‌ম তেমনি অসাম্য ও ভেদনীতি সমর্থিত সমাজে সহজেই জন্মলাভ ও জ্রুত পরিপুষ্ট হইতে থাকে। সুতরাং কমিউনিজ্‌ম-রোধের সর্বোত্তম উপায় ইচ্ছামের নির্দেশিত পথে সামাজিক শ্রেণীভেদ ও অর্থনৈতিক অসাম্যের মূল শিকড়সমূহ উপড়াইয়া ফেলিয়া মহত্তম সমাজ ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন করা। আর দুনিয়ার সম্মুখে ইচ্ছামের মহিমাময় আদর্শকে উঁচু করিয়া ধরিতে হইলে সর্বপ্রথম আমাদের মজ্জার সহিত সং-মিশ্রিত মানসিক দৈন্ত্যভাবকে (Inferiority Complex) ঝাড়িয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া বাছাড়ম্বর ও মৌখিক আক্ষালন পরিত্যাগ করিয়া সেই আদর্শকে আগে নিজেদের জীবনে রূপায়িত করিয়া দেখাইতে হইবে।

এখন কেহ যদি প্রশ্ন করিয়া বসেন, উপরে যাহা বলা হইল তাহা অতি উত্তম কথা, কিন্তু পাকিস্তান অস্ত্রের পূর্বে এবং উহা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় ৩ বৎসরের মধ্যে আমাদের ঈমান ইচ্ছামী আকিদায় কতদূর সংশোধিত এবং আমাদের কার্য-কলাপ পাকিস্তানের বিঘোষিত আদর্শে কি পরিমাণ রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে?

ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া ধীর স্থির ভাবে দেখিয়া ও ভাবিয়া এ কথার উত্তরে যাহা বলিতে হইবে তাহাতে আমাদের হতাশায় মুছমান এবং লজ্জায় সঙ্কুচিত হওয়া ছাড়া উপায় নাই।

আমরা আত্ম-পরীক্ষা ও আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইলে সহজেই বুঝিতে পারিব যে,

দীর্ঘ দিন রাজনৈতিক পরাধীনতা ও তামাদুনি

পর্যায়ের ফল হইতে উদ্ধৃত আমাদের মান-
সিক দুর্বলতা পাকিস্তান অর্জনের পরও দূরিভূত
হয় নাই। আমরা পূর্বেও যেরূপ জীবনের প্রতি-
ক্ষেত্রে, প্রতিটি সমস্যার সমাধানের জন্ত পাশ্চা-
তোর আলোক সন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইতাম, আজও
তেমনি পশ্চিমের রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও দার্শ-
নিকদের কথা শুনিবার জন্ত আগ্রহ-বাকুল কান
সর্বদা খাড়া করিয়া রাখি।

পাশ্চাত্য জগৎ-যে সব নীতি গ্রহণ ও পছা
অবলম্বন করিয়া পারিবারিক শান্তি ব্যাহত ও সমাজ
জীবন কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে এবং মানব-
জীবনকে ধ্বংস ও সর্বনাশের অতল গহ্বরে ঠেলিয়া
দিতেছে এবং আজ ইউরোপ-আমেরিকার চিন্তা-
শীল মনিষীবৃন্দ যাহার সর্বনাশকর পরিণামের
বিষয় সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতে শুরু করিয়াছেন,
আমরা সেই পরিত্যক্ত নীতি ও প্রথা সমূহ
আমাদের সমাজজীবনে চালু করার জন্ত মাতামাতি
শুরু করিয়াছি!

আমরা ইছলামের শিক্ষাকে খালেছ অন্তঃ-
করণে পুরাপুরি গ্রহণ না করিয়া খানিকটা ইছলামি
আর খানিকটা পাশ্চাত্য মিলাইয়া এক জগা-
খিচুড়ির সৃষ্টি ও ঝোড়াতালি দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ
করিয়া থাকি। দুই বিপরীত প্রকৃতির জিনিষকে
একত্রে মিলাইবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য—
হইয়া অবশেষে আমরা শাস্ত ইছলামের চিরসঙ্গী
রূপ এবং সার্বকালিক ও সার্বভৌমিক গুণ সম্বন্ধেই
সন্দীহান হইয়া পড়ি!

আজও আমাদের নেতা, চিন্তানায়ক সাহি-
তিক, সরকারী কর্মচারী, উকিল, মেথতার,
শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি দেশের Intelligentsia
রূপে যাহারা পরিচিত, সাধারণ ভাবে তাঁহাদের
চিন্তাধারা ও কার্যাবলী ইছলামী আকিদা ও নীতি
অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। তাঁহারা অধিকাংশই
এখনও শুভ্র মন ও অকপট হৃদয়ে ইছলামকে জানিতে
ও বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই এবং উহার বিধি-
বিধান ও আনুষ্ঠানিকক্রিয়াদি নিয়মিত ভাবে

প্রতিপালনের কার্যকে গুরুত্ব প্রদান করিতে পারেন
নাই—অথচ অল্প দিকে পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁহা-
দের মায়াবন্ধন এখনও ভিন্ন হয় নাই। সেক্সপিয়র
ও বার্ণার্ড শ, রবীন্দ্রনাথ ও রম্বোরোলা, গার্কি ও
টর্গোনিভ, রুশো ও গ্যারিবল্ডি, ডারুউইন ও আইন-
স্টাইন, মার্কস এবং এঞ্জেলস প্রভৃতি মহারথিদের
প্রতি তাঁহাদের আগ্রহের অন্ত নাই।

আজও আমাদের অধিকাংশ পরিচালক ও
নেতৃবৃন্দ নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও গোষ্ঠি-
গত স্বার্থ ও সুখ সুবিধার উর্দ্ধে উঠিয়া কওম ও
ধর্মের বৃহত্তর স্বার্থকে বলবৎ করার অভ্যাস গড়িয়া
তুলিতে পারেন নাই!

এখনও আমরা ইছলামের পঞ্চস্তম্ভকে সুপ্রতি-
ষ্ঠিত করিয়া আমাদের ধর্মগৃহের মজবুত বনিয়াদ
রচনায় অগ্রসর হই নাই!

এখনও আমাদের সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ
তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ এবং ব্যক্তিগত
অভ্যাসাদিতে বাবু, বিলাসী ও কেতাদোরস্ত রূপে
পরিচিত হওয়ার লোভ সংবরণ করিয়া কঠোর
কর্তব্যপরায়ণ, সংযমশীল ও মিতব্যয়ী হওয়ার
চেষ্টা করিতেছেন না। শারীরিক ভোগ বিলাসের
ইচ্ছাকে অবদমিত ও আরাম আয়াসের আরো-
জনকে হ্রাস করিয়া শরীরকে পুষ্ট, মনকে সবল
ও সহনশীল এবং আত্মাকে দৃঢ় রূপে গড়িয়া তুলিবার
প্রয়াস পাইতেছেন না!

আমাদের অবসন্ন-বিনোদনের উপকরণগুলি
শারীরিক ও মানসিক উন্নতির কথা আদৌ চিন্তা
না করিয়া শুধু আনন্দ বর্ধন ও সময়াতিবাহনের
দিকে লক্ষ রাখিয়াই নির্মাচন করিয়া থাকি।
নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটিলেও সেদিকে আমা-
দের লক্ষ্য নাই!

আমাদের সমাজজীবনে যে ভেদবুদ্ধি আসুন
গাঢ়িয়া রাখিয়া এবং আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার
দুর্ভেদ প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা নিখম
আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ ও ধূলিসাৎ করার কাজে আমরা
আগাইয়া আসিতেছি না!

পাক ভূমির আনাচে কানাচে ঘৃষ রেশওয়া-
তের অবাধ প্রচলন এবং উহার আকাশে বাতাসে
অনাচার ও ব্যভিচারের কলুষিত দুর্গন্ধে যে বিবাক্ত
আবহাওয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা বজ্রকঠোর
হস্তে দমন পূর্বক নির্মূল পরিবেশ সৃষ্টির জ্ঞ হুকুমত
এখনও সামগ্রিক প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হন নাই।

শেকের যে মারাত্মক কীট ও বেদআতের সর্ব-
বিস্তারী ষূণ আমাদের ঈমানকে আন্তঃসারশূণ—
ও সমাজ-দেহকে জর্জরিত করিয়া ফেলিতেছে
সে দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি না।

সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের
সাহিত্য ও সামায়িক পত্রসমূহ, সিনেমা ও নাট্য
মঞ্চগুলি, সরকারী রেডিও, প্রচার ও শিক্ষা বিভাগ
ইছলামী তা'লিম, তাহাজ্জিব ও তামাদ্দুন প্রচার
পূর্বক জনগণের মানসিক খেলাঘরের পরিবর্তন
আনয়নের ও বিপ্লব সৃষ্টির জ্ঞ উল্লেখযোগ্য চেষ্টা
করিতেছেন না।

উপরে উল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত গলদরাশি
আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবন হইতে দূর
করিবার জ্ঞ ভিতর হইতে অনুপ্রেরণা বোধ না
করিলে আমরা সবল ও সুস্থ সমাজ গঠন করিব কী
করিয়া? আসন্ন বিপদকে প্রতিরোধ করিব কী দিয়া?
আর অপরকে ইছলামের স্বর্ছ আদর্শের প্রতি—
আহ্বান করিব কোন মুখে? অন্তরে শুধু ভাবাবেগের
বান ডাকাইয়া আর মুখে বক্তৃতার খৈ ফুটাইয়াই কি
আমরা সম্মুখের ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষায় সফল ও
গৌরবময় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে পারিব?

আজ আমাদের স্বাধীনতা অর্জন ও জাতীয়
নব-জাগরণের সূপ্রভাতে দুই বিপরীতমুখী ভ্রাস্ত
ও অভিশপ্ত আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব-সন্ধিক্ষেপে যে মহা—
স্বযোগ সম্পৃঙ্খিত হইয়াছে তাহা হেলায় হারাইলে
চলিবে না। যে জাতীয় চেতনা আমাদের পাকিস্তান
পাকিস্তান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, সেই চেতন-
শীল মননশীলতাকে মহত্তম আদর্শে আনুপ্রাণিত
করিয়া বিকাশ সাধনের পথে আগাইয়া আনিতে
হইবে।

কমিউনিজ্‌মের সূতিকাগার-সমাজ জীবনের—
ভেদবৈষম্য ও অসাম্যের ভিত্তিমতে এবং অত্যা-
চারের উৎস-মূলে ও পাপচ্যারের মর্শ্ব-ক্ষেত্রে নির্মম
ও চরম আঘাত হানিতে হইবে।

এ জ্ঞ পর পদলেহনকারী ও অপরের তল্লিবাহী
রূপে নহে, কাহারও অন্ধ-মোকাল্লেদ ও উচ্ছিষ্ট-
ভোজীরূপে নহে, স্বাধীন মুছলীম উম্মতরূপে পাশ্চা-
ত্যের মায়া বন্ধন ছিঁড়িয়া, ফিরিঙ্গিয়ানার ছুট
প্রভাব মুছিয়া স্বকীয় সত্তা ও আপন জীবন পদ্ধতি
লইয়া সগৌরবে দাঁড়াইবার সাহস অর্জন করিতে
হইবে।

আমাদের শাসক গোষ্ঠিকে সদা কর্তব্য-সজাগ
থাকিতে হইবে ও একনিষ্ঠ মুছলীম রূপে জীবন ধারণ
করিতে হইবে এবং জনগনকে তাঁহাদের আদর্শ
চরিত্রের প্রভাবে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।
জনগনকেও সদা সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া শাসকবৃন্দের
ভুল ভ্রাস্তি ধরিয়া দিতে হইবে।

জনগণের এই জাগ্রত মনোভাব এবং কর্ম-
নিরত খেদমৎগারদের সনিষ্ঠ কার্যকলাপ রাষ্ট্রকে
অবশুই সমৃদ্ধ করিতে ও বিপদমুক্ত করিতে—
পারিবে। আর আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের এই
সঙ্কট মুহূর্তে, ভাঙ্কা গড়ার এই যুগ সন্ধিক্ষেপে ভ্রাস্ত
মতবাদের ধ্বংসসূত্রে উপর ইলাহী বিধানের
সৌধিকিরীটিনী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব এবং
আমাদের জ্ঞ আল্লাহর *كنتم خيرامة اخرجت للناس*
শাস্তবানী "সমগ্র
تأمرون بالمعروف و
মানব মণ্ডলীকে কল্যা-
ণের আদেশ প্রদান *تنهون عن المنكر*—

ও অকল্যাণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার জ্ঞ তোমা-
দিগকে শ্রেষ্ঠ উম্মত রূপে নির্বাচিত (বহির্গত)
করা হইয়াছে।" সার্থক হইয়া দেখা দিবে।

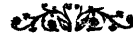
আমরা এই ভাবেই, এই পথেই আমাদের
উপর আল্লাহর গুণ্ড, গচ্ছিত আমানতকে রক্ষা করিতে
এবং তাঁহার ঘোষণাবানীর মধ্যাদা সূপ্রতিষ্ঠিত—
করিতে পারিব।

কিন্তু যদি আমাদের কথায় ও কাজে, ঘোষণা

ও আচরণে, কল্লনা ও বাস্তবে পার্থক্য থাকিয়াই যায়; আমরা যদি ইচ্ছাম ও পাশ্চাত্য আদর্শের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের প্রয়াস পাইতে থাকি;— মুনাফেকীর আশ্রয় গ্রহণ ও ভণ্ডামির প্রশ্রয় দান যদি আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পল্লিগত হয় তাহা হইলে দ্বিধাহীন কণ্ঠেই বলা যাইতে পারে শীঘ্র হউক,

বিলম্বে হউক যে কোন দাজ্জালী শক্তির হাতে সম্মুখ যুদ্ধে অথবা ভিতর হইতে তিলে তিলে বর্ধমান ধ্বংসকে আমাদের অনিবার্য রূপে বরণ করিয়া লইতেই হইবে।

আমরা কোন পথ বাছিয়া লইব? প্রতিষ্ঠার না ধ্বংসের?



হজ্জুরত এমাম মালেক

(পূর্বানুবৃত্তি)

মুনতাহির আব্দুল্লাহ রহমানী।

শিখা মণ্ডলী—

এমাম মালেকের শিষ্যমণ্ডলীর তালিকা স্বদীর্ঘ। ঐতিহাসিক ও মোহাদ্দেছগণ তাঁহাদের সংখ্যা তের শতেরও অধিক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে মাত্র কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হইল :—

এমাম জোহরী, এমাম জা'ফর ছাদেক, ইয়াহ'য়া বিনে ছাদিদ আনছারী। এমাম ছাহেব নিজেও ই'হাদের নিকট হাদিছ ও অগ্রাণ্ড বিষয় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এমাম আব্বাহানিফ, এমাম শা'ফে'রী এমাম ছুফ'ইয়ান ছওরী, এমাম আওয়যা'রী, এমাম মোহাম্মদ, এমাম আব্বু ইউছফ। আঞ্জামা চৈয়তী তজ্জিদুলমমালিক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

قال الحنفية اجل من روى عن مالك
ابروحيقة رح -

(تزيين المالك سرائع امام ممالك)

এমাম মালেক হইতে বর্ণনাকারীগণের মধ্যে এমাম আব্বাহানিকা'ই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাপূর্ণ। ইয়াহ'ইয়া ইবনে ছাদিদ কাত্তান, ইয়াহ'ইয়া ইবনে বৃকের, জয়দ ইবনে আছলাম, খালেদ—ইমামে খুরাছান, ছোলায়মান আমশ, আব্বুজু'হাই ইবনে মছলমা কায়নবী, ইবনে লেহ'ইয়া, আব্বুজুররজ্জাক ইবনে ছামাম, শয়খুল ইছলাম আব্বুজু'হাই ইবনে মোবারক,

কুতায়বা ইবনে ছাদিদ, ছুলায়মান ইবনে দাউদ, আয়ালিছী ও ইমাম ইবনে কাছেম প্রভৃতি সকলেই বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ও ফকীহ ছিলেন। বহু উমাইয়া রাজবংশের সমসাময়িক খলিফাগণও এমাম ছাহেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

এমাম ছাহেব হাদিছে-রতুলের গায় মদিনা-তুন্নবীর প্রতিও অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিতেন। মদিনার ভিতরে কখনও তিনি কোন বাহনে বা উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করেন নাই। কেহ আরোহণ করিতে বলিলে তিনি বলিতেন, যে পবিত্র ভূমিতে হজ্জুরতের পবিত্র দেহ সমাধিস্থ রহিয়াছে সেখানে কখনও ছওয়্যারীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিব না। তিনি হজ্জুরত ব্যতীত অত্র কোন কারণে মদিনা ত্যাগ করিয়া অত্র গমন করেন নাই। আব্বাহী খলিফা— হাক্কমুররশিদ তিন হাজার দীনার পাঠাইয়া মদিনা ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট বাইতে অহু-রোধ জানাইলে এমাম সাহেব উত্তরে জানান “মদিনা ত্যাগ করিয়া পার্থিব সুবিধা গ্রহণে আমি অসম্মত।”

খলিফা মাহ্দ্দীও এরূপ অহুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু এমাম ছাহেব বলিলেন,

المدينة خير لهم لركانرا يعلمون (حدیث)

যদি তাঁহারা বৃদ্ধিতেন তাহা হইলে মদী-
নাকে তাঁহাদের বাসস্থানের পক্ষে উত্তম স্থান মনে
বরিতেন।

এমাম চাহেবের সত্যপ্রচার ও শাসকগণের অত্যাচার।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এমাম মালেক
অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াই মদিনায় অধ্যাপনার কাজে
লিপ্ত হন। অতঃপর তৎকালীন বিখ্যাত আলেম-
বৃন্দের অভিমতানুসারে এমাম মালেক শাসন কর্তৃ-
পক্ষ কর্তৃক ফতওয়ার কাজে নিযুক্ত হন।

ফতওয়ার কার্যভার গ্রহণকরার পর এমাম
মালেক যথাযথভাবে ন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া
মুফতির কর্তব্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।
রাজার হুকুমি বা শাসকের অত্যাচার তাঁহাকে কিছু-
তেই সত্য পথ হইতে রিন্দু মাজ্জও বিচ্যুত করিতে
পারে নাই। এ সম্পর্কে নিম্নে আমরা মাত্র একটি
ঘটনা উল্লেখ করিতেছি :— প্রথমেই বলিয়া রাখা
দরকার যে রজুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : বল-
পূর্ষক তামাক গ্রহণ করিলে উহা প্রযুক্ত হইবে
না (মোয়াফা)। এমাম মালেক উক্ত হাদিছানুযায়ী
ফতওয়া প্রদান করিতেন। কিন্তু যেহেতু উক্ত
ফতওয়া তৎকালীন হকুমতের পোষিত মতের বিরুদ্ধ
ছিল কাজেই মদিনার গব্বর জাফরইবনে ছোলা-
রমান এমাম মালেক চাহেবের উক্তরূপ ফতওয়া
প্রদানের সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই নোটীশ জারী
করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত থাকার নির্দেশ প্রদান করেন।
কিন্তু সত্যপ্রিয় ও কর্তব্যনিষ্ঠ এমাম মালেক তাঁহার
নির্দেশের কোন পবুওয়া না করিয়া অবিরাম উক্ত
ফতওয়া প্রচার করিতে থাকিলেন। গব্বর জন নিরা-
পত্তার ওজুহাতে এমাম চাহেবকে গ্রেফতার করিতে
নির্দেশ দেন এবং পরে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ড
স্বরূপ বেত্রাঘাত করিতে আদেশ জারী করেন।
আদেশ প্রতিপালনে ঘিলঘ ঘটিলনা। এমাম
চাহেবকে ১৭টি বেত্রাঘাত করা হইল, শরীর রক্তাক্ত
হইয়া গেল। অত্যাচারী শাসক ইহাতেই কান্ত
হইলেন না। তাঁহার নির্দেশক্রমে এমাম চাহেবকে

উষ্টের উপর আরোহণ করাইয়া মদিনার গলিতে
গলিতে ঘুরাইয়া লাঞ্চিত ও অবমানিত করা হইল।
কিন্তু তবুও তিনি সত্য প্রচারে নিবৃত্ত হইলেন
না। এমাম চাহেবের উপর জালেমের বেদব্দ
নিপীড়ন চলিতেছে আর তিনি নির্ভীক চিত্তে ঘোষণা
করিতেছেন :—

“যে আমাকে চিনিয়াছে, সে তো চিনিয়া-
ছেই কিন্তু যে আমাকে চিনে নাই তাহাকে জানাই-
তেছি যে আমি মালেক ইবনে আনছ এবং আমি
ঘোষণা করিতেছি যে বলপূর্ষক গৃহীত তালাক—
অসিদ্ধ! ইচ্ছামের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত—
অভিনব নহে, ইহার পূর্বে ছান্দ ইবনে মোছাই-
য়েবের প্রতিও এইরূপ অত্যাচার অল্পশ্রিত হইয়াছিল
এবং যুগে যুগে সত্য প্রচারকগণের সঙ্গে অনাচারী
জালেম শাসকগণের ব্যবহার এইরূপই চলিয়া
আসিতেছে।

এমাম মালেকের রচিত গ্রন্থাবলী —

এমাম চাহেব অধ্যাপনা ও মৌখিক প্রচারের
সঙ্গে সঙ্গে লেখনীও সাহায্যে ও ইচ্ছামের বহু
খেদমত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থ
আজও দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটির
উল্লেখ করিতেছি :—

১। হাদিছ শাস্ত্রে মোওয়াত্তা শরীফ। এই
হাদিছগণের কথা পৃথক উল্লিখিত হইয়াছে।

২। তফছিরে গরাইবল কোরআন : ইহাতে
কোরআনের তুর্কী শব্দগুলির অর্থ ও তাৎপর্য
বর্ণিত হইয়াছে।

৩। তফছিরুল কোরআন : এই গ্রন্থে হাদিছ
দ্বারা কোরআনের তফছির করা হইয়াছে।

৪। আহকামুল কোরআন : এমাম চাহেবের
শিষ্য আবু মোহাম্মদ ইবনে তালাব এই পুস্তক
থানা সঙ্কলিত করিয়াছেন।

৫। আলমুদাউওয়ানা তুল কোব্বা : তাঁহার
শিষ্য আবদুল রহমান বিনে কাছেম উক্ত সূদীর্ঘ
গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। কয়েক
খণ্ডে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে এমাম

ছাহেবের মছলাগুলি একত্রিত করা হইয়াছে।

৬। রেছালাতুল মালেক ইলার রশিদ :—
সত্ৰাট হাক্কণ রশিদের নিকট এমাম ছাহেবের পত্র।
ইহাতে অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

৭। কিতাবুল মনাছেক : হজ্জ সম্পর্কিত
বিস্তারিত আলোচনা।

৮। কিতাবুল মাছায়েল।

৯। কিতাবুল আকজিয়াহ : ইহাতে বিচার
প্রণালীর অনেক তথ্য বর্ণিত হইয়াছে।

১০। রেছালাতুল মালেক ইলা এবনে মুতা-
ব্বফ : এমাম ছাহেবের শিষ্য মোহাম্মদ বিনে
মুতারুবের নিকট একটি পত্র : উহাতে ফৎওয়া
ও তৎসম্পর্কীয় বহু আলোচনা স্থান পাইয়াছে।

এমাম মালেক কেবল প্রকাশ্য কোরআন ও
হাদিছের অমুসরফ করিতেন এবং অল্প কাহারো
উক্তি বিনা বিচারে গ্রহণ করাকে নিরাপদ মনে করি-
তেন না। তিনি সর্বদাই বলিতেন :—

ما من احد الا وهو ما خزن من كلامه ومردود

عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم -
(حجة الله البالغة)

রছুল (দঃ) ব্যতীত কাহারও মত বিচারের মান
দণ্ডে ওজন না করিয়া গৃহীত হইতেই পারে না।
কোরআন ও হাদিছের প্রতিকূল হইলে তাহা উপে-
ক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইবে।

—মৃত্যু—

ছাইয়েদনা এমাম মালেক (রঃ) শেষ জীবন
পৃথক মদিনায় ছিলেন; অগতঃ কোথাও গমন করেন
নাই। কোন আন ও হাদিছের সেবাই ছিল তাঁর জীব-
নের পান লক্ষ্য। ৮৬ বৎসর বয়সে ১৭২ হিজরীতে
মদিনাতুর-রছুলেই তাঁহার কস্ম জীবনের অবসান
ঘটে এবং সেখানেই তাঁহার শবদেহ সম্মানে—
সমাধিস্থ হয়।

رضى الله عنه—

فخر الائمة مالك : نعم الامام السالك
مولده نجم هدى : ووفاته فاز مالك



রছুল্লাহর (দঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান

আল্-মোহাম্মদী।

در دل مسلم مقام مصطفی است
أبرؤى ما زمام مصطفی است!

আমরা প্রমাণিত করিয়াছি যে, আল্লাহর
রছুল হৈয়েতুল-মুর্ছালিন মোহাম্মদ মোছতফা
আলায়হিছ্ছালাতো ওয়াত্-তছলিমকে বিশ্বাস না
করা পৃথক কোন ব্যক্তি মুছলিম পর্যায়ভুক্ত হইতে
পারে না এবং ষাহাবা তাঁহার নবুওৎ ও রিছাল-
তের প্রতি ঈমান স্থাপন করে নাই, তাহার কাফের
ও বিধর্মী। রছুল্লাহ (দঃ) কে বিশ্বাস করার
যে তাৎপর্য তাহার বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে ইহাও প্রতিপন্ন

করা হইয়াছে যে, মুহ, ইব্বাহিম, মুছা ও—
ঈহা আলায়হিমুছ্ছালামের মত রছুল্লাহ (দঃ)
কে শুধু একজন রছুল বলিয়া সাধারণ ভাবে স্বীকার
করিয়া লইলেই তাঁহার নবুওৎ মাগ্ক করা হইলনা,
তাঁহার রিছালতের যে বিশিষ্টরূপ আছে, তদমু-
সারে তাঁহার প্রতি ঈমান স্থাপন করাই হইতেছে
'মোহাম্মদরছুল্লাহ' মন্ত্রের স্বীকারোক্তির প্রকৃত
তাৎপর্য। রছুল্লাহর (দঃ) নবুওতের অগতম
বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা প্রমাণিত করিয়াছি যে,
তাঁহার রিছালৎ কোন ভৌগলিক, রাষ্ট্রীয় বা বর্ণ,

ভাষা ও গোত্রগত সাম্প্রদায়িকতার সীমানায় আবদ্ধ নয়, তাঁহার পয়গম্বরী সার্বভৌমিক এবং সর্বমানবীয়। তাঁহার রিছালতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ গ্রহণ না করা পর্যন্ত ভূমণ্ডলের কোন অধিবাসী, কোন রাষ্ট্রের নাগরিক এবং গোত্র ও সমাজ 'মিল্লতে মুছলিমা' অর্থাৎ মুছলিম জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইবে না। যে যত বড় বিশ্ব-প্রেমিক, বিশ্ব-কবি, সাহিত্যরথী, মহাদার্শনিক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী কূটনীতিবিদ এবং শক্তিমান রাষ্ট্রাধিপ হউক না কেন, মোহাম্মদ রছুল্লাহ (দঃ) কে যে ব্যক্তি স্বীয় রছুল রূপে বরণ করিয়া লয় নাই, সে কাফের ও বিধর্মী, ইছলামের সহিত কোন দিক দিয়াই তাহার কিছু যাত্রা সম্পর্ক নাই।

محمد عربى كابر-رؤى هردو سراسر است
كسيكه خاک درش نيست خاک بزرار!

কিন্তু রছুল্লাহর (দঃ) নব্বুওতের বিশ্বজনীন রূপের স্বীকৃতিও তাঁহার রিছালতের প্রতি যথার্থভাবে ঈমান স্থাপন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। রছুল্লাহর (দঃ) পয়গম্বরীর অগ্রতম প্রধান অসাধারণত্ব এই যে, তাঁহার আগমন দ্বারা 'নব্বুওৎ' এবং 'ওয়াহি'র চরমত্ব সংঘটিত হইয়াছে, অর্থাৎ মোহাম্মদ মুছতফার (দঃ) আবির্ভাবের পর তদীয় সহকর্মীরূপে এবং তাঁহার বিয়োগের পর তাঁহার প্রতিচ্ছায়া রূপে বা স্বাধীনভাবে কোন নতুন নবীর আগমন-সম্ভাবনাকে—ইছলাম অধীকার করিয়াছে। তাঁহার (দঃ) আগমনের পর অগ্রকোন নবী বা ঐশীবাণীর ধারকের আবির্ভাবকে যাহারা সম্বনীয় অথবা সম্ভাবিত মনে করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে রছুল্লাহর (দঃ) নব্বুওতের প্রতি বিশ্বাসী নহে। রছুল্লাহর (দঃ) নব্বুওৎকে যাহারা আরবের জন্ত সীমাবদ্ধ মনে করে, তাহারা যেকোন অধিবাসী ও কাফের, তাঁহার আগমনের পর 'নব্বুওৎ' ও 'ওয়াহি'র যেকোন নতুন দাবীদার এবং তাহার অনুসারীগণও সেইরূপ—বিধর্মী ও কাফের। ঈমান ও ইছলামের দাবী তাহাদের কণ্ঠ হইতে যতই ঘোরে উচ্চারিত হউক এবং রছুল্লাহর (দঃ) উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তাহারা

যতই পঙ্কমুখ থাকুক, তাহাদের সমস্ত দাবী ও উচ্ছ্বাস অন্তঃসারশূন্য ও নিরর্থক, তাহারা কদাচ মিল্লতে-ইছলামিয়া বা মুছলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত নহে।

ইছলাম একটা অখণ্ড ধর্মীয়-সমাজের স্রষ্টা এবং উক্ত সমাজের সীমারেখা নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট। যে সকল সমাজের ভিত্তি ভৌগোলিক সীমা, ভাষা এবং বংশ ও গোত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত না—হইয়া আদর্শবাদের (Ideology) বুন্যাদের উপর কায়েম হইয়াছে, তাহার সীমা নির্দিষ্ট না হইয়া পারে না, বিশেষতঃ যে আদর্শবাদ কেবলমাত্র দার্শনিক (Philosophical) নয়, আচ্ছমানি ধর্ম ব্যবস্থালুয়ারী যে সমাজের জীবনাদর্শ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, শুধু কল্পনা-বিলাস ও প্রবণতাকে সম্বল করিয়া তাহা টিকিয়া থাকিতে পারেনা। আল্লাহর একত্বের প্রতি ঈমান, নবীগণের প্রতি ঈমান এবং শেষ নবীরূপে রছুল্লাহর (দঃ) আগমনের প্রতি ঈমান, এই ত্রিবিধ বিশ্বাসের উপর ইছলামি সমাজের দৌধ বিরচিত হইয়াছে এবং শেষোক্ত অর্থাৎ চরমত্বের মতবাদ মুছলিম ও অমুছলিমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার সীমাচিহ্ন রূপে গণ্য হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শিখ ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজই আল্লাহর অস্তিত্বে আস্থাবান এবং রছুল্লাহ (দঃ) কে আল্লাহর প্রেরিত বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করেন। গুরু নামক মক্কা ও মদিনায় তীর্থযাত্রা পর্যন্ত করিয়াছিলেন এবং স্বীয় ব্যবহার্য অঙ্গবরণীতে 'কলেমায় তৈয়েবা' অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। সিরিয়ার অন্তর্গত সেদার (Saida) আধবাসী বিশপ পোলস এবং ইহুদীদের Jesuit সমাজের প্রতিষ্ঠাতা আবু ঈছা ইছফেহানী রছুল্লাহর (দঃ) নব্বুওৎ কে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত স্বীকারোক্তির জন্ত ব্রাহ্ম, শিখ, যিসুইট বা পোলসের অহুসরণ কারীদিগকে 'মুছলিম সমাজের' অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা চলিবে না, কারণ তাহারা সকলেই নব্বুওতের নিরবচ্ছিন্নতার প্রতি আস্থাবান, তাহাদের কেহই রছুল্লাহ (দঃ) কে শেষনবী রূপে গ্রহণ করেন নাই।

যে সকল দল মিলিতে ইছলামিয়ার অন্তর্গত, তাহাদের মধ্যে কেহই উল্লিখিত সীমাচিহ্ন উল্লঙ্ঘন করিতে সাহসী হন নাই। ঈরানের বাহারীরা নবুওতের 'চরমত্ব প্রাপ্তি'কে স্বীকার করেন নাই বটে কিন্তু 'মিরতে ইছলামের' অস্তিত্বের থাকার দাবীও তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মুছলিমজাতির সর্বসম্মত বিশ্বাস যে, ইছলাম আল্লাহর তরফ হইতে 'মানব ধর্ম' রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু ইছলাম যে মিল্লৎ (Society) গঠন করিয়াছে, তাহা রছুল্লাহর (দঃ) অগ্রগ্রহ ও ব্যক্তিত্বের জগুই সম্ভবপর হইয়াছে এবং রছুল্লাহ (দঃ) কে চরম ও শেষ নবী রূপে গ্রহণ করার নীতিই হইতেছে—মুছলিম জাতীয়তার বিজয় বৈজয়ন্তী। সুতরাং চরমত্ব প্রাপ্তির আদর্শ যাহারা বরণ করে নাই, মুছলিম কওমিয়ৎ ও ইছলামি অখুওতের পতাকামূলে সমবেত হইবারও তাহাদের অধিকার নাই। তাহাদিগকে ব্রাহ্ম, শিখ ও বাহারীদের মত আপনাপন স্বতন্ত্র নিশান উড়াইতে হইবে, কারণ তাহারা মুছলিম ভ্রাতৃত্বসঙ্ঘের সদস্য নয়।

(চরমত্ব প্রাপ্তির মনস্তাত্ত্বিক কারণ)

ইছলাম জগতের অগ্রতম বুদ্ধিবাদী পণ্ডিত আল্লামা হাফেয ইব্বুল কাইরেম—(৭৫১) নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন :—

ونامل حكمته تبارك وتعالى في إرسال
الرسول في الامم واحدا بعد واحد، كلما مات
واحد خلفه آخر لحاجتها الى تتابع الرسل
والانبياء، لضعف عقولها وعدم اكفائها بائار
شريعة الرسول السابق، فلما انقضت النبوة الى
سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله ونبيها، ارسله
الى اكمل الامم عقولا ومعارف واصحها اذهانا
واغزرها علوما، وبعثه باكمل شريعة ظهرت في
الارض منذ قامت الدنيا الى حين مبعثه

فانغنى الله الامة بكامل رسوله وكامل شريعته
وكامل عقولها وصحة اذهانها عن رسول
يأتى بعده - اقام له من امته ورثة يحفظون
شريعته واكلهم بها حتى يردوها الى نظرائهم
ويزرعوها في قلوب اشباههم، فلم يحتاجوا
معه الى رسول آخر ولا نبي ولا محدث اى ملهم -

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে পর পর রছুল প্রেরিত হওয়ার কারণ চিন্তা করিয়া দেখ। একজন রছুলের মৃত্যু ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে আর একজন তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। তদানীন্তন জাতিসমূহের বুদ্ধিবৃদ্ধির অপরিপক্বতা এবং পূর্ববর্তী রছুলের প্রবর্তিত বিধান সমূহের অপ্রচুরতা নিবন্ধন পর পর রছুলগণের আগমন অপরিহার্য ছিল। আমাদের নেতা আল্লাহর রছুল ও নবী মোহাম্মদ বিনে আবতুল্লাহ (দঃ) পর্যন্ত নবুওতের উক্ত পরম্পর্য্য যখন নিশেষিত হইল, আল্লাহ তাহাকে এমন এক যুগে প্রেরণ করিলেন, যে যুগের মানুষ জ্ঞানের পরিপক্বতা, বিচার বুদ্ধির বিচক্ষণতা, বুদ্ধি বুদ্ধির সাম্য এবং বিচার গভীরতার পূর্ণতা অর্জন করিয়াছিল। ফলে পৃথিবীর সৃষ্টি-দিবস হইতে তাহার যুগ পর্য্যন্ত যত গুলি শরিআৎ চন্দ্বার বন্ধে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান সহ আল্লাহ তাহাকে প্রেরণ করিলেন। আমাদের রছুলের (দঃ) সর্বোচ্চ সম্পূর্ণতা, তদীয় শরিআতের সম্পূর্ণতা, তাহার উম্মতের পুষ্টি-পষ্ট জ্ঞান এবং বিচার বুদ্ধির সমতা নিবন্ধন তাহার পর মানব জাতির অন্য অন্য কোন নবীর প্রয়োজন রহিল না। তাহার উম্মতের মধ্য হইতেই তদীয় স্থলাভিষিক্তগণকে রছুল্লাহর (দঃ) শরিআতের রক্ষক রূপে আল্লাহ উক্তি করিলেন এবং তাহাদের তুল্য ও সমশ্রেণীভুক্ত পরবর্তী দলের হস্তে উহা সঠিক ভাবে পৌছাইবার এবং শরিআতের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাহাদের মনে বদ্ধকুল করাইবার দায়িত্ব সমর্পণ করিলেন। অতএব রছুল্লাহর (দঃ) পর অন্য কোন রছুল, নবী, মুহাদ্দাছ ও মুল্হিমের—অর্থাৎ

ঐশী ভাবের ধারকের আবশ্যকতা ও সার্বকতা রহিল না,—মিফতাহো দারিচ্ছা আদাহ। *

ইব্নুল কাইয়েমের উচ্চতায় যুগ প্রবর্তক শাই-খুল ইচ্লাম ইবনে তাইয়মিয়া (—১২৮) নব্বুওতের চরমঅপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার যে উক্তি তদীয় শিষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উল্লিখিত হইল। বখারী, মুছলিম, তিরমিযি ও ইমাম আহমদ উমর ফারুক (রাযি:) সম্বন্ধে রহুল্লাহর (দ:) উক্তি **انذ كان في الامم قبلا** বর্ণনা করিয়াছেন যে, **معدنون، فان ين في هذه الامة احد، فعمربن الخطاب** উম্মে সমূহে মুহাদ্দা-

ছের দল থাকিতেন, এই উম্মতে যদি কেহ মুহাদ্দা হন, তিনি খাতাবের পুত্র উমর। ইবনে তাইয়মিয়া বলেন: আমাদের পূর্ববর্তী উম্মৎগণের মধ্যে মুহাদ্দাছের বিद्यমানতার সংবাদ রহুল্লাহ (দ:) নিশ্চয়বাচক শব্দের সাহায্যে প্রদান করিয়াছেন অথচ এই উম্মতে তাঁহাদের অস্তিত্বের কথা অনিশ্চিত ভাষায় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, রহুল্লাহর (দ:) উম্মৎ সর্বশ্রেষ্ঠ; পূর্ববর্তীগণের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয় ছিল, রহুল্লাহর (দ:) নব্বুওতের সম্পূর্ণতা নিবন্ধন তদীয় উম্মতের পক্ষে তাহা আদৌ আবশ্যক নয়। রহুল্লাহর (দ:) মহাপ্রস্থানের পর তাঁহার উম্মতের জন্ম কোন মুহাদ্দাছ, মুহাম্মদ, কশফওয়াল বা স্বপাদিষ্টের প্রয়োজন অবশিষ্ট রাখা হয় নাই।

গোপনে যিনি ইচ্ছিত-লাভ করেন এবং উক্ত ইচ্ছিত সূত্রে যাহার কথিত মত রূপায় সংঘটিত হইয়া থাকে,—তিনি মুহাদ্দাছ। ছিদ্দিকের আসন মুহাদ্দাছ অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও পরিণত; রহুল্লাহর (দ:) পূর্ণ সমর্থন ও যথাযথ অনুসরণের দরুণ তাঁহার পক্ষে ইচ্ছিত, ধারণা (ইল্হাম) ও প্রেরণার (কশফ) কোনই প্রয়োজন থাকে না, কারণ তিনি রহুল্লাহর (দ:) পদপল্লবে স্বীয় হৃদয় এবং আপন

* রাছায়েলে মুনাররিয়া: (১) ১৭১ পৃ:।

প্রকাশ ও গোপন ভাব ও আবেগ এমন কি তাঁহার সম্মুখ, মর্যাদা ও যথাযথরূপে এরূপ রিক্ত হইয়া অর্পণ করিয়াছেন যে, স্বয়ং রহুল (দ:) ছাড়া তাঁহার পক্ষে অস্তিত্ব কিছুই প্রয়োজন নাই। মুহাদ্দাছ যে ইচ্ছিত লাভ করেন, তাহা তিনি রহুলের (দ:) নির্দেশ দ্বারা যাচাই করিয়া দেখেন, পরীক্ষার উল্লিখিত কষ্টপাথরে তাঁহার ইচ্ছিতের সত্যতা যদি প্রমাণিত হয়, তবেই তিনি তাহা গ্রাহ্য করিয়া লন, নতুবা উহা প্রত্যাখ্যাত হয়। অতএব বুঝা গেল যে, ‘ছিদ্দিকিয়তের স্থান ‘তহ্দিছে’র অনেক উচ্চে!

অনেক কল্পনাবিলাসী ও মূখতার অনুসারীকে বলিতে শুনা যায় **(حدثني قلابي عن ربي)** “আমার হৃদয় আমার প্রভুর প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করিয়াছে।” আমি বলি, তাহার মন যে বর্ণনা করিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু কাহার নিকট হইতে শুনিয়া? তাহার শয়তানের নিকট হইতে না তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে? স্মরণ্য যে উক্তি সে মুছনদ স্বরূপ বর্ণনা করিতে চাহিতেছে তাহার ছন্দে যাহাকে উল্লেখ করিতেছে, তাঁহাকে সে চিনে না এবং তিনি উহা বলিয়াছেন কিনা তাহাও সে জানেনা, স্মরণ্য উল্লিখিত বর্ণনা (হাদিছ) একদম মিথ্যা! এই উম্মতের যিনি মুহাদ্দাছ ছিলেন, আজীবন তাঁহার মুখ দিয়া এরূপ উক্তি উচ্চারিত হয় নাই। তাঁহার সেক্রেটারী একদা লিখিয়াছিলেন: **هذا ما ارى الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب** মোমেনিন উমর বিহুল খাতাবকে ইহা বুঝা **فقال: لا امعه واكتب**: ইয়াছেন।” তিনি বলি **هذا ما ارى عمر بن الخطاب** লেন: না, উহা মুছিয়া **فان كان صرا با فم الله** ফেল আর লেখ:— **وان كان خطأ فم عمر والله ورسوله منه بري**— ইহা উমর বিহুল খাতাব মনে করেন, যদি এ কথা সঠিক হয়, তবে আল্লাহর পক্ষ হইতেই তিনি মনে করিয়াছেন আর যদি তাঁহার ধারণা ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে উহা উমরের নিজস্ব কল্পনা

আল্লাহ ও রসুলের সঙ্গে উহার সম্পর্ক নাই।” কলা-
নার (كَلَامًا) ব্যাখ্যা করিয়া একদা বলিলেন :—
“আমি আমার ব্যক্তি- *اقول فيها برائي، فان يس*
গত বিবেচনা স্বত্রে এ *صوابا فمن الله وان يس*
কথা বলিলাম, যদি *خطأ فمني ومن*
সঠিক হয়, তবে— *الشیطان*
আল্লাহর তরফ হইত।

তেই বলিয়াছি আর ভুল হইয়া থাকিলে আমার
ক্রটি আর শয়তানের প্ররোচনায় ভ্রান্তি ঘটয়াছে।”

শাইখুল ইচ্লাম বলেন :—

*فهذا قول المحدث بشهادة الرسول ! وانت
ترى الاتكالي والعولمي والمباحي الشطاح
والسماعي مجاهر بالقحة والفرية ويقول :
حدثني قلبي عن ربي ! فانظر الى ما بين
القائلين والمرتبين والقوليين والكالين واعط
كل ذي حق حقه ولا تجعل الزلل والخالص
شيئا واحدا -*

রহুল্লাহর (দঃ) সাক্ষা দ্বারা যিনি মুহাদ্দাছ প্রমা-
ণিত হইয়াছেন, তাহার উক্তি তোমরা শ্রবণ করিলে,
পক্ষান্তরে যত অদ্বৈতবাদী, অবতারত্বে বিশ্বাসী,
ভোগবিলাসী, অত্যুক্তিকারী-দান্তিক, ভগুতপন্থী—
ও মিথ্যারচনাকারীর দল আছে, তাহাদের তুমি
বলিতে শুনিবে : “আমার মন আমার কাছে আমার
প্রভুর প্রমুখ্যে রেওয়া করিয়াছে।” উভয় বক্তার
ব্যক্তিত্ব, পদমর্যাদা, উক্তি ও অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য
রহিয়াছে, তাহা অমুখ্যাবন কর এবং প্রত্যেককে
তাহার প্রাপ্য আসন দাও, কদাচ মেকী ও খাটীকে
এক জিনিষ মনে করিও না। *

আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠতম মনীষী শাইখ—
মোহাম্মদ ইক্বাল এ সম্পর্কে বলেন :—

The idea of finality, therefore, should not be
taken to suggest that the ultimate fate of life is
complete displacement of emotion by reason. Such
a thing is neither possible nor desirable. The in-
tellectual value of the idea is that it tends to cre-
ate an independent critical attitude towards mystic

experience by generating the belief that all personal
authority, claiming a supernatural origin, has come
to end in the history of man. This kind of belief is
a psychological force which inhibits the growth of
such authority.

মানবজীবনের চরম বিকাশ স্বরূপ যুক্তি-
বাদকে অনুভূতি বা প্রেমের সম্পূর্ণভাবে স্থলা-
ভিষিক্ত করা নবুওতের ‘চরমত্ব প্রাপ্তির’ তাৎপর্থা
নয়, ইহা যে রূপ অসম্ভব, তেমনি অবাঞ্ছিত।
‘চরমত্বপ্রাপ্তি’র যুক্তিদিক্ সার্থকতা এই যে, এই
মতবাদের ফলে আধ্যাত্মিকতাকেও স্বাধীন বিচার-
বুদ্ধির সাহায্যে সমালোচনা করিয়া দেখার ক্ষমতা
জন্মে। পৃথিবীর ইতিহাসে অতিপ্রাকৃতিক উৎস
হইতে উদ্ভূত অতিমানুষিকতার পদ যাহারা অধি-
কার করিয়াছিলেন, তাহাদের তালিকা অতিশয়
দীর্ঘ, চরমত্বপ্রাপ্তির অতিমত দ্বারা উক্ত স্তূর্দীর্ঘ
তালিকার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং অস্বাভাবিক প্রভু-
ত্বের প্রভাব হইতে মানুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে।
এই মুক্তি একটা বিপুল মনস্তাত্ত্বিক শক্তি, যাহা নবু-
ওতের নিরবচ্ছিন্নতাকে নিরুদ্ধ করিয়াছে। §

The birth of Islam is the birth of inductive
intellect. In Islam prophecy reaches its perfection
in discovering the need of its own abolition. This
involves the keen perception that life cannot for
ever be kept in leading string, that in order to ach-
ieve full self consciousness man must finally be
thrown back on his own resources. The abolition
of priesthood and hereditary kingship in Islam, the
constant appeal to reason and experience in the
Quran and the emphasis that it lays on Nature and
History as sources of human knowledge, are all
different aspects of the same idea of finality.

ইচ্লামের জন্মদ্বারা পরীক্ষাপ্রসূত অমুমান
ব্য উপপাদনের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভব সূচিত
হইয়াছে। নবুওতের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইচ্-
লাম স্বয়ং নবুওতের বিলোপ-সাধনের প্রয়োজনও
অনুভব করিয়াছে। অনন্তকাল ধরিয়া মানব জীব-
নকে স্বাধীনচিন্তা ও মননশীলতা হইতে বঞ্চিত—
করিয়া নির্দিষ্ট পরিচালনাধীনে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখা
যে সম্ভবপর নয়, নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির সহিত

* মদারিজুছ ছালেকিন : (১) ২২ পৃ: ১

§ Reconstruction of Religious thought, P. P. 177.

সেই স্বল্প অল্পভূতি বিজড়িত রহিয়াছে। আত্ম-ভূতির বিকাশসাধন কল্পে পরিণামে মানুষকে তাহার আপন উপায়জ্ঞতার আশ্রয় অবলম্বন করিতে হইবেই। ইচ্ছাশক্তি পুরোহিততন্ত্র ও বংশায়ক্রমিক রাজতন্ত্রের উচ্চন এবং কোব্বান কর্তৃক যুক্তি ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব প্রদান করার জগৎ পুনঃ পুনঃ উপদেশ এবং প্রকৃতি ও ইতিহাসকে মানবীয় জ্ঞানের উপাদান রূপে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রভৃতি নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির রূপায়ণ মাত্র! §

ফলকথা 'নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তি' মানুষের—মানসলোকে প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার নূতন নূতন পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। অপরিণত সমাজের অপরিপক্ক জ্ঞান দুনিয়ার পৃষ্ঠে যে তাহাঙ্গন রচনা করিয়াছিল, তাহাতে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে ইলাহি-শক্তির আসন প্রদত্ত হইয়াছিল। 'কলেমায়—তৈয়েবা'র প্রথমাদ্দ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মানুষের ভিতর পরীক্ষামূলক অনুসন্ধিৎসার ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ঐশ্বরিকতা (উলু-হিয়ৎ) কে চির করিয়া ফেলিয়াছে এবং দ্বিতীয়াদ্দ "মোহাম্মদ রছুল্লাহ" দ্বারা নবুওতের চরমত্ব ঘটবার ফলে আধ্যাত্মিকতার সমুদয় ভাব বোধাদিগম্য হইয়া পড়িয়াছে। আধ্যাত্মিকতার যে কোন রূপ,—যতই অসাম্প্রদায়িক ও অস্বাভাবিক হউক না কেন, তাহাকে বিজ্ঞানতের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা আর দুর্কোষ্য ও অনদিগম্য করিয়া রাখা চলিবে না; প্রকৃতি বিজ্ঞানের অপবাপব বোধাদিগম্য বিষয়বস্তুর—আর আধ্যাত্মিকতার সমস্ত রূপ ও ভঙ্গিমা স্বাভাবিক ভাবে গৃহীত হইয়া সে গুলিকে পরীক্ষা (Experiment) ও পর্যবেক্ষণের (Research) দৃষ্টি লইয়া বিচার—করিয়া দেখা হইবে। নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির পর আজ পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় নাই, যাহা গবেষণা ও সমালোচনার (Criticism) আওতায়—পড়িতে পারেনা, কারণ উক্ত মতবাদের ফলে সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের রাত্রির অবসান ঘটয়া যুক্তি ও চেতনার প্রভাত উদ্ভিত হইয়াছে।

(চরমত্ব প্রাপ্তির সামাজিক মূল্য)

মানুষের সভ্যতাব ইতিহাসে নবুওতের চরমত্ব-প্রাপ্তির পরিকল্পনা বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অভিনব। ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার পুরোহিত-তন্ত্রী সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ কর যাইতে পারে। যবৃতশক্তি, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, কালদীয়ান ও নক্ষত্রপূজারী সেবিয়ানগণ (Sablen) সকলেই পুরোহিত-তন্ত্রী সভ্যতার বাহক। তাহাদের ধর্মীয় আদর্শে নবুওতের নিরবচ্ছিন্নতার মতবাদ অনিবার্যরূপে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া সর্বদা প্রতীক্ষার একটি নির্দিষ্টভাব তাহাদের মধ্যে জাগ্রত থাকিত এবং পুরোহিত-তন্ত্র-যুগীয় মানুষ উল্লিখিত প্রতীক্ষার মধ্যে অল্পপম মনস্তাত্ত্বিক আনন্দ ও মাস্ত-নার রস উপভোগ করিত। আধুনিক যুগের মানুষ মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া পুরোহিত-তন্ত্র-যুগীয় মানুষ অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীনচেতা। পুরোহিত-তন্ত্রের অবশ্যস্বার্থী পরিণতি স্বরূপ নিত্য নিত্য নূতন ও পুরাতন দলের মধ্যে জয় পরাজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকিত, এক দল পরাভূত হইয়া হয়তো একেবারেই নিঃশেষিত হইত এবং ভিন্ন আর একটি দল মাথা ভুলিয়া দাঁড়াইত। সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সমাজের মধ্যে পার্থক্য ও বিরোধের অন্ত থাকিত না এবং এই ভাবে সমাজের মধ্যে কত শ্রেণী ও দল যে গজাইয়া উঠিত এবং শ্রেণীস্বার্থের—সংগ্রাম কত ভাবে যে বাড়িয়া চলিত, তাহার ইয়শ করা কসাধা। ইচ্ছাম সমগ মানব জাতিকে একই বিবর্ট সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবার আহ্বান বহন করিয়া আনিয়াছে। সুতরাং সামাজিক সংহতির যাহা অন্তরায়, সেই রূপ ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনার সে অবসান ঘটাইয়াছে।

ছত্রজাতুল-ইচ্ছাম শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস্ দেহলভী নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির সামাজিক—সার্থকতা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সারাংশ সংকলন করিয়া দিতেছি। তিনি বলেন : "ভূপৃষ্ঠে যত গুলি ধর্মমত আছে, তাহাদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, এমন একটা ধর্মও তোমরা

দেখিতে পাইবে না। যাহার অনুসরণকারীদের মন ধর্মপ্রবর্তকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে ভরপুর নাই, সকলেই ধারণা করিয়া থাকে যে তাহাদের ধর্মপ্রবর্তক সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান গরিমা ও পবিত্রাচারে অতুলনীয়। পক্ষান্তরে প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব কতকগুলি রীতি ও বিধান রহিয়াছে, জনসাধারণ সেসব বিষয়ে প্রবর্তক ও তাঁহার অনুগত পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দের অনুসরণ করিয়া চলে এবং আপন ধর্মের রীতি নীতি ও ব্যবস্থা তাহাদের কাছে সর্কাধম্মদের বিবেচিত হয়। উল্লিখিত কারণ পরস্পরায় ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় হইয়া উঠে এবং ধর্মান্বলম্বীরা তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় দণ্ডায়মান হয় এবং উহার প্রতিষ্ঠাকালে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া ধন প্রাণ উৎসর্গ করে।*

“প্রত্যেক সমাজের ধর্মমতের পার্থক্য, আচার ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতীর বৈষম্য এবং স্বস্ব রীতি ও মতের প্রতিষ্ঠাকালে যুদ্ধবিগ্রহের প্রবৃত্তি সমাজসমূহের মধ্যে গৌড়ামি, হঠকারিতা ও অসামঞ্জস্যের ভাব বদ্ধিত করিতে থাকে এবং ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার আত্মপ্রকাশ করে, অন্যধিকারী ও অযোগ্যের দল ধর্মনেতা, সমাজপতি ও রাষ্ট্রাধিপের আসন অধিকার করিয়া বসে, ধর্মবহির্ভূত ও ধর্মবিগর্হিত ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কার মূলধর্মের সহিত সংমিশ্রিত (adulterated) হইয়া পড়ে পক্ষান্তরে নেতৃমণ্ডলী ধর্মপ্রচারের মহান দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করেন এবং ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ও অতি প্রয়োজনীয় নির্দেশগুলি অবহেলা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হন। এই ভাবে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ক্রমে ক্রমে ম্লান ও অস্পষ্ট হইতে থাকে। ধর্মভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রত্যেক সমাজ অপরের সহিত দ্বন্দ্বকোলাহল ও বাগ্বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয় এবং “পর-ধর্ম ভয়াবহ” নীতি অনুসারে আপন বিকৃত ও ভেজাল ধর্মমত ব্যতীত অন্যান্য ধর্মগুলিকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করার কার্য্য শুরু করিয়া দেয় এবং এক সমাজের সহিত অপরের সংগ্রাম বিধোষিত হয়।

“দুর্ন্যায় মানবসমাজের মধ্যে যখন এই ভাবে অশান্তি, বিদ্বেষ, অন্যায়, অবিচার ও যুদ্ধ বিগ্রহের

আগুন জলিয়া উঠে, তখন উক্ত অগ্নিকাণ্ডের নিরোধকল্পে একজন সার্বজনীন ও সর্বমানবীয় রচুল মানবীর প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। অত্যাচারী শাসনকর্তাদের সহিত স্তায়পরায়ণ খলিফা যে রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, উল্লিখিত রচুল ধরাধামে আগমন করিয়া মানুষের বিভিন্ন সমাজের সহিত সেইরূপ আচরণ করেন, বিচ্ছিন্ন ও কলহপরায়ণ সমাজসমূহকে এক অথও জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত করাই তাঁহার প্রধানতম কর্তব্যে পরিণত হয়।”*

মানবীয় জ্ঞানের ক্রমবিকাশ এবং সমাজ-জীবনের বিবর্তনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নবীগণের নিরবচ্ছিন্ন আগমন আবশ্যিক ছিল। জড় বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতির ফলে সমগ্র পৃথিবী যখন একটা মহানগরে আর নগরীগুলি বিশাল বিশ্ব নগরের প্রাসাদ মালায় পরিণত হইবার সূযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার সূচনামুহূর্ত্তে গোত্রীয় ও ভৌগোলিক ইচ্ছাম ভাষা, রক্ত ও স্বার্থের সমুদয় কৃত্রিম ভেদবেধা উল্লঙ্ঘন করিয়া এক অথও,—— স্বপর্ধ্যাপ্ত ও স্বয়ংসিদ্ধ বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণতি লাভ করার প্রয়োজন অনুভব করে। পূর্ণমানবত্বের ব্যবহারোপযোগী সঠিক পরিমাপের মনোজ্ঞ পরিচ্ছদ হস্তে লইয়া যুগ যুগান্তর হইতে মহাকাল এক নিকলুয়, পূর্ণাঙ্গ, পরিণত-বৃদ্ধি আদর্শ মহানবীর আগমন প্রতীক্ষায় অধীর ও উদ্বেলিত চিত্তে দিন-গণনা করিতেছিল, কালের প্রতীক্ষাকে সার্পক এবং মানবধর্মের বিকাশপ্রাপ্তির আকুলতাকে ধন করিয়া খাতিমুল মুছালিন মোহাম্মদ মুছতফা আলায়হিছ ছালাতো ওয়াত্ তচ্ছলিম গতাযুগতিকতা (dogmatism) ও বৈজ্ঞানিকতার (Rationalism) যুগ-সন্ধিক্ষণে বিশ্ব-চরাচরের পুরোভাগে পৃথিবীর নাভিকুণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

منزه عن شريك في معاشته

فجره العسن فيه غير منقسم!

আঞ্চলিক ও গোত্রীয় ধর্মসমূহের আদি ও অবিকৃত রূপগুলি রচুল্লাহর (দঃ) মধ্যস্থতায় সর্ব-

* হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১২৩ পৃ:।

মানবীয় বিশ্বদর্শনের পুণ্ড্রতীরে সক্ষমলাভ করিয়াছে। “সকল নবীর হেদায়ৎকে হে রচুল (দ:) আপনি স্বীয় কৰ্ম-জীবনে فهداهم اقتده রূপায়িত করুন”—(আল্‌আনআম : ৯০), আল্লাহর বর্ণিত নির্দেশসূত্রে সকল পয়গম্বরের বিচ্ছিন্ন জীবনাদর্শের কেন্দ্রীভূতি ও রূপায়ণ শেষ নবীর (দ:) পবিত্র ও মহিমায়িত জীবন-পদ্ধতীর ভিতর সম্ভাবিত হইয়াছিল।

حسن يوسف، دم عيسى يدبيضا داری

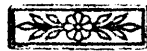
انچه خوبان همه دارند، ترفنها داری!

ইয়াহুদদের পঞ্চগ্রন্থ তওরাৎ সিরীয় (Syriac) ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, খৃষ্টানদের ইঞ্জিল হিব্রু ভাষায় আবির্ভূত হইয়াছিল। উভয় সমাজের শুধু পঞ্চগ্রন্থই পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, সিরিয় ও হিব্রু ভাষা পর্য্যন্ত জগত হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বেদ সম্বন্ধে কথিত হয় যে, উহার অপ্রক্ষিপ্ত অংশগুলি সংস্কৃত ভাষার মধ্যস্থতায় উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃত বর্তমান জগতের জীবন্ত ও কথ্য ভাষা নয়। প্রাচীন যিন্দ ভাষার অস্তিত্বও ধরা পড়ি হইতে মুছিয়া গিয়াছে। “শেষ নবী”র (দ:) প্রতি জীবিত, কথিত ও প্রচলিত ভাষায় অবতীর্ণ “শেষ গ্রন্থ” কোরআনের সাহায্যেই আশ আমরা অবগত হইয়াছি যে, তওরাৎ, যবুর, ইনজিল এবং আরো বহু ঐশী গ্রন্থ—ছাহায়েফ মাহমুদের বিভিন্ন দল ও গোত্রের হিদায়তের জগু হুন্নার বিভিন্ন অঞ্চলে অবতীর্ণ হইয়া-

ছিল এবং হুহ, ঈবরাহিম, ইচ্‌মায়ীল, ইচ্‌হাক, ইয়াকুব, (ইচ্‌রায়ীল), দাউদ, ছোলায়মান, আইয়ুব, ইউছফ; মুছা, হারুণ, যাকারিয়া, ইয়াহয়া; ইলয়াছ, ঈছা আলা নাবীয়েনা ওয়া আল্লাইহিমুছ্‌ ছালাতো ওয়াছ ছালাম এবং ইলাহিপথের আরো অগণিত সত্যবাদী সন্ধানদাতা এবং তদীয় বাণীর ধারক, বাহক ও প্রচারকবৃন্দ ধরাধামে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শেষ নবী (দ:) যে প্রমাণপঞ্জী বিশ্ব বাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে আমরা ইহাও গণিতে পারি যে, পৃথিবীর সকল প্রান্তেই সকল জাতির নিকট আশিয়া ও মুছালিনের অভ্যুদয় ঘটয়াছিল এবং তাঁহারা যে পবিত্র ও অনবজ বাণী প্রচারিত করিয়াছিলেন, সহস্র ভাষে ও লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হইলেও তাহার উৎসমূল অভিন্ন ও অদ্বিতীয়। নবী ও দার্শনিক এবং কাব্য ও ওয়াহির মধ্যে যে পার্থক্য এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে যে প্রভেদ রহিয়াছে, তাহা যাচাই করার তুল্যদণ্ড রূপে খাতেমুল মুছালিনের (দ:) আগমন ঘটয়াছে। শুধু তাঁহার পরবর্তী নবুওৎ এবং ওয়াহির দাবী যে চলনা, জাল ও মিথ্যা অহমিকা মাত্র তাহা নয়, অধিকতর যে নবুওৎ ও ওয়াহির দাবীর পিছনে তাঁহার সাক্ষ্য বিলম্বমান নাই, পূর্ববর্তী হইলেও তাহার নিশ্চয়তা ভিত্তিহীন।

افلت شمس اولين وشمسنا

ابدا على افق البقا لانغرب!



এছলামে সামাজিক আদর্শ।

মোহাম্মদ আবুল্লাহ জাব্বার।

গণতন্ত্র এছলামী শিক্ষার প্রাণবাণী। শুধু বাহির-বিশ্বের কাজ-কর্মে নয়, শুধু মাহমুদের সামাজিকতার নয়, মাহমুদের আত্মায়, চিন্তায়, ধ্যান-

ধারণায় পর্য্যন্ত গণতন্ত্রী মনোভাব পোষণ করা প্রত্যেক মোছলমানের স্বাভাবিক কর্তব্য। উর্ছে অনন্ত রহস্ত-ভরা উদার আকাশ, নিয়ে অক্ষুরস্ত

বৈচিত্রময়ী সুন্দরী ধরা, ধরণীর বৃকে অনন্ত কালের মানুষের জীবন-শ্রোত, জীবন-মৃত্যু, স্থখ-দুঃখ, হাসি অশ্রু সংকুল মিশিরা সৃষ্টির ধমনীতে যে অশ্রুত সন্দীত ধনিয়া উষ্টিতে, তার প্রাণ-বাণী হইতেছে এই বিশ্বকারপনার স্রষ্টা ও পরিচালক আল্লাহ, জীব ও জড়ের নিয়ামক ও প্রতিপালক আল্লাহ, বৈচিত্র ও লীলাচাঞ্চল্যের ভিতর দিয়া যে শাস্ত্রত স্বরূপ (Eternal Principle) পৃথিবীকে পূর্ণতার পথে টানিতেছেন, তিনি হইতেছেন—আল্লাহ। বিশ্বের প্রতি পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি বৃহত্তম ও মহত্তম সগাঢ়ী পর্য্যন্ত একই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি ও তাঁরই দয়ার দানে ধনু ও পরিপুষ্ট। তাঁর নিরন্তর প্রবাহিত অল্পগ্রহের অধিকার পৃথিবীর প্রাণী মাত্রে-রই সাধারণ সম্পদ, জীব মাত্রে-রই পরম গৌরবের চরম কাম্য। জীব জগত ও জড়-জগত একই নিয়মে পরিপুষ্ট লাভ করিতেছে; স্ততরাং স্তত্রতন প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া মহত্তম প্রাণী মানুষ পর্য্যন্ত একই পরমপিতার পরম আদরের সন্তান। তাঁহার করুণায় ধনু হইয়া, তাঁহারই বন্দনা গানে পৃথগ্নাত হইয়া পৃথিবীময় একটা অপরূপ ঐক্য-মহিমা বিধোষিত হইতেছে। এই ঐক্যের অল্প-ভূতি উপলব্ধি করা বিশ্বাসীর অন্তরের ধর্ম। বিশ্বাসীর হৃদয়-মন সজাগ করিয়া তাই আল্লাহ পাক বারংবার ঘোষণা করিতেছেন :—

يسبح الله ما فى السموات وما فى الارض -

“যা কিছু আকাশে পৃথিবীতে আছে—সবই আল্লাহ পাকের ‘তছবীহ’ বা বন্দনা গান করিতেছে।” (কোরআন) স্ততরাং উন্নত হৃদয় মোমেন বান্দা যখন জড় ও চেতনের বৃকে, প্রকৃতির প্রত্যেকটা বস্তুতে এই পবিত্র গাথা শুনিতে পাইবে, তখন বিশ্ব প্রকৃতির প্রত্যেকটা বস্তুর সাথে তার আত্মীয়তার বন্ধন অল্পভব করিয়া প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে নিজেকে উজাড় করিয়া সদাপ্রভুর ধ্যানে আত্ম-বিলীন হইয়া উঠিবে। একমাত্র আল্লাহকে প্রভুরূপে ছেজদা করিয়া উঠিয়া নিখিল বিশ্বের প্রতিটি জীবন-কণাকে নিজের সহকর্মী, সহকর্মী ও ভাই ভাই রূপে আলিঙ্গন দিবে,

ছোট বড়র ভেদাভেদ তাহার মনে রেখাপাত করিতে পারিবে না।

মানুষের সমাজেও তাই ঈমান বা বিশ্বাসের একটা নিজস্বরূপ আছে। ছুনিয়ার যে কোন দেশের যে কোন বর্ণের, যে কোন গোত্রের মানুষই—“সাইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদর রছুল্লাহ” পড়িয়া যখন এছলামী জামায়াতে যোগদান করিল, তখনই তার দেশগত, বর্ণগত, বংশগত সকলপ্রকার শ্রেণী-বৈষম্য বিলুপ্ত হইয়া পরম-প্রভুর বান্দা হিসাবে এবং পরম-পিতার সন্তান হিসাবে এক মহান মানব-সমাজে সে যোগদান করিল। আল্লাহর দেওয়া স্বভাবগত শক্তির তারতম্যের ফলে ছুনিয়ার হিসাবে সে শক্তিমান বা দুর্বল, ধনী বা দরিদ্র, শাসক বা শাসিত যাই হউক সেটা সত্যিকার বিচার্য বিষয় নয় কিংবা তার মনুষ্যত্বের মাপকাঠিও নয়। তাহাকে বিচার করিবার মাপকাঠি বা তলাইয়া দিয় আল্লাহপাক বলিতেছেন : ان اكرمهم عند الله اتقاهم “তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশী আত্মসুদ্ধ।” (কোরআন) আল্লাহর ভয় অর্থাৎ সদাজাগ্রত উন্নত বিবেক বুদ্ধির শাসনই ঈমানদার মোছলমানের প্রধানতম অবলম্বন, দেহ মনে সুন্দর ও সমুন্নত থাকিবার সাধনাই তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম করণীয়। আল্লাহর দেওয়া শক্তি ও বুদ্ধির তারতম্যের দরুণ মানুষ ইহলোকে ছোট বড় হইতে পারে কিন্তু—আল্লাহর দেওয়া হৃদয়ের ভক্তি ও কর্ণের জ্বোরে মানুষ ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত হইতে পারে। ঈমান ও আমল অর্থাৎ বিশ্বাস ও কর্ণের পবিত্র সাধনায় মানুষ যখন আত্ম-নিবেদিত এবং উন্নত জীবনের উর্দ্ধগতিতে অগ্রসর হয়, তখন সেই পবিত্র সাধনায় আরও যাহারা সংলিপ্ত সেই সকল সহকর্মী ও সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাসী বান্দাকে শ্রদ্ধাশীল হইতেই হইবে। কারণ তাহার পরম্পর একই—চির-চন্দরের উদ্দেশ্যে আত্ম-নিবেদিত ও কলুষমুক্ত পথিক। বিশ্বাসী দীন মজুর মোছলমান ও বিশ্বাসী শাহানশাহ সম্রাট একই লক্ষ্যের অল্পসারী।—

হুনিয়ার পদগৌরবের প্রতি দৃকপাত না করিয়া উন্নত চরিত্রবল ও সংকল্পের অল্পতানে কে কতখানি বেশী অগ্রসর, দেহ-ভূষার উজ্জলতা অপেক্ষা মনের উজ্জলতা কার কতখানি বেশী একমাত্র এই বিচারই হইতেছে মোমেনের সদা-জাগ্রত মনের একমাত্র কার্য।

মানুষের মনকে উন্নতজীবনের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত করিয়া দিয়া, সারা হুনিয়ার মানুষকে দেশ-কালের সীমা রেখা অতিক্রম করিয়া একটা সুন্দর-তম মানসিক বন্ধনে আবদ্ধ করিবার ইঙ্গিতই নূর নবী (দঃ) এর জীবনের শ্রেষ্ঠতম ছন্দ বা আদর্শের স্থাপনা। একই কলেমার বন্ধনে আবদ্ধ মোছলমান একে অপরের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাশীল এবং কর্তব্যনিষ্ঠ হইবে। বিদায় হজ্জ দিবসে অতি বঠোর ভাষায় সে সম্বন্ধে তাকিদ দিয়া রজুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন :—

ان رءاءكم وامرالكم حرام عليكم كحرمته يومكم
هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا - الا نل
شئى من امر الجاهلية تحت قدمى مروضع -
“তোমাদের একজনের শোণত এবং ধনসম্পত্তি—
অপরের নিকট ঠিক তেমনই পবিত্র, যেমন তোমা-
দের নিকট পবিত্র এই হজ্জের দিন, এই জিলহজ্জ
মাস, এই পৃথমরী মক্কা নগরী। সাবধান,— (পৌত্ত-
লিক সুরবিধাবাদ সত্ত্বে ভেদ-বৈষম্য প্রভৃতি) জাহে-
লীয়াত বা মূর্থতার যুগের প্রত্যেকটা হুনীতি আমার
হুই পায়ের নীচে আজ দলিত করিয়া ফেলিলাম।”
(মেশকাত)। স্মতরাং মোমেন বা ঈমানদার মোছল-
মান বলিয়া দাবী করিতে গেলে আমল বা মানু-
ষের চরিত্রবল, কৃতকর্মের ফলাফল এবং সর্বো-
পরি আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় অল্পঘাণী মানুষকে—
সম্মান করিতে হইবে। বাহিরের জৌলুদে নয়
অন্তরের আলোকে মানুষকে যাচাই করিতে হইবে।
অর্থবল, উচ্চ পদমর্যাদা দ্বারা মানুষকে চিনিবার
প্রচেষ্টা মূর্থতা যুগের রীতি বিধায় তাহা পরিত্যাগ
করিতেই হইবে। যে কোন প্রকার ভেদ বৈষম্যের
ধূয়া তুলিয়া মোছলমানের সমাজজীবনে ফাটল—

ধরানো শেরকের পরবর্তী মহাপাপ।

এই আদর্শবাদের বাস্তব রূপায়ন আমাদের
জীবনে কতখানি হইতেছে? রজুল্লাহ (দঃ) মনু-
ষাত্বের যে উচ্চতম মান (Standrad of humanity)
স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, হুনিয়া আজ তাহা
হইতে অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে
আজ অনেক খানি পার্শ্ব উন্নতি হইয়াছে সত্য,
কিন্তু মানুষের স্বখের উপকরণ বৃদ্ধি করা ছাড়া
সে উন্নতির আর কোন উজ্জল দিক নাই। মনের
দিক দিয়া মানুষ আজ অনেক নীচে নামিয়া
গিয়াছে। অল্প ধর্মের লোকের কথা বলিব না,
পৃথিবীর অল্প দেশের মোছলমানের কথাও বলিব না।
আমাদের দেশ—এই বাংলার মোছলমান সমাজ-
জীবনের মন্ডলোকে দৃষ্টিপাত করিলে নিশ্চয় স্বীকার
করিতে হইবে যে, মোশ্বেরকী প্রভাব এ দেশের
মোছলমানের মন ও মস্তিষ্ক কলুষিত করিয়া এছলা-
মের পূর্বকার জাহেলীয়াত যুগের সমস্ত অকল্যাণ
ও অভিশাপ পৃথীভূত করিয়া তুলিয়াছে। সেই
“জাহেলীয়াত আজ এ দেশে “শরাকত” নামে
পরিচিত। তখনকার পুরোহিতবাদ, শ্রেণী-বৈষম্য
জুলুমবাজী প্রভৃতিই এ দেশী আভিজাত্যের বৃনি-
ষাদ। বিদেশ হইতে যারা এছলামের দীপশিখা
হাতে লইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন, কালক্রমে
এ দেশের শাস্ত্র আবহাওয়ার তাঁদের কাছোত্তম
শিথিল হইয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে এ দেশের
স্ব-সংহত পুরোহিততন্ত্রের লোকদিগের সহিত এক
প্রকার সাদৃশ্য অনুভব করিয়া তাঁরা মিতালী স্থাপন
করিলেন। কারণ ভঙ্গসমাজ বলিতে তখন তাহা-
দিগকেই বুঝাইত। বিরাট জনসাধারণের সমাজ
এক প্রকার পরিত্যক্ত অবস্থাতেই রহিল। ইহার
ফলে আজ পল্লীবাংলার শতকরা নব্বই জন মোছল-
মানের জীবনে যে বেদনাময় মনুষ্যত্ব—হীনতার
ছাপ দুঃসহ ভাবে প্রকট হইয়া উঠে, তা এছলামের
দৃষ্টিতে কলঙ্জনক। মোশ্বেরকী প্রভাবের ফলে
মোছলেম সমাজের নিম্নস্তরে বৈষম্য-বৈষম্যবীর অনু-
করণে গাড়ানেড়ীর উদ্ভব হইয়াছে। চড়ক পূজার

সন্ন্যাসীগণের অমুকারণে মহরমের “কাছেদ” সৃষ্টি হইয়াছে, সত্য-নারায়ণ পূজার অমুকারণে সত্য-পীরের সিন্ধী ব্যবস্থা হইয়াছে। বাংলার মোছলমান পৌষ সংক্রান্তিতে খালে বিলে মাছ মারে, দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনে নৌকা বাইচ দেয়, সরস্বতী পূজার দিনে বিশেষ ভাবের দষ্ট কিনিয়া খায় এবং আরও কত যে উদ্ভট কাজ করে এবং অথাৎ খায়, তার ইয়াত্তা নাই! শেবুক এর প্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবন ঘুন-খরা ঝাঁশের ঞায় অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িয়াছে এবং ভত্র ও অভত্র মোছলমান বলিয়া দুইটা পৃথক সমাজ সৃষ্ট হইয়া উভয়ের মধ্যে একটা বিরাট অচলায়ন মংখা খাড়া করিয়া দাড়াইয়াছে।

এই অচলায়নের মর্ম্মূলে আঘাত হানিয়া উহা ধূলিসাৎ করিয়া দেওয়া আজ এই নবযুগের সন্ধিক্ষণে প্রত্যেকটা সত্যিকার মোছলমানের পক্ষে ওয়াজেব হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা পাকিস্তানের বাস্তব রূপায়ন অসম্ভব। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় লোক শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়া যারা পল্লী-বাংলায় ওয়াজ নছিহত করিয়া বেড়াইবার পেশা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে আদৌ সজাগ নহেন। অমেকেরই এ সব কুসংস্কার দূর করিবার মত শিক্ষা এবং অন্তর্দৃষ্টিও নাই। পীর-প্রথার চাপে এ দেশ ভারাক্রান্ত। ছোট বড় নানা পরিমাণের ও পরিমাণের পীর কেবলাগণ বাংলার মোছলমানের—মানস রাজ্যের অধিপতি। অনেক ইছালে ছওয়াব এর জালুছা হয়, অসংখ্য ওয়াজের সভা ডাকা হয়, অনেক প্রকারে কোর্আন হাদিছের ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা হয়, কিন্তু উপরোক্ত মারাত্মক সামাজিক দোষগুলির প্রতি কোন সমাজপতিরই এ পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত হয় নাই। একটা দূষিতরক্ত ও ক্ষত-বর্জিত-অঙ্গ বিশিষ্ট রোগীকে একটু আধটু আতর শুঁকাইয়া চাক্ষা রাখিবার চেষ্টা হইতেছে, তার শরীরের রক্ত শোধন করিয়া আরোগ্য করিয়া তুলিবার মত দরদী ও স্ননিপুণ চিকিৎসকের দেখা মিলিতেছে না।

চিকিৎসার জন্ম প্রথমেই দরকার আমাদের মানসিক বৈকল্যের পরিবর্তন। উচ্চ রাজ-কর্ম-চারী, সন্ত্রাস্ত নাগরিক এবং অবস্থাপন্ন ও প্রতিপত্তিশালী পীর কেবলা—প্রত্যেকেই আজ জাহেলীয়াত যুগের আভিজাত্য-রোগগ্রস্ত। সমাজের উচ্চস্তরে পরিবর্তন না হইলে নিম্নস্তরে কোন দিনই পরিবর্তন হয় না। সুতরাং এছলামী শিক্ষাসম্মত গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রথমে উচ্চস্তরেই সৃষ্টি করিতে হইবে। তজ্জগৎ ঈমান ও আমল্কে নূতন করিয়া শ্রদ্ধা করিতে শিখিতে হইবে। ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারও সঙ্গে—সঙ্গে দরকার। সক্রিয় ভাবে সামাজিক বৈষম্য দূর করিতে হইলে মিথ্যা আভিজাত্য এবং সামাজিক গৌরব ভুলিয়া, শরাকতীর বর্তমান মাপকাঠি—ভুলিয়া ঈমান ও আমল্ এর শরাকতীকে গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ যে মোছলমান আঞ্জার হুকুম এবং রছুলের শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলে, মনোরন চরিত্রবল, উন্নত কচি, মার্জিত আচার-ব্যবহার, দেণ ও ধর্শ্বের উন্নতি প্রয়াসী, শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান এবং সঞ্চেপরি সং রোজগারে সরল ভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত, আর্থিক ও বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব ভুলিয়া তাঁহাকেই সম্মান করিতে শিখিতে হইবে এবং সুযোগ ও সুবিধামত উপরোক্ত গুণসম্পন্ন যে কোন পেশা-অবলম্বী পাত্র-পাত্রীর মধ্যে অবাধে শাদী-বিবাহের প্রচলন করিতে হইবে। এইরূপ মেলামেশা ও বিবাহ শাদী দ্বারা সামাজিক দুস্তর ব্যবধান অপসারিত হইলে বিভিন্ন পেশা-অবলম্বী সমাজের মধ্যে রেঘারেষী কমিয়া যাইবে, লোক-শিক্ষার পথ সুগম হইবে, প্রত্যেকটা মোছলমানের মনোবল অনেক উন্নত হইবে এবং পাকিস্তানের স্বপ্নও সার্থক হইবে। রছুলে করিম (দ:) এর জীবদশায় মোছলমানগণের এই রূপ সমাজচিত্রই—চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও ইচ্ছা যতক্ষণ এই ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত না হইয়া উঠে, ততক্ষণ যিনি যত শ্রেষ্ঠত্বের দাবীই করুন, ইছলামের প্রকৃত অমুসারী বলিয়া দাবী—করিবার কোন অধিকার তাঁর নাই।

হর্ং বড়-পীর সাহেবের

“একটি ক্বস্বীদহ্”

মুহাম্মদ এনামুল হক, এম-এ, পি, এচ, ডি।

হর্ং ঘোথু-খ-খকলৈন্* ‘অব্দ্-ল-কাদির মুহীয়ু-দ-দীন জীলানী ক্বুদ্দিসা সিব্বরছ সাহেবের যে কবিতাটি সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাচ্ছি, তার খ্যাতি মুসলিম-জগতে বহু-বিস্তৃত। মুসলমানেরা এঁকে অতি পবিত্র রচনা বলেই মনে করে থাকেন এবং তাঁদের মধ্যে যারা ধর্ম-প্রাণ ও শিক্ষিত, তাঁরা বিশেষ প্রজ্ঞাতরে এঁকে কণ্ঠস্থ করে প্রাত্যহিক “বসীফহ্” ((صيفة)) বা করণীর কাছ রূপে পাঠ করে থাকেন।

কবিতাটির রচনার বিবরণও খুব সাধারণ নয়। জানা গেছে যে, একদিন হর্ং ঘোথু-খ-খকলৈন্ ‘অব্দ্-ল-কাদির মুহীয়ু-দ-দীন জীলানী ক্বুদ্দিসা সিব্বরছ মহোদয় অধ্যাত্ম-প্রেমমগ্ন অবস্থায় অর্থাৎ স্বফীদে ‘হাল’ (حال) বা বাংলার— বৈষ্ণবদের, ‘দশা’ শ্রেণীর অজ্ঞান অবস্থায় মুখে মুখে কবিতাটিকে রচনা করে আরম্ভ করতে থাকেন। তখন-তখনই ইহা লিখিত হয়েছিল। বোধ হয়, তাই কবিতাটি অজস্র আবেগপ্রবণ।

আরবী ভাষায় এ শ্রেণীর কবিতাকে বলে ‘ক্বস্বীদহ্’ (قصيدة)। আরবীতে যাকে ‘ক্বস্বীদহ্’ বলে, বাংলা ভাষায় তার নাম হচ্ছে ‘গীতিকা’ অর্থাৎ বর্ণনা-প্রধান সুদীর্ঘ ক্বিতা। এগুলোকে আগে গানেও রূপ দেওয়া হ’ত, আরব ও বাংলা, দুই স্থানেই। এখন তার আর বিশেষ চলন নেই। অগত্যা আরবী ‘ক্বস্বীদহ্’ এর মতো আলোচ্য— ‘ক্বস্বীদহ্’টি শুধু বর্ণনামূলক গান নয়। এ হচ্ছে একটি ভাব-গম্ভীর আত্মকেন্দ্রিক ‘ক্বস্বীদহ্’। এ শ্রেণীর ‘ক্বস্বীদহ্’ আরবী ভাষায় একরূপ বিরল।

সত্যি, ‘ক্বস্বীদহ্’টি একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। এটি পোশাকে অর্থাৎ ভাষায় আরবী হ’লেও, প্রাণ-প্রাচুর্যে ও প্রতীক-প্রবণতার একান্তই ‘অজমী’ (عجمی)।

বা ইরাণীয় ভাব-প্রধান। কেননা, ইরাণের ‘সাক্বী’ (ساقی) ও শরাবই ইহার প্রতীক এবং ভাব-প্রকাশে আত্মকেন্দ্রিকতাই ইহার মূল অবলম্বন।— বলতে কি, এ যেন আরবী পেয়ালার বা আধারে ইরাণী শরাব।

ভাব-গাম্ভীর্যে ‘ক্বস্বীদহ্’টি যেমন অতুলনীয়, ভাষার সাবলীলতায়ও তেমন অসাধারণ। ছন্দ-গৌরবেও এর জুড়ি খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এর প্রতিটি চরণ বিভবময় এক অল্পম ছন্দদোলার— নেচে উঠেছে; আর তার নাচের তালে তালে মূর্তিমান হ’য়ে উঠেছে গভীর অধ্যাত্ম-ভাবের— এক একটা অশরীরী রূপ। এর গুরু-গম্ভীর ছন্দ-হিন্দোল প্রশান্ত সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গের মতো উচ্ছলিত আবেগে নেচে বেড়ায়; আর তার সাথে সাথে পাঠক ও শ্রোতা মনমগ্ন-ভুজঙ্গবৎ বিমোহিত হয়।

‘ক্বস্বীদহ্’টিতে পাঁচটা স্তর সুস্পষ্ট। এ হচ্ছে কবির চিন্তা ধারার বিবর্তনের স্তর। লক্ষ্য ক্বস্বীদহ্-বার বিষয় হ’ল এই, অতি অলঙ্কিতে এক চিন্তাস্তর অগ্র চিন্তা-স্তরে প্রবেশ করেছে। ফলে, চিন্তাধারার এই পট-পরিবর্তনটুকু খুব সহজে ধরা দিতে চায় না। তবু, সজাগ পাঠকের কাছে এটি বেশীক্ষণ গোপন থাকে না।

এর প্রথম স্তর হচ্ছে, অধ্যাত্ম-প্রেম-উদ্বোধনের স্তর। উদ্বোধনের পরে আবির্ভাব ঘটলে পর, সাধকের মনে অশ্রু-চাক্ষু দেখা দিয়ে থাকবে। তাই, প্রেমের প্রথম আবির্ভাবের মাদকতা ‘ক্বস্বীদহ্’টির এই অংশে অদ্ভুত ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অধ্যাত্ম-প্রেম-প্রায়শ্চিত্ত-সাধক যেরূপে থাকে সামনে পাড়েন, সেখানেই যেন তাকে প্রেম-উচ্ছলিত হৃদয় দান কর্ত্তে উৎসুক হ’য়ে

উঠেছেন। প্রথম ছয় পদেই এই ভাব দেখবার মতো।

দ্বিতীয় স্তরে সাধক কবি তাঁর গভীর প্রেমা-মুহুর্তির বর্ণনা দিয়েছেন। এই অমুহুর্তি তাঁকে প্রেমময়ের এমন এক মহিমময়-নৈকট্য দান করেছে, যাকে দর্ব্বেশ জীবনের একমাত্র কামা বলেই উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ইলুম-ই-তহকফ বা সূফী শাস্ত্রে এ অবস্থার নাম ফনা ফীলাহ বা আল্লার সত্য বিলয়-প্রাপ্তি। খুব অল্প সাধকই জীবন কালে এই অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন। এ অবস্থার পৌছলে সাধক হ'য়ে উঠেন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ। 'ইলুম-ই তহকফের কথা যদি সত্য হয়, তবে বলতে হ'বে, এ অভিজ্ঞতা একান্তই একক অভিজ্ঞতা। এটিকে লাভ করেই আমাদের সাধক কবি মানবীয় স্তরের বহু উর্ধ্ব থেকেই বলে ফেলেছেন :—

من ذا في الرجال اعطى مثل -

"মানুষের মধ্যে কে সে, যে আমার সমান মধ্যাদা-লক্ক।" এই মধ্যাদাই বোধ হয়, তাঁকে কুতুব ও ঔলিয়াদের নেতৃত্ব দান করেছিল। আলোচ্য 'ক্বস্বী-দহ' টির সাত থেকে এগার শ্লোকে এ-জাতীয় প্রেমা-মুহুর্তির অভিজ্ঞতা বর্ণিত হ'য়েছে।

তৃতীয় স্তরে বর্ণিত হ'য়েছে সাধক-কবির উক্ত অভিজ্ঞতার কতিপয় বৈশিষ্ট্য। অরণ্য-অঞ্চলে যুগের নাভিতে কস্তুরীর জন্ম যেমন যুগ-জীবনের পরম ও চরম ফল, তেমনি সাধক-জীবনের পরম ও চরম ফল হচ্ছে, "সির" বা তহ-জ্ঞান অর্থাৎ— "ম'আরফৎ" (معرفة) লাভ। নাভিদেশে কস্তুরী-জাত মগ যেমন উন্মাদ হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়, ঠিক তেমনি "সির" বা "ম'আরফৎ"-লক্ক সাধকও— উদ্ভ্রাস্ত হ'য়ে উঠেন। এই "সির" হচ্ছে বিশ্ব-বিলয়-কারী এক দুর্দদ শক্তির অমুহুর্তি। এটিকে সাধক বৃকে চেপে রাখতে অসমর্থ হ'য়ে উঠেন; তিনি মনে করেন সমুদ্র, পর্বত, অগ্নি,—বিশ্বের কোন বস্তুই এটিকে বৃকে ধরে রাখতে সমর্থ নয়। আমাদের সাধক-কবির এই "সির" উপলক্ক আত্ম-সম্বিংহার অবস্থা আলোচ্য ক্বস্বীদার বার থেকে

সতর শ্লোকে বর্ণিত হ'য়েছে।

চতুর্থ স্তরে সাধক-কবি তাঁর "মুরীদ" বা শিষ্য দেরকে স্মরণিয়েছেন তাঁর অভয়-বাণী। সে বাণী হচ্ছে সাধকের প্রতি তাঁর মুরীদদের আহ্বগত্যের বাণী। এ-বাণীতে ফুটে উঠেছে সাধনার ক্রোড়ে নেতৃত্ব-ধীরতির নিয়ম-মুহুর্তিতা বা discipline। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানিয়েও দিয়েছেন যে, তাঁর প্রদর্শিত "তরীকৎ" বা অধ্যায়-পথ হৃদয়-বহুল-ই-করীমের অমুহুর্তি মাত্র—নতুন কিছু নয়। আঠার থেকে চব্বিশ শ্লোকে এই বাণী লিপিবদ্ধ হ'য়েছে।

পঞ্চম স্তরে পাঁচ তাঁর আত্ম-পরিচয়। এই আত্ম-পরিচয়টুকুও একেবারে বৈশিষ্ট্যহীন নয়।

মূল আরাবী 'ক্বস্বীদহ'

৩

তাহাব বস্তুবাদ

১. سقاني الحب كاسات الرمال
فقلت لخموتي نحيبي تعال -
২. سعت ومشت لخموتي فمى كؤس
فهمت بسكوتي بيسر الموال -
৩. فقلت لسائر الاقطاب لمر
بعالي وان خارا انتم رجال -
৪. هيمرا واشربوا انتم جنودي
فساقى القرم بالوافى ملاهل -
৫. شربتم فضلتي من بعد سكرى
ولا نلتم علمى واتصل -
৬. مقامكم العلمى جمعاً ولكن
مقامى فوقم مازال عال -

[লীলায়িত গড়ে অনুবাদ]

(প্রথম চিন্তাস্তর)

১। প্রেম আমার পান করিয়ে দিলে মিল-নের পেয়লা, বল্লুম,—শরাব-সখী, আমার পানে চলে এসো "

২। সে আমার পানে ছুটে এসে বাসা নিলে আমার পেয়লার। বাস্, আমি হলুম আপন

নেশার বধুদের মাঝে বিভোর।

৩। বল্লম কুতুবদের সকলকে ডেকে,—“আমায় অহুসরণ কর; লাভ কর আমার ‘হাল’-এর অবস্থা, —তোমরা যে আমারই চেলা।

৪। বিভোর হ’য়ে যাও, পান কর (পেয়ালা) তোমরাই আমার বাহিনী; এ-দলের ‘সাকী’ যে আমার পেয়ালা ভরে দিয়েছে কানায় কানায়!

৫। তোমরা পান করেছ আমার উচ্চিষ্ট, আমার মাদকতার পরেই: তাই, তোমরা লাভ করনি আমার মহিমা ও মিলন।

৬। তোমাদের সকলেরই মর্যাদা সমুচ্চ, কিম্ব— আমার মর্যাদা তোমাদের সবার চাইতে উপরে:— এষে কয় হ’বার নয়।”

৭. انا في حضرة التقريب وحدي

يصرفني وحسبى ذوالجلال -

৮. انا لباؤى اشهب كل شيخ

ومن ذا في الرجل اعطى مثال -

৯. كسانى خلة بطراز عزم

وترجنى بتيجان الكمال -

১০. واطلعنى على سرقديم

وقلدى واعطانى سكرالى -

১১. ولانى على الاقطاب جمعاً

فحكى ناذنى كل حل -

(দ্বিতীয় চিন্তাপ্তর)

৭। আমি লাভ ক’রেছি একক-খোদার— নিকটত্ব-মহিমা, আমার অবস্থান্তর ঘটিয়েছেন তিনি;—‘জলাল’ এর অধিপতিই আমার যথেষ্ট। *

৮। প্রত্যেক ‘শৈখ’ এর পক্ষে আমি (যেন) একট! বৃড়ো বাজপাখী;—মাছুষের মধ্যে কে সে যে আমার সমান মর্যাদালব্ধ? †

* “একক খোদা”র পরিবর্তে “অপ্রতিদ্বন্দ্বী” বাঞ্ছনীয় এবং “তিনি—‘জলাল’ এর অধিপতি”র স্থানে “যিনি, সেই জলালের অধিপতিই” হওয়া— উচিত।

† ‘আশহবে’র অহুবাদ “বৃড়ো” না করিয়া “পরা-ক্রান্ত” করা বিধেয়। (তজ্জ’মান)।

৯। পরিষেছেন খোদা আমার দৃঢ়-সঙ্কল্পের জড়োয়া গিলাং; আর, করেছেন পূর্ণতার মুকুটে আমার শির বিশোভিত।

১০ অবারিত ক’রে দিয়েছেন এক চিরস্থান তত্ত্ব ভাণ্ডার, ক’রেছেন তাই আমার গলার মালা, —কামাকে করেছেন দান।

১১। বানিয়েছেন আমায় যত ‘কুতুব’ আছে তাঁদের নেতা। আর, সকল অবস্থায় করিয়েছেন আমার হুকুমকে জারী।

১২. ولوالقيت سرى فى بكار

لصار النل غورا فى زوال -

১৩. ولوالقيت سرى فى جبال

لدكت واختلفت بين الجبال -

১৪. ولوالقيت سرى فى فرق نار

لخدمت وانطقت من سرحال -

১৫. ولوالقيت سرى فى فرق صيت

لقام بقدرة المولى تعال -

১৬. وما منها شهر او دهور

تمر وتنفضى الا اثال -

১৭. وتغبرنى بما ياتى ويجرى

وتعلمنى فاقصر عن جلال -

(তৃতীয় চিন্তাপ্তর)

১২। যদি আমি ছুড়ে ফেলতুম আমার তত্ত্ব-জ্ঞান সমুদ্রমালার, বিশাল বারিধির সবটুকু তলিয়ে * গিয়ে লোপ পেয়ে যে’ত।

১৩। যদি আমি ছুড়ে মারতুম আমার তত্ত্ব-জ্ঞান পর্বতশ্রেণীতে, পর্বতমালা ঠোকাঠুকি ক’রে আত্মগোপন করত পরস্পরের মধ্যে।

১৪। যদি আমি নিক্ষেপ করতুম আমার তত্ত্ব-জ্ঞান জলস্ত অনলে, তা’ নিভে গিয়ে আমার তত্ত্ব-জ্ঞানে স্তম্ভীভূত হ’ত।

১৫। যদি আমি আমার তত্ত্ব জ্ঞান শব্দেহের * শুকিয়ে

উপর ফেলে দিতুম, শব্দদেহটি আল্লাহ্ তায়ালায়
কুদ্বতে (নতুন জীবন পেয়ে) দাঁড়িয়ে যে'ত।

১৬। আল্লার ক্ষমতা থেকে উদ্ধৃত যা-'কিছু',
মাস ও কাল অতীত হয়েছে ও বর্তমান আছে,
তার সবই আমার কাছে এসেছে;

১৭। আমাকে সংবাদ দিয়ে গেছে অতীত
ও বর্তমান সম্বন্ধে, অবগত করিয়েছে সবই। বাস
এইবার কমিয়ে দাও তোমার 'জ্বালান'।

- ১৮- مریدی هم وطب واشطم وغن
وافعل ماتشاء فالاسم عال -
- ১৯- مریدی لاتخف الله ربی
عطانی رفعة نلت المعالی -
- ২০- طبرلی فی السماء والارض دقت
وساؤس السعادة قد بدالی -
- ২১- بلادالله ملكی تحت حکمی
ووقتی قبل قبلی قد صفال -
- ২২- نظرت الی بلادالله جمعاً
کخر دلة علی حکم اتصال -
- ২৩- وكل ولی علی قدم وانی
علی قدم النبى بدر الکمال -
- ২৪- مریدی لاتخف واش فانى
عزوم قاتل عند القتال -
- (চতুর্থ চিন্তাস্তর)

১৮। মুরীদ আমার! বিভোর হও, আনন্দ
কর, বেড়াও, গাও, যাচ্ছে তাই কর;— কেননা
আমার নামটি মহান।

১৯। মুরীদ আমার! ভয় পেওনা, আল্লাই
আমার প্রভু, তিনি আমার অধ্যাত্ম-সমুন্নতি দান
ক'রেছেন,—আমি মহামর্ঘ্যাদা পেয়েছি।

২০। আমার বিস্তর-চক্কা আসমান জমিনে
নির্নাদিত, এই সৌভাগ্যের খবরদাতা আমার কাছে
এসেছে। (?)

২১। আল্লার দেশসমূহ আমারই রাজ্য,—
তা'; আমারই কর্তৃত্বে, এবং আমার বহু পূর্ববর্তী
কালও আমার কাছে একদম স্থপষ্ট।

২২। আমি আল্লার সব দেশের প্রতি তাকি-
য়েছি এক সঙ্গে, মিলনের ধারা-বশে দেখেছি তা'কে
একটি শর্বে কণার মতো।

২৩। প্রতিটি ঔলিয়া আমার পদাক অনুসারী
এবং আমি অনুসারী পূর্ণতার পূর্ণ-শশী নবী-
পদাঙ্কের।

২৪। মুরীদ আমার অপবাদদাতাদেরকে ভয়
করো না; কেননা সংগ্রাম-কালে আমি যে একজন
দৃঢ়-সঙ্কল্প যোদ্ধা।

২৫- درست العلم حتى صرت قطبا

وذلك السعد من مرالى الموالى -

২৬- فمن فى اولياء الله مثلى

ومن فى العلم والتصريف حالى -

২৭- كذا ابن الرفاعى كان منى

فيسلك فى طريقى واشتغالى -

২৮- انا الحسنى والمجدع مقامى

واقدامى على عنق الرجال -

২৯- وعبد القادر المشهور اسمى

وجدى صاحب العين الكمال -

৩০- انا الجبلى معى الدين اسمى

واعلامى على رأس الجبال -

(পঞ্চম চিন্তাস্তর)

২৫। আমি তত্ত্বজ্ঞান শিখেছি 'কুতুব' না
হওয়া পর্যন্ত, আর লাভ করেছি সৌভাগ্য প্রভু
দের প্রভু থেকে।

২৬। তবে, কে সে আল্লার ঔলিয়াদের মধ্যে
যে আমার সমান? প্রজ্ঞাতেই বা কে? আমার
'হাল' এর অবস্থাস্তর ঘটতে সমর্থই বা কে?

২৭। এমন ক'রে 'রিফায়ী' সম্প্রদায়ও আমার
থেকেই উৎপন্ন, তারা চলে আমারই 'তরীকা'য়,
করে আমারই অনুসরণ।

২৮। আমি হাসনী-গোত্রভুক্ত, আমার মর্ঘ্যাদা
ছায়াপথের উর্ধ্বস্থিত 'মিজদহ নক্ষত্রবৎ; আমার
পা দুটি আমার চেলাদেরই কাঁধে অবস্থিত।

২৯। আমার নাম 'অবু' লকাদির বলেই
প্রসিদ্ধ, আমার পূর্ববর্তিগণ পূর্বতা-দৃষ্টিতে চক্ষুমান।

৩০। জীলানবানী আমি, - মুহীযুদ্-দীনই

আমার নাম, আমার বিজয় কেতন পবিত্রপ্রাণী-
শীর্ষে বিধুনিত।

আমাদের বক্তব্য :-

ডক্টর মোহাম্মদ ইনুআল হক 'কছিদায়-গও-
ছিয়া'র অনুবাদ আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়া-
ছেন। কছিদা এবং অনুবাদের সাহিত্যিক মূল্যের
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তজ্জু'মানে উগা প্রকাশিত হইল।
কিন্তু কছিদার পরিচয় প্রসঙ্গে অনুবাদক এমন কতক-
গুলি উক্তি করিয়াছেন, ইচ্ছামি আকিদার সহিত
হাজার কোন সংগতি নাই। ফিতাব ও ছুল্লতের নগণ্য
খাদিমরূপে লেখকের যে সকল অভিমত আমাদের
পক্ষে উৎসাহ করা সম্ভবপর হইবে নাই। তন্মধ্যে কয়েকটি
অসংগত বিষয় সম্পর্কে আমাদের অভিমত সন্নি-
বেশিত হইল। ভবিষ্যতে ডক্টর চাহেব তাঁহার বহু-
বিষ্মত যোগ্যতার মর্গাদান রক্ষা করিয়া প্রবন্ধাদি
পাঠাইলে আমরা বাদিত ও উপকৃত হইব।

গওছুচ্ছাকালাইন :

ডক্টর চাহেব ইমামে-রসালানি, শাইখুল মাশা-
য়েখ মুহিউলমিননে ওয়াদুদ্দীন হৈয়দ আবু মোহা-
ম্মদ আবুলকাাদের জিলানি রাহেমাহু হুলাহকে গও-
ছুচ্ছাকালাইন' বর্ণিয়া আপ্যাত করিয়াছেন। গও-
ছের আভিধানিক অর্থ : ফুইয়াদ শ্রবণকারী,
বিপদ হইতে মুক্তকারী, উদ্ধারকর্তা ইত্যাদি।
'ছাকালাইন' দানব ও মানব অর্থে ব্যবহৃত হইয়া
থাকে। স্বতরাং আভিধানিকভাবে 'গওছুচ্ছাকা-
লাইন' এর অর্থ হইল : যিনি দানব ও মানবের
আকুল প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তাহাদিগকে বিপদ
হইতে উদ্ধার করেন। ছুফিদের পরিভাষায়—
ان الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق
برأسطته في نصرهم و رزقهم حتى يقال ان
مدد الملائكة وحيثان البحر برأسطته -

যাহার মদাহুতায় জীবজগত তাহাদের বিজয় লাভ
ও খাণ্ডসংগ্রহ ব্যাপারে সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে, তিনি
গওছ। কথিত হয় যে, ফেরেশতা এবং পানির
মাছও তাঁহার মদাহুতায় সাহায্য পাইয়া থাকে।
ইহাও কথিত হয় যে, পৃথিবীতে তিন শত তের
হইতে তিন শত উনিশজন পর্যন্ত নজিব আছেন,
তাঁহাদের মধ্য হইতে সত্তরজন নকিব, আবার
নকিবগণের মধ্য হইতে চল্লিশজন আক্বাল, তন্মধ্যে
শাতজন কুতুব; তাঁহাদের চারজন আওতাদ এবং
আওতাদগণের একজন গওছ! তিনি নাকি মক্কার
বাস করেন। পৃথিবীতে খাণ্ড বা যুদ্ধবিগ্রহ অথবা
অগ্রকোন সংকট উপস্থিত হইলে জগৎবাসীর প্রতি-
নিধি উল্লিখিত তিন শত তের বা তিন শত উনিশ
জনের কাছে দৌড়াইয়া যান, তাঁহার সন্তান জনের
দ্বারস্থ হন, সত্তর জন চল্লিশজনের কাছে আবেদন
করেন, তাঁহারা শাতজনের কাছে আর শাতজন
চারজনের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন এবং উক্ত
চারজন গওছের কাছে ফুইয়াদ করেন। কেহ
কেহ সংখ্যার মধ্যে কিছু তারতম্য করিয়াছেন।
ইহাও কথিত হয় যে, সুগর গওছ যিনি, তাঁহার
নামে আকাশ হইতে সবুজ কাগজে পত্র প্রেরিত হয়।

তালিকায় বর্ণিত হিছাবে গণিতের যে ব্যতি-
ক্রম রহিয়াছে তাহা উপেক্ষা করিলেও প্রকৃত পক্ষে
খুষ্টানরা হযরত জিছা আলায়হিছালাম সর্ব্বক এবং
সীমালজ্বনকারী রাফেযীর দল হযরত আলি (রাঃ)
সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করেন, তথাকথিত
ছুফীদের 'গওছ' সর্ব্বক উল্লিখিত মতবানও তদ্রূপ।
লেখক হযরত শাইখে জিলানিকে কোন অর্থে যে

‘গওছুছুছা কালানাইন’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নই, কিন্তু আমরা ইহা অবগত আছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহই জীবজগতের ফব্বইয়াদ শ্রবণকারী, অন্নদাতা এবং বিপদহস্তা নাই, অধিকন্তু আল্লাহর মদদ বা সাহায্যের জগ্নু কাহারো মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় না। ইহা তওহিদের মূল নীতি, স্ততরাং কোন ব্যক্তি গওছু হইতে পারেন না। গওছু সম্বন্ধে ছুফীদিগের ধারণা ও উক্তির কোনই প্রমাণ নাই। ইমাম ইবনে-তায়মিয়াহ এ সম্পর্কে বলেন :

هذا كله باطل، لا اصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا قاله احد من سلف الامة ولا ائمتها ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم... وكان اهل الحديث لا يروون مثل هذه الاحاديث لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : من حدث عنى بعدىث وهو يرمى انه كذب فهو احد الكاذبين، ولهذا يقال : ثلاثة اشياء ماله من اصل : باب النصيرية ومنظور ال وافضة وغوث الجهال - وكذلك ما يزعمه بعضهم من ان القطب الغوث الجامع يمد اولياء الله و يعرفهم كلهم ونحو هذا، فهذا باطل - فتسمية بالقطب الغوث بدعة ما انزل الله بها من سلطان ولا تكلم بهذا احد من سلف الامة وائمتها -

গওছু, কুতুব ইত্যাদি সম্পর্কিত সমস্ত কথাই বাতিল। আল্লাহর প্রার্থে, তদীয় রছুলের (দ:) রছুলতে এ সকল কথার কোন প্রমাণ নাই, উম্মতের পূর্ববর্তী ছাহাবা ও তাবেরীগণ এবং ইমামগণ (যথা আবু হানিফা, মালেক, ছওয়ারী; আওযারী; আহমদ-বিনে হাম্বল, দাউদ সাহেরী, বুখারী ও মুছলিম প্রভৃতি) এবং পূর্ববর্তী অনুসরণযোগ্য বড় বড় শাইখ-গণ (যথা জুনাইদ বাগাদী, হাছান বছরী, ইব্রাহিম বিনে আদহম, মা'রুফ কর্ণী ও শাইখ আবদুল

কাদের জিলানি প্রভৃতি কেহই এরূপ কথা বলেন নাই। হাদিছশাস্ত্র বিশারদ বিদ্বানগণের মধ্যে কেহই এরূপ মশ্বের হাদিছ রেওয়াক করেন নাই। বুখারীতে রছুল্লাহর (দ:) বাচনিক প্রমাণিত হইয়াছে যে, আ'হযরত (দ:) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি আমার নামে হাদিছ বর্ণনা করে, অথচ সে জানে যে উহা মিথ্যা, সে ব্যক্তি মিথ্যুকদের অগ্ন্যতম। এই জগ্নুই কথিত হয় যে, তিনটি বস্তু সম্পূর্ণ অমূলক : নছিরীদের তোরণ, রাফেযীদের প্রতীক্ষ্যমান এবং মূখদের গওছ। এইরূপ একদল ছুফীর ধারণা যে, গওছ ও কুতুব পদে যিনি যুক্তভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন তিনি আল্লাহর ওলিদীগকে সাহায্য করেন এবং তাঁহাদের সকলকেই তিনি চিনেন, ইত্যাদি—ইহাও বাতিল। কাহাকেও গওছ-কুতুব রূপে আখ্যাত করা বিদ্‌আত, আল্লাহর আদেশের বহির্ভূত। এ সম্পর্কে ছাহাবা তাবেরী এবং ইমাম গণ কোন কথা বলেন নাই। (ফতাওয়া ইবনে-তায়মিয়াহ)।

ওযিফা :—

ডক্তর ছাহেব শাইখে-জিলানির কছিদার পরিচয় ভাগে লিখিয়াছেন যে, অনেকে উক্ত কছিদাকে ওযিফা রূপে প্রত্যহ পাঠ করিয়া থাকেন। যাহা অবশ্যকরণীয়, আভিধানিক ভাবে সেই কার্যকে ওযিফা বলে আর পারিভাষিক ভাবে ওযিফার অর্থ হইতেছে—আত্মশুদ্ধি বা ছওয়াবের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ অবশ্যকরণীয় রূপে যাহা পঠিত হয়; যেমন কোরআন, দরুদ, তহলিল ও তছবিহ প্রভৃতি। ইছলামে অবশ্যকরণীয় যাহা, তাহা ফরয অথবা ওয়াজিব নামে কথিত এবং যে কার্যদ্বারা ছওয়াব আশা করা যাইতে পারে, ন্যূনকল্পে তাহা মুছতাহাব হইবে এবং ইছতিহাবের জগ্নু শরিআতের দলিল আবশ্যক। বিনা প্রমাণে ছওয়াবের বা আধ্যাত্মিক উন্নতিলান্তের উদ্দেশ্যে কোন কার্যকে মুছতাহাব মনে করা বিদ্‌আতে-যালালাহ। এইসকল মনগড়া ওযিফা, বেদ ও তেলাওয়াৎ মুছলমানগণের জাভীরজীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে

এবং কোব্বআনের তেলাওরাৎ ও ত্বাহার অর্থ হৃদ-
য়ঙ্গম করার পবিত্র কর্তব্যের পথে অন্তরায় হইয়া
আছে। মুছলমানগণ জাতিগতভাবে যেসকল ফিংনা
ও বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন, সে গুলির বিশ্লেষণ
প্রসঙ্গে হুজ্জাতুল ইছলাম দেহলভী বলিয়াছেন :
دهم : اختراع اوراد و احزاب بنيت تقرب
الى الله عزوجل زياده برسنت مائترة والتزام
مستعبدات مائتد التزام واجبات -

দশম কারণ, আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে ছুয়তের
অতিরিক্ত বেদ ও হেয়বের আবিষ্কার এবং ওয়াজিব
কাণ্ডের ত্বায় মুছতাহাব বিষয়কেও অবশ্যকরণীয়রূপে
গ্রহণ—ইযালাতুলখাফা, ১৩২ পৃ:। যে আবৃত্তি বা
ওযিকা একসঙ্গে শেষ হয় তাহাকে বেদ বলে আর
যাহা খণ্ড খণ্ড আকারে মাসিক বা সাপ্তাহিক ভাবে
শেষ হয়, তাহাকে হিয়্ব বলে।

আল্লাহর সন্তায় বিলয়প্রাপ্তি :

'ফনাফিল্লাহ'র অর্থ আল্লাহর সন্তায় বিলয়প্রাপ্তি
মনে করা ইছলামি আকিদার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত-
বাদ। কোন বিখণ্ড মুছলিম সাধক এরূপ কথা
কখনো স্মৃষ্জ্ঞানে উচ্চারণ করেন নাই। অন্তর—
জগতকে আল্লাহর প্রেম ব্যতীত অপর সমুদয় বন্ধন
হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করার কার্যকে 'ফনাফিল্লাহ'
বলা যাইতে পারে। আল্লাহর সন্তা এরূপ নয় যে,
কোন বস্তু তাহা হইতে উদ্ধৃত বা তাহার মধ্যে
বিলীন হইতে পারে কারণ তিনি ছামাদ, الله الصمد।
আর ছামাদ এমন দৃঢ় নিরেট (Solid) কে বলে
যাহা ফাঁপা নয়, যাহাতে কোন বস্তু প্রবেশলাভ
অসম্ভব। ইবনে মছ'উদ, ইবনে আক্বাছ, হাছান
বহরী, মুজাহিদ, ছুদ্দবিনে জোবায়র, একরেমা,
বাহ'হাক, ছদী, কাতাদা, ছুদ্দবিনে মুছাইয়্ব,
মোহাম্মদ বিনে কাআব ও ইবনে কোতায়বা প্রভৃতি

ছমদের উল্লিখিত অর্থ করিয়াছেন। আল্লাহর সন্তায়
বিলয়-প্রাপ্তির মতবাদ অশ্বৈতবাদী ও অবতার-
বাদীদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত
মতবাদ সূত্রেই খুত্বানরা হযরত ঈছা (দ:) কে
আল্লাহর পুত্র বলিয়া থাকেন। ইছলামি তওহীদ
এই সকল জঘন্য শিকের কবল হইতে মানব সমাজকে
মুক্তি দিয়াছে।

ত্রিকালজ:

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—ত্রিকালের সমুদয়
জ্ঞান শাইখ জিলানি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া
অম্ববাদক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শাইখ
জিলানির আসন রছুল্লাহ (দ:) অপেক্ষা নিশ্চয়
উন্নত নয়, কিন্তু স্বয়ং রছুল্লাহ (দ:) কে আল্লাহ
আদেশ করিয়াছেন: হে রছুল (দ:) আপনি
বলুন, আমি যদি قل لركنت اعلم الغيب
ভবিষ্যতকালের সমুদয় لاسئكثرت من الخير وما
বিষয় অবগত থাকি- مسنى السوء -

তাম তাহা হইলে অধিকতর মঙ্গল লাভ করিতাম
এবং আমাকে অমঙ্গল স্পর্শ করিতনা—আল্ আ'রাফ:
১৮৮। যদি রছুল্লাহ (দ:) ত্রিকালজ না হন,
তাহা হইলে আর কাহার পক্ষে উহা হওয়া—
সম্ভবপর? শাইখ জিলানি রহেমাছল্লাহর যে কছদা
অম্বদিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি অতীত ও
বর্তমানের ইল্মের দাবী করিয়াছেন বটে কিন্তু
ত্রিকালজ হইবার অভিমান করেন নাই, কারণ
ইহা ত্বাহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি আপন গ্রন্থ
ফতুহুলগয়েরে পরিষ্কার বলিয়াছেন:

كل حقيقة لا يشهد لها الشرع نهى زندقته -

ছুফীদের যে হকিকৎ সম্বন্ধে শরিআতের সাক্ষ্য
বিজ্ঞমান নাই, তাহা নাস্তিকতা ছাড়া আর কিছুই
নয়—১৮০ পৃ:। (তজ্জুমাযুল হাদিছের সম্পাদক)

ভূমির অধিকার ও বণ্টনব্যবস্থা ।

(৩)

ভূমির সহিত সম্পর্কিত যেসকল বস্তুতে সমা-
নাধিকারের নীতি বলবৎ রাখা হইয়াছে, তন্মধ্যে পানি
এবং প্রসঙ্গতঃ উহার সঙ্গে মাছ, জলজসামগ্রী এবং
খনিজপদার্থের বিস্তারিত আলোচনা শেষ হইয়াছে।
অন্য পরবর্ত্তী বস্তুসমূহের কথা আলোচনা করিব।

والله سبحانه ونعالى ولى الترفيق -

তৃণ বা ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ—الكلاء

বর্ণিত হুজ্জে পানির মত তৃণজাতীয় উদ্ভিদও
সাধারণসম্পত্তি রূপে নির্দেশিত হইয়াছে।

তৃণ বা 'আল্কলা'র ব্যাখ্যা : —

তৃণ বা ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ অর্থে উল্লিখিত
হাদিছে 'আল্কলা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইমামে
আশমের দ্বিতীয় ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ বিম্বুল
হাছান 'আল্কলা'র الكلاء ما ليس له ساق
ব্যাখ্যার বলেন, যে وما قام على ساق ليس
উদ্ভিদ কাণ্ড বা শাখার بلاء -

উপর দাঁড়াইয়া, তাহাকে 'আল্কলা' বলে এবং যে
উদ্ভিদ কাণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া থাকে তাহা 'আল্ক-
কলা'র পর্ধ্যায়ভুক্ত নয়।

ত্রয়োদশ শতকের মুহাদ্দিছ হাফেয শওকানির
অভিমত এই যে, ساقه وياسته وهرالنبات
ও শুক গাছগাছড়াকে اعم من الغلا والعشيش
'আল্কলা' বলা হয়। لان الغلا مختص بلرطب
ঘাস ও খড় অপেক্ষা من النباتات والعشيش
ইহার তাৎপর্য অধিক مختص باليابس والكلاء
তর ব্যাপক, কারণ يعمهما -

শুকু তাষা গাছগাছড়া ঘাসের এবং শুকগুলি খড়ের
পর্ধ্যায়ভুক্ত আর 'আল্কলা' ব্যাপকতর ভাবে উভয়
শ্রেণীর গাছগাছড়ার জ্ঞাত প্রয়োগ করা হয়। *

অভিধান গ্রন্থসমূহে العشب رطبه وياسته

সবুজ এবং শুক তৃণ জাতীয় উদ্ভিদকে 'আল্কলা'
বলা হইয়াছে। *

কামুছের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তাজুলআরুছে' কাটাযুক্ত
গাছ, পশুরের খাদ্যোপযোগী কাটাগাছ, তৃণ ও লতা
পাতার গাছ এবং বড়গাছকেও 'আল্কলা'র মধ্যে
গণ্য করা হইয়াছে। †

কাণ্ড ও শাখাযুক্ত বৃক্ষরাজীর মধ্যে বাবলা, box
thorn এবং বিশাল গরুদ 'আল্কলা'র অন্তর্ভুক্ত।
এই গাছগুলি কাটাযুক্ত এবং লতাপাতার পর্ধ্যায়ভুক্ত
না হইলেও পশুর পোষাক। বিখ্যাত আভিধানিক
মুতাবুরযী স্বীয় মুগরব নামক কিতাবল লুগাতে সিদ্ধান্ত
করিয়াছেন, যে, الظاهر انه يقع على ساق
وغيره لما تراءه الدواب
শ্রুতঃ কাণ্ডযুক্ত ও বাণ্ড-
বিহীন উভয় শ্রেণীর رطبا كان او يابساً
উদ্ভিদের জ্ঞাত 'আল্কলা' শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং
তাষ' ও শুক যে সকল উদ্ভিদ পশুরদল ভক্ষণ করে
তাহাই 'আল্কলা'।

ঘাস জাতীয় তৃণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা : —

ইমাম আবুউবায়দ, কাছেম বিনেছল্লাম তহীর
'আল্আমুওয়াল' নামক ইছলামি অর্থশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ
গ্রন্থে কায়লা (রাযিঃ) নামক ছাহাবিয়ার বাচ-
নিক বর্ণনঃ করিয়াছেন যে, রত্বুল্লাহ (দঃ) বলি-
য়াছেন : একজন মুছল- المسلم اخرا المسلم يسعها
মান অপর মুছলমানের الماء والشجر -
ভাই, স্ততরাং পানি ও গাছ সম্পর্কে ভাইকে সুবিধা
প্রদান করা কর্তব্য।

আবুউবায়দ উক্ত গ্রন্থে এবং আব্দাউদ, তিব্ব-
মিযি, ইবনে মাজ্জাহ ও দারুয়ী স্বয় ছুননে আবদায্-
বিনে হাম্মালের (রাযিঃ) প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করিয়াছেন
যে তিনি رتبه ما يعنى من
* কামুছ : (১) ২৬ পৃঃ ; মুখতারুচ্ছিহাহ, ১৪ পৃঃ ।
† Lane's Lexicon, Part VII, P. P. 2624.

(দঃ) কে জিজ্ঞাসা **الاراك؟ قال مالم**
করিলেন, কোন ব্যক্তি **تتله اخفان الآيل -**
পিলুর বন সুরক্ষিত করিয়া লইতে পারে কিনা? রছুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, উষ্ট্রের খুর যতদূর না পৌঁছে, ততদূর পর্যন্ত সুরক্ষিত করিয়া লইতে পারে †

আব্দাউদ আপন ছনদে উক্ত হাদিছ আব-
য়াযের (রাফিঃ) প্রমুখ্যে অথ ভাষাতেও (মত্নঃ)
রেওয়াম্ব করিয়াছেন। রছুল্লাহ (দঃ) বলিলেন :
পিলুর বন কাহারো **لاحمى فى الاراك -**
জগ্ৰ সুরক্ষিত করা **قال ابيض : اراكة فى**
যাইতে পারে না। **حظارى، فقال النبى صلى**
আব-য়ায বলিলেন, **الله عليه وسلم : لاحمى**
পিলুর বন চতুর্দিকে **فى الاراك !**
আমার ক্ষেত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত, রছুল্লাহ (দঃ) বলি-
লেন, পিলুর বন সুরক্ষিত করা যাইতে পারে না।

ইমাম আবুউবায়দ এই হাদিছের ব্যাখ্যা
বলেন, নিজের দখলী জমিতে অবস্থিত পিলুর বাড়
সম্বন্ধে এই আদেশ প্রযোজ্য, অপরের জমিতে
উষ্ট্রের গমনাগমন সম্ভবপর হউক কি না হউক,
তাহা কেহ নিজের জগ্ৰ সুরক্ষিত করার দাবী করিতে
পারে না। †

উল্লিখিত হাদিছ ত্রয়ের সাহায্যে তিনটি বিষয়
সাব্যস্ত হয়। প্রথম, ‘আলকলা’ শুধু শাখাবিহীন তৃণকে
বুঝায় না, গাছ (الشجر) ও উহার অন্তর্ভুক্ত। পশুদের
ভোজ্য পিলু, বাবলা ও গরকদ প্রভৃতি বৃক্ষ এবং
ঘাস জাতীয় তৃণলতাদি সমস্তই ‘আলকলা’। দ্বিতীয়,
ওগুলির উপর জনসাধারণের অধিকার সমান,
কাহারো নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া পশুদের খাওয়া তৃণ-
লতাদি এবং বৃক্ষের উপর দাবী টিকিবে না। তৃতীয়
নিজের অধিকৃত ভূমিতে যদি পশুদের খাওয়ারূপী
তৃণ-জাতীয় ঘাস বা বৃক্ষাদি জন্মে, সেগুলির উপর
জমির মালিকের ব্যক্তিগত স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে না।

ইছলামজগতের প্রধানতম বিচারপতি কাযী
আবু ইউছফ বলেন : **لوان اهل قرية لهم مروج**

† আল্ আম্বওয়াল, ৩০১ পৃঃ ; আব্দাউদ (৩)
১৩৯ পৃঃ।

কোন নির্দিষ্ট গ্রামের
অধিবাসীবৃন্দের যদি
এরূপ কোন রম্না
(চারণভূমি) থাকে
যে স্থানে গ্রামবাসীরা
তাহাদের পশুপাল
চরায় এবং বাড় জঙ্গল
মল্কে -

হইতে জালানি কাষ্ঠ কঠম করে, তাহা হইলে উক্ত
চারণভূমিতে গ্রামবাসীদের সম্মিলিত অধিকার
বর্তাইবে, তাহারা উহা বিক্রয় করিতে পারিবে
এবং বংশানুক্রমে তাহারা উহার ওয়ারিছ থাকিবে,
ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর মাল্কেষের যেমন অধিকার,
গ্রামবাসীদের উক্ত রম্নার উপর সেই রূপ সম্মিলিত
অধিকার স্বীকৃত হইবে। **ليس لهم ان يمنعوا الكلاء**
কিন্তু তাহারা গ্রামের **ولا الماء، ولا اصحاب المراضى**
বাহিরের কাহাকেও **ان يرعوا فى تلك**
উক্ত চারণভূমির ঘাস **المروج ويستسقوا من**
ও উক্ত স্থানের— **تلك المياه -**

পানির ব্যবহার নিষেধ করিতে পারিবে না। যে
কোন পশুপালক উক্ত চারণভূমিতে আপন পশু-
পাল চরাইবার এবং উক্ত স্থানের জলাশয় হইতে
স্বয়ং পান করিবার এবং পশুদিগকে পান করাই-
বার অধিকারী হইবে। কিন্তু উক্ত গ্রামবাসীদের
যদি আপন পশুপাল **ولو لم يكن لاهل هذه**
চরাইবার অথ কোন **القرية الذين تكون لهم**
চারণভূমি না থাকে, **هذه المروج، وفى مملكتهم**
এবং অস্থানের পশু-
দের চরিবার এবং **موضع مسرح ومرعى**
অথ জায়গার লোক-
দিগের জালানি সং-
গ্রহ করার জগ্ৰ উক্ত **لدوابهم ومرأشيتهم وغيرهذه**
রম্না মুক্ত থাকিলে **المروج وكانوا**
যদি তাহাদের নিজে-
দের এবং তাহাদের **متى انزوا للناس فى**
পশুপালের পক্ষে ক্ষতির **رعى تلك المروج**
কারণ ঘটে, তাহা **والاحتطاب منها اضر ذلك**
بهم وبمرأشيتهم ودوابهم
كان لهم ان يمنعوا كل
من اراد ان يرعى فيها

হইলে তাহারা অথ **او يعتطب منها** - গ্রামের অধিবাসীবৃন্দকে পশু চরাইবার এবং জালানি সংগ্রহ করার কার্যে বাধা প্রদান করিতে পারে। *

ফলকথা ইচ্ছালামে ঘাসজাতীয় বৃক্ষসতাদি— সাধারণ সম্পদে (Common Property) পরিণত হইয়াছে। অবস্থান্তরে উহা সার্কজনীন সম্পদ বা নির্দিষ্ট জনপদের মিলিত সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই ওগুলির উপর ব্যক্তিগত অধিকার (Private right) সাব্যস্ত হইতে পারিবে না। কাছানি বলেন : **اما الكلاء الذي يثبت في ارض مملوكة فهو مباح غير مملوكة** - ঘাসজাতীয় তৃণ-লতাদি বৃক্ষসমূহ -

কাহারো নিজস্ব ভূমিতে উৎপন্ন হইলে সর্কসাধারণ তদ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে, উহার উপর ভূমির অধিকারীর মালিকানা স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে না। কিন্তু ভূমির মালিক **اذا قطعه صاحب الارض واخرج في ملكه** - উহার সমস্ত বা কিয়-দংশ কাটিয়া পৃথক করিয়া ফেলিলে কন্ডিত তৃণ তাহার সম্পদ বলিয়াই গণ্য হইবে। †

আমি বলিব যে, শুধু জমির মালিক নয়, যে কোন ব্যক্তি ঘাস জাতীয় বৃক্ষলতাদি কর্তন করিয়া লইবে, কর্তন ও পার্থক্যসাধনের পর উহা তাহার সম্পত্তিতে পরিণত হইবে এবং সে উহা বিক্রয় করিতে পারিবে, যেমন নদী, জলাশয় ও কূপ হইতে পানি তুলিয়া ভাণ্ডারে পূর্ণ করার পর উহা উত্তোলনকারীর নিজস্ব বস্তু বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহার বিক্রয় করার অধিকার জন্মে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে। যে ঘাস বা জালানি ঝাড় কোন ব্যক্তি রোপন করিয়া বা পানি সিঞ্চন করিয়া উৎপন্ন করিয়াছে, তাহাও কি সর্কসাধারণের সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে? হানাফী স্কুলের বিদ্বানগণ বলেন : রোপন ও সিঞ্চন দ্বারা যে **اذا سقاه قام عليه ملكه** - ঘাস বা ঐ জাতীয় বৃক্ষলতাদি উৎপন্ন হয়, রোপন-

কারীর স্বত্ব সেগুলির উপর সাব্যস্ত হইবে। কিন্তু হাদিছের প্রকাশ্য অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাছানি বলেন যে, প্রকাশ্য **الصحيح جواب ظاهر الرواية لان الاصل فيه هو الاباحة** - রেওয়াজতে এই প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া হই-

য়াছে, তাহাই সঠিক, কারণ 'আলকলা'র জন্ত মূলতঃ সার্কজনীন অধিকার প্রমাণিত হইয়াছে। *

তৃণজাতীয় উদ্ভিদের অবস্থা ঠিক পানির গ্রায় অর্থাৎ কাহারো অধিকৃত স্থানে পানির কূপ বা জলাশয় থাকিলে যে রূপ তৃণার্ন্ত নরনারী ও পশু-দিগকে জলাশয়ের মালিক পানি দিতে বা তাহাদিগকে পানির নিকট যাইতে দিতে বাধ্য, ঠিক সেইরূপ কাহারো অধিকৃত ভূমিতে যদি তৃণজাতীয় উদ্ভিদ জন্মিরা থাকে এবং পশুদের খাতের অপূর্ণ কোন চারণভূমি না থাকে, তাহা হইলে গবাদি পশুকে তাহার ভূমিতে প্রবেশ করিতে দিবার অথবা ঘাস কাটিয়া পশুপালকদের হস্তে সমর্পণ করাইবার জন্ত জনসাধারণ ভূমির মালিককে বাধ্য করিতে পারে এবং সে সম্মত না হইলে জনসাধারণ আপন অধিকারের প্রতিষ্ঠাকল্পে বলপ্রয়োগ করিলে অপরাধী হইবেন।

চারণভূমি ছাড়া যে সকল জলাভূমিতে নল-খাগড়ার বন জন্মে এবং যাহা আরাবী ভাষায়— **(نيسنان ابي)** আর ফা'ছিতে **(اجام)** নামে কথিত হয়, তাহার উৎপন্ন উদ্ভিদের উপর ঘাসজাতীয় তৃণাদির গ্রায় সমানাধিকার নীতি প্রযুক্ত হইবেনা বলিয়া কাশী আবু ইউছফ ও কাছানি প্রভৃতি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কাশী ছাহেব বলেন নলবনগুলি রমনার গ্রায় নহে, ব্যক্তি বিশেষের অধিকৃত নলবনের **وليس الاجام كالمروج** জালানি ও খাগড়া **ليس لاحد ان يعتطب من اجمة احد الا باذنه** মালিকের অনুমতি **فان فعل ضمن** - ছাড়া কেহ কর্তন

করিতে পারেনা, করিলে ক্ষতিপূরণ দিষ্ট হইবে। † কাশী ছাহেব ইহার কারণস্বরূপ বলিয়াছেন যে, রমনা

* আল্ খিরাজ, ১২২-১২৪ পৃ:।

† আল্বাদায়ে।

* আল্বাদায়ে।

† কিতাবুল খিরাজ, ১২৩ পৃ:।

বা চারণভূমির কেহ ব্যক্তিগতভাবে মালিক হইতে পারেনা কিন্তু খাগড়াবনের মালিক থাকিতে পারে এবং জমির মালিকের অপরকে তাহার অধিকৃত স্থানে প্রবেশ নিষেধ করার অধিকার রহিয়াছে। কাছানি বলেন, জালানিকাঠ ও খাগড়া নলবনের মালিকের অধিকার-
لان العطب والقصب مملوكان
ভুক্ত। মালিক স্বয়ং يذبتان
জন্মাইবার চেষ্টা না على ملكه
করিলে তাহার—
منه الانبات اصلا -

অধিকৃত জমিতেই ওগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। নল-খাগড়া বনের উদ্ভিদ সর্কসাধারণের সম্পদরূপে গণ্য না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাহারো অধিকৃত বস্তু—হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহাও মালিকের অধিকারভুক্ত,—ইহাই হইতেছে এ সম্পর্কে মূলনীতি। অবশ্য কতক من يكون اصل ان المملوك مملوكا الا ان الاباحة في بعض الاشياء تذهب على مخالفة الاصل بالشرع, এবং সেগুলির ব্যবহার والشرع ورد بها في اشياء مخصوصة, فيقتصر بها - সর্কসাধারণের জ্ঞান বৈধ করিয়াছে। কিন্তু শরিআতের অনুমতি সীমাবদ্ধ, সুতরাং সমানাধিকারের নীতিও কেবল উল্লিখিত বস্তুসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

উল্লিখিত আলোচনার সাহায্যে প্রতীয়মান হয় যে, নলখাগড়ার বনকে তৃণজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে গণ্য করা হয় নাই, তৃণজাতীয় বলিয়া স্বীকৃত হইলে উহার জ্ঞান পৃথক ব্যবস্থা সম্বন্ধ হইতনা এবং নলখাগড়ার উপরও সমানাধিকারের নীতি প্রযোজ্য হইত।

তৃণজাতীয় উদ্ভিদের সমানাধিকার লইয়া একদল বিদ্বান মতভেদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বিরাট প্রান্তর, পাহাড় এবং অনিধিকৃত ভূখণ্ড অর্থাৎ যে সকল স্থান সকলের অধিগম্য, সেই সকল স্থানে যে সকল গাছগাছড়া قيل : المراد بالكلاء هنا هو الذي يكون في المواضع
জন্মে, শুধু সেইগুলি

সকল মানুষ সমান المباحة كالودية والجبال
দাবীতে ব্যবহার—
والاراضى التى للمالك
করিতে পারিবে এবং لها، واما ما كان قد احرز
যে ব্যক্তি কাটিয়া পৃথক بعد قطعه فلا شركة فيه -
করিয়া নইবে, সেই واما النبات فى الارض
উহার মালিক বলিয়া المملوك والمتحجرة فففيه
গণ্য হইবে। কিন্তু خلاف : فليل مباح مطلقا
কাহারো অধিকৃত ও وقيل تابع للارض فيكون
পরিবেষ্টিত ভূমিতে—
حكمه حكمها -

উৎপন্ন তৃণজাতীয় উদ্ভিদ জমির মালিকের বিনামূল্যে মতিতে কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না; অপর পক্ষের সিদ্ধান্ত এই যে, অধিকৃত ও অনধিকৃত সকল প্রকার ভূমিতে উৎপন্ন তৃণজাতীয় উদ্ভিদ জমির মালিক ও অথ ব্যক্তি তুলাধিকারে ব্যবহার করিতে পারিবে। †

আমি বলিব, অনধিকৃত জমি পরিত্যক্ত আমি বলিব, অনধিকৃত জমি পরিত্যক্ত
(عامى) বা মৃত (موات) যাহাই হউক না কেন, যাহার কেহ মালিক নাই, তাহা সর্কসাধারণের বা ষ্টেটের সম্পদ এবং তাহাতে উৎপন্ন সকল—প্রকার উদ্ভিদ ও ফলমূল সকলেই ভোগ করার অধিকারী। শুধু এই শ্রেণীর জমির উৎপন্ন তৃণজাতীয় উদ্ভিদে সমানাধিকারের নীতি সীমাবদ্ধ করার কোন অর্থ হয় না। কাযী আব্বাইউছফ বলিয়াছেন :
فان لم تكن فى تلك
বনের কেহ মালিক لاحد ملك، فلا بأس ان
নাই, সে স্থান হইতে يحتطب منه جميع الناس
সকলেই জালানিকাঠ ولا بأس ان يحتطب مالم
সংগ্রহ করিতে পারে। يعلم انه له مالكا وكذلك
অথবা যে জমির কেহ الثمار فى الجبال والمروج
মালিক আছে কিনা، والودية من الشجر مالم
তাহা জানা নাই, সে يغرسه الناس - ولا بأس
জমি হইতেও জালানি بان ياكل من ثمارها
সংগ্রহ করায় দোষ ويتزود مالم يعلم ان ذلك
নাই। পাহাড়, চারণ فى ملك انسان وكذلك
ভূমি ও প্রান্তরের ফল- العسل يوجد فى الجبال

মূল সন্থকেও এই— **والغياض فلا بأس ان ياكله**— ব্যবস্থা। অর্থাৎ কাহারো রোপিত না হইলে বা রোপনকারী কেহ আছে কিনা, অথবা ওগুলি— কাহারো অধিকারভুক্ত কিনা, তাহা জানা না থাকিলে সকলেই ভক্ষণ ও সংগ্রহ করার অধিকারী হইবে। এইরূপ পাহাড়ে ও জঙ্গলে যে মধু পাওয়া যায়, তাহাও সকলেই খাইতে পারে। *

অনধিকৃত জমি, মাঠ, পাহাড় ও চারণভূমি প্রভৃতির জালানি, ফলমূল এবং মধু প্রভৃতি সকলের উপভোগ্য স্তরাং তৃণজাতীয় উদ্ভিদের বেলাতেও এই নির্দেশের মধ্যে কোন ব্যতিক্রম থাকিতে পারে না এবং হাদিছে নির্দ্ধারিত রূপে তৃণজাতীয় উদ্ভিদ বা ‘আলকলা’কে সাধারণ সম্পদে পরিণত করার কোন সার্বিকতা থাকে না। অতএব হাদিছের প্রকাশ অর্থ অমুসারে উহার সমানাধিকার অধিকৃত ও অনধিকৃত উভয় প্রকার জমির ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের উপর প্রযুক্ত হইবে। পরবর্তী আহলেহাদিছ-গণের অন্ততম ইমাম কাযী শওকানির মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছে, তাই তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন : পানি ঘাস ও আশ্বনের উপর সমানাধিকার সাব্যস্ত হইবার হাদিছগুলি সাম্মলিত ভাবে উক্ত বস্তুত্রয়ের জগ্ন সাধারণ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, স্তরাং নির্দ্ধিষ্ট দলিল ব্যতীত উক্ত সাধারণ নির্দেশের মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটিতে পারেনা এবং বস্তুত্রয়ের কোন একটিকে কোন অবস্থাতেই সাধারণ নিয়মের বশিভূত বিবেচনা করা যাইতে পারে না। কোন মুছলমানের

সম্পদ বতক্ষণ পর্য্যন্ত সে যেচ্ছায় দান না করে, অপর মুছলমানের জগ্ন হালাল নয়—ইত্যাকার ব্যাপক মর্মের হাদিছের সাহায্যে উল্লিখিত সার্বিকজনীন নির্দেশকে সঙ্কোচিত করা যাইতে পারে না। পানি, ঘাস ও আশ্বন—এই তিন বস্তুর কোন একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় যে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হইতে পারে, সর্বাগ্রে তাহার প্রমাণ দিতে হইবে, তবেই ব্যাপক হাদিছের নির্দেশ প্রযুক্ত হইবে। *

الآشـوان

পানি ও ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের ত্রায় আশ্বন-কেও রহুলুল্লাহ (দঃ) সাধারণ সম্পদ রূপে গণ্য করিয়াছেন।

আশ্বনের ব্যাখ্যা :—

শাইখ মোহাম্মদ তাহের পট্টনী তাহার হাদিছ-কোষে লিখিয়াছেন, **الشجر الذي يحتطبه الناس فيرقدونه** ইফ্ফন রূপে যে বৃক্ষ

লোকেরা প্রজ্জলিত করে, তাহাকে আশ্বন বলা হয়। * আল্লামা কাছানি বলেন, আশ্বন এমন পদার্থের (Substance) **النار اسم الجوهر مضمي دائم محركة علرا**— নাম, যাহা সকল সময়ে

উর্দ্ধ মুখে গতিশীল থাকে। † কেহ কেহ বলেন আশ্বন জালিবার যে **الحجارة التي تروى النار اذا كانت في مرات الارض**—চকমাক (Flint), অনধিকৃত ও অনাবাদি ইলাকায় পাওয়া যায়, হাদিছে বর্ণিত আশ্বন দ্বারা তাহাই বুঝাইবে। *

বর্ণিত ত্রিবিধ অর্থের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থ অমুসারে আশ্বনে সমানাধিকার সাব্যস্ত হওয়া সন্থকে বিধানগণের মধ্যে মতভেদ নাই। কাছানি বলেন : যে আশ্বন জালিয়াছে, **ليس لمن اوقدها ان يمنع غيره من الاصطلاء بها** তাহার অপর ব্যক্তিকে আশ্বন তাপিবার কার্যে **لان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الشراكة فيها**— নিষেধ করার অধিকার নাই। কারণ রহুলুল্লাহ (দঃ) আশ্বনে সকলের—

* নাযলুল আশ্বতার, (৫) ২৫০ পৃঃ।

† মজ্জমাউলবিহার (১) ১৮২ পৃঃ।

‡ আলবাদায়ে।

* কিতাবুল খিরাজ, ১২৪ পৃঃ।

অধিকার বলবৎ রাখিয়াছেন। *

আগুন তাপিব্যবস্থা শুধু দৃষ্টান্তরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, অগ্নির প্রজ্জ্বলিত আগুন হইতে সকলেই উত্তাপ ও আলোক গ্রহণ করার অধিকারী এবং তজ্জন যে আগুন জালিয়াছে সে অগ্নির নিকট হইতে মূল্য আদায় করিতে পারিবেন না। কোন ব্যক্তি তাহার শ্রম যদি অগ্নির প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা হইতে কিংবা— তাহার উনান অগ্নির প্রজ্জ্বলিত উনান হইতে জ্বালাইয়া লইতে চায়, তাহাকে নিষেধ করা চলিবে না।

এইরূপ অনধিকৃত স্থান হইতে যদি কেহ চকমাকের হুড়ি সংগ্রহ করে, তজ্জন তাহাকে নিষেধ করা হইবে না।

কিন্তু আগুনের অর্থ যদি ইন্ধন (কাঠ, পাথর-কয়লা বা কেরোসিন) ধরা যায়, তাহা হইলে মুশকিল! প্রজ্জ্বলিত হতাশনে সকলেরই অধিকার আছে, কিন্তু একজনের সংগৃহীত কাঠ, পাথর কয়লা ও কেরোসিনে অপরের দাবী কি করিয়া স্বীকৃত হইবে? কাঠ, কয়লা ও কেরোসিন মৌলিকভাবে সাধারণ সম্পদ রূপে সাধারণতঃ গৃহীত হইলেও সংগ্রহ করার পর সংগ্রহকারী ছাড়া অপর কোন ব্যক্তি উল্লিখিত বস্তুসমূহের অধিকারী হইতে পারে না। আল্লামা কাছানি বলেন : জলন্ত অঙ্গার আগুন নয়, উহা মালিকের অধি-
فاما الجمر فليس يذار
وهو مملوك لصاحبه، فله
حق المنع كسائر املاكه -
তাহার অন্তর্গত সম্পদের গ্রায সে উহার ব্যবহার নিষেধ করার অধিকারী।

হজ্জাতুল ইছলাম দেহলভী এ প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা শেষ করিতেছি। রহুলুগাহ
قال صلى الله عليه وسلم :
(দঃ) বলিয়াছেন,
المسلمون شركاء في ثلاث :
তিনটা জিনিষে সকল
محللमान परम्परेर
शरिक, यथा पानि, तृण
في الماء والكلاء والنار -
اقول يئانك استعجاب

জাতীয় উদ্ভিদ এবং
المراسات في هذه فيما
আগুন। আমি বলিতে
كان مملوكا، وما ليس
চাই, যে পানি, তৃণ
بمملوك امره ظاهر -

বা আগুনে ব্যক্তিগত অধিকার সাব্যস্ত, তাহার মধ্যেই অত্যাগ মুছলমানকে শরিক করিয়া তাহাদের সহিত সন্যবহারের সমীচীনতাকে দৃঢ়ীভূত করা হইয়াছে আর যে পানি, তৃণ বা আগুন কাহারো অধিকৃত নয়, সে সম্পর্কে শরিআতের নির্দেশ সুস্পষ্ট।*

ইছলামি অর্থনীতির যে সকল সূত্রে সমানাধিকারের নীতি বলবৎ রাখা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা মোটামুটি ভাবে অণু সমাপ্ত হইল। আল্লাহর তওফিক ও সাহায্য সহচর থাকিলে ক্রমশঃ অপরাপর সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব। আমার প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলি যে অবিসম্বাদিত ও নিভুল একরূপ দাবী আমার নাই। ইছলামি অর্থনীতি সম্পর্কে আমাদের জাতীয় ও মাতৃ ভাষার সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ নাই, আরাবী সাহিত্যে যাহা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা এত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত যে বৈজ্ঞানিক রীতিতে এক ব্যক্তির পক্ষে উহার চয়ন ও সম্পাদন এক দুর্লভ ব্যাপার, অথচ পাকিস্তান কায়েম হইবার পর, বিশেষতঃ গণপরিষদে উদ্দেশ্য প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর ইছলামি অর্থনীতির স্বরূপ ও আকৃতি সম্বন্ধে অমুসলমানে প্রবৃত্ত না হওয়া জাতীয় অপরাধের অন্তর্গত। যোগ্য ব্যক্তিদের নিশ্চেষ্টতার দরুণ একদল অনভিজ্ঞ ইছলামের অর্থনৈতিক আদর্শ ও ব্যবস্থার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করিতে চাহিতেছেন এবং বিজাতীয় নিরীশ্বরবাদী আর্থিক ব্যবস্থা মুছলমানদের ঘাড়ে চাপাইবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। যাহাতে ইছলামি অর্থনীতির মৌলিক গবেষণার কার্য অবিলম্বে আরম্ভ হয়, পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজকে তজ্জন প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে বহুরূপী অক্ষমতা সত্ত্বেও এই শ্রম স্বীকার করা হইতেছে।
دادیم ترا زنگج مقصود نشان
گرم! نوسیدیم ترشاید برسی!

শুল্ক বিভাগীয় হয়রানি বন্ধ

(৪) শুল্ক কর্তৃপক্ষ বাস্তত্যাগীদিগকে কোন রকমে হয়রানি করিতে পারিবেন না। এই ব্যবস্থা যাহাতে কার্যকরী হয় তজ্জগৎ এক রাষ্ট্রের প্রত্যেক গুণ্ধকেন্দ্রে অপর সরকারের যোগাযোগ-রক্ষা অফিসার থাকিবেন।

স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যবস্থা—

(৫) বাস্তত্যাগীর স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে কোনরকম রদবদল করা চলিবে না।—
 তাঁহার অধুপস্থিতিকালে সেই সম্পত্তি যদি অপর কেহ দখল করিতে থাকে তবে ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিলে সেই সম্পত্তি সেই বাস্তত্যাগী মালিককেই ফিরাইয়া দিতে হইবে। বাস্তত্যাগী যদি আবাদী চাষী বা প্রজা হন, তবে সেক্ষেত্রে ৩১শে ডিসেম্বরের (১৯৫০) মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহাকে উহা ফিরাইয়া দিতে হইবে। তবে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে সরকার যদি মনে করেন যে, বাস্তত্যাগীকে তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া অসম্ভব তবে সে সম্পর্কে পরামর্শের জগৎ তাহা উপযুক্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজের কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেও সরকার যদি তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া মনে করেন তবে সরকার তাঁহার পুনর্কসতির ব্যবস্থা করিবেন।

(৬) কোন বাস্তত্যাগী যদি স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে না চাহেন তবে সেই সম্পত্তির—
 মালিকানা তাঁহারই থাকিবে এবং বিক্রয় বা অপর দেশের বাস্তত্যাগীর সঙ্গে বিনিময় করিয়া লইবার বা অগৎ যে কোন প্রকার বিলি ব্যবস্থা করিবার পূর্ণ অধিকার তাঁহার থাকিবে। সম্পত্তির ট্রাস্ট হিসাবে কাজ করিবার জগৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের তিনজন প্রতিনিধি লইয়া এক কমিটি গঠন করা হইবে এবং সরকারের একজন প্রতিনিধি এই কমিটির সভাপতি থাকিবেন। প্রচলিত আইন—
 অধুসারে বাস্তত্যাগীর সম্পত্তির রাজস্ব আদায়ের

অধিকার এই কমিটির থাকিবে।

এইরূপ কমিটি গঠনের জগৎ পূর্ববন্ধ, পশ্চিমবন্ধ, আসাম ও ত্রিপুরা সরকার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিবেন।

প্রাদেশিক বা উপরাষ্ট্র সরকার জেলা কর্তৃপক্ষ বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে কমিটির কার্যভার সম্পাদনে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবার নির্দেশ দিবেন।

১৯৫৭-এর ১৫ই আগষ্টের পরের বাস্তত্যাগীদের সম্পর্কে প্রস্তাব—

যে সকল বাস্তত্যাগী সাম্প্রতিক হাঙ্গামার পূর্বে কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পরে পূর্ববন্ধ হইতে ভারতের যে কোনও স্থানে আশিয়াছেন অথবা পশ্চিমবন্ধ, আসাম ও ত্রিপুরা হইতে পাকিস্তানের যে কোন অংশে গিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রেও এই অহুচ্ছেদের ধারাগুলি প্রযোজ্য হইবে।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দরুণ অথবা ভয়ে যাহারা বিহার ছাড়িয়া পূর্ববন্ধে গিয়াছেন তাঁহাদের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য হইবে।

(গ) পূর্ববন্ধ এবং পশ্চিমবন্ধ, আসাম ও—
 ত্রিপুরা সম্পর্কে উভয় সরকার নিম্নোক্ত বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন—

(১) উভয় সরকারই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার জগৎ চেষ্টা করিয়া যাইবেন এবং হাঙ্গামা যাহাতে পুনরায় না ঘটে তজ্জগৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

(২) যাহারা ধনপ্রাণ বিনষ্ট করার বা অপর কোন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে তাহাদের শাস্তি দিতে হইবে।

পুনঃ পুনঃ হাঙ্গামা হইতে থাকিলে এবং প্রয়োজন হইলে পাইকারী জরিমানা ধাৰ্য করা হইবে।
 তুষ্কতকারীদিগকে দ্রুত শাস্তিদানের জগৎ প্রয়োজন হইলে বিশেষ আদালত স্থাপন করা হইবে।

(৩) লুপ্তিত দ্রব্য উদ্ধারের জগৎ উভয় সরকারই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

(৪) অপহৃত নারীর উদ্ধারকার্যে সাহায্য করিবার জগৎ সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি লইয়া

অবিলম্বে একটি এজেন্সী গঠন করা হইবে।

(৫) বলপূর্বক ধর্মাস্তরিত করার কার্য স্বীকৃত হইবে না, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকালে যাহাদিগকে ধর্মাস্তরিত করা হইয়াছে তাহাদিগকে বলপূর্বক ধর্মাস্তরিত করা হইয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইবে। যাহারা ধর্মাস্তরিত করিয়াছে তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইবে।

(৬) সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণ এবং ব্যাপকতা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্ত অবিলম্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ হাঙ্গামা না ঘটে তাহার জন্ত কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা সরকার কমিশন সে বিষয়েও সুফারিশ করিবেন। হাইকোর্টের কোন বিচারপতি ইহার সভাপতি হইবেন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের আস্থাভাজন ব্যক্তিরাই ইহার সদস্য থাকিবেন।

(৭) সংবাদপত্র, বেতার, ব্যক্তিবিশেষ বা—প্রতিষ্ঠান বিশেষ দ্বারা অতিরঞ্জিত সংবাদ বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগ্রত হইতে পারে এরূপ উক্তির প্রচার বন্ধ করার জন্ত দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যাহারা এই বিষয়ে দোষী হইবে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

(৮) এক রাষ্ট্রে অপর রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অঞ্চল-তার বিরুদ্ধে প্রচার এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের প্ররোচনা যোগাইতে পারে এরূপ প্রচার বন্ধ করিতে হইবে। ব্যক্তি বিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠান এরূপ প্রচারে নিযুক্ত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে দ্রুত এবং কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(ঘ) চুক্তির (গ) অমুচ্ছেদের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭ ও ৮ ধারা সাধারণভাবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ভারত বা পাকিস্তানের যে কোনও অংশে প্রযোজ্য।

(ঙ) বাস্তবতাগীরা যাহাতে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে তাহাদের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্ত উভয় সরকার নিম্নোক্তরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

(১) যতদিন প্রয়োজন হইবে, ততদিন বাস-করার জন্ত উভয় সরকার একজন করিয়া মন্ত্রী অপর রাষ্ট্রে প্রেরণ করিবেন।

(২) পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও আসামের মন্ত্রিসভায় একজন করিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইবে; পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে একটি করিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠদলের কমিশনও গঠিত হইবে।

সংখ্যালঘু কমিশন গঠন

(চ) পূর্বোক্ত (ঙ) অমুচ্ছেদে বর্ণিত উপদ্রুত অঞ্চলে দুইজন মন্ত্রীর অবস্থানের ব্যবস্থা ছাড়াও এই চুক্তি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে উভয় সরকার পূর্ববঙ্গে ও আসামে একটা করিয়া সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই কমিশন নিম্নোক্ত প্রকারে গঠিত হইবে এবং তাহার কার্যক্রম নিম্নোক্তরূপ হইবে—

(১) প্রত্যেক কমিশনে একজন প্রাদেশিক মন্ত্রী থাকিবেন এবং তিনিই ইহার সভাপতি হইবেন। পূর্ববঙ্গ, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের পরিষদে সংখ্যালঘিষ্ঠদের যে সকল প্রতিনিধি আছেন তাহাদের মধ্য হইতেই মনোনীত একজনকে ঐ প্রদেশের কমিশনে লওয়া হইবে এবং অল্পরূপভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠদেরও একজন প্রতিনিধি কমিশনে গ্রহণ করা হইবে।

(২) ভারত ও পাকিস্তানের দুইজন মন্ত্রী কমিশনের যে কোনও বৈঠকে যোগ দিতে পারিবেন, এই চুক্তি সন্তোষজনকভাবে কার্যকরী করিবার জন্ত উভয় রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য প্রয়োজন বোধ করিলে যে কোনও একটি বা দুইটি সংখ্যালঘিষ্ঠ কমিশনের মিলিত বৈঠক আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৩) যথাযথভাবে কার্য পরিচালনার জন্ত—প্রত্যেক কমিশনই কর্মচারী নিযুক্ত করিতে এবং নিজেদের কার্যক্রম নিদ্বন্দ্বিত করিতে পারিবেন।

(৪) প্রত্যেক কমিশন বিভিন্ন জেলায় সংখ্যালঘিষ্ঠদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবেন। ১৯৪৮ সালের আন্তঃভোমিনিয়ন চুক্তি অনুসারে

গঠিত সংখ্যালঘিষ্ঠ বোর্ডের মধ্যস্থতায় প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া ক্ষুদ্র কার্যালয় থাকিবে।

(৫) আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তি অনুসারে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে গঠিত সংখ্যালঘিষ্ঠ বোর্ডের স্থান উক্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ কমিশন গ্রহণ করিবেন।

(৬) উভয় কেন্দ্রীয় সরকারের দুইজন মন্ত্রী প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে বাল্‌কি-বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন।

(৭) সংখ্যালঘিষ্ঠ কমিশনের কার্যাবলী এই রূপ হইবে: (ক) এই চুক্তি কাঙ্ক্ষিত করা হইতেছে কিনা তাহা দেখা এবং তৎসম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করা কোথাও চুক্তিভঙ্গ করা হইয়াছে কিনা এবং চুক্তি পালনে অবহেলা করা হইতেছে কিনা তাৎপ্রতিও ইহার লক্ষ্য রাখিবেন। (খ) তাঁহাদের চুক্তিগত অনুসারে বিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তৎসম্পর্কে পরামর্শ দিবেন।

(৮) প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক কমিশনকে প্রাদেশিক সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে। সেই সঙ্গে তাঁহাদের রিপোর্টের অনুলিপি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দুইজন সদস্যের নিকট প্রেরণ

করিতে হইবে

(৯) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রিগণ কমিশনের রিপোর্টে সম্মতি দিলে ভারত ও পাকিস্তান সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ নিজ নিজ রিপোর্টে যতটা প্রয়োজ্য ততটা কাঙ্ক্ষিত করিবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদ্বয়ের মধ্যে মতভেদ হইলে বিষয়টি ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের নিকট পেশ করিতে হইবে। হয় তাঁহারা নিজরাই তাহার মীমাংসা করিবেন আর না হয় মীমাংসার জগ উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

(১০) ত্রিপুরা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদ্বয়— এক কমিশন গঠন করিবেন এবং চুক্তি জল্পনাবে কমিশনের নিরীকৃত কাঙ্ক্ষিত তাহার উপর ভরণ করিবেন। (১১) অন্তর্ভুক্ত উল্লিখিত সময় উদ্বর্তন হইয়া গেলে সংখ্যালঘিষ্ঠ কমিশনের কাঙ্ক্ষিত সম্পাদনের জগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদ্বয় উপযুক্ত সংস্থা গঠনের চুক্তিগত করিবেন।

এই চুক্তি দ্বারা সংশোধিত না হইলে ১৯৮ সালের আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তিও বহাল থাকিবে।



জাগ্‌রে বেহুস নওজোয়ান

আবুল্লাহ আতীজ ওহাবেছী

ঘুমের সময় নাইরে এখন, জাগ্‌রে বেহুস নওজোয়ান,
আর বক্তকাল গাফেল থেকে হারাবি তোরা কীর্তিমান?
দূর অতীতের স্বপন দেখে লাভ কি আছে, বল না বল?
সে স্মৃতিভার বৃকে নিয়ে সম্মুখ পানে এগিরে চল।
বার বলে তুই করলি শাসন এই বিপুল বিস্বধান
সেই ক্রমান আর সেই বাজুর বল আবার তোরা ফিরিয়ে আন।
চাই না আজি বাক্যবাগীশ, চাই শুধুরে কর্মবীর
অস্তুরে বার তওহিদ-মন্ত্র, আলীর মত উচ্চ শির।
ভয় ভাবনা নাশ করি চল, বীরকেশরী নবীন দল,
আজাহ আছেন সাথী মোদের, কোরআন মোদের বাহুর বল।

‘তজ্জু’মানের যুক্ত-সংখ্যা :

এবারে জুমাদিল আখেরা ও রজবুল মুরাজ্জবের ‘তজ্জু’মানুলহাদিছ’ একসঙ্গে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রধান কারণ সম্পাদকের শারীরিক অযোগ্যতা। তাহার পুরাতন পীড়ার বিগত কয়েকমাস হইতে ঘন ঘন প্রাণান্তকর আক্রমণের ফলে মাসিক নানাধিক দশদিন করিয়া তাহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। পক্ষান্তরে ইছলামি দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির সমন্বয়যোগী ব্যাখ্যার জ্ঞান আমরা গোড়াগুড়ি হইতে পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যিক ও মনীষীমণ্ডলীর যে সহযোগ প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছিলাম, আমাদের সে আশা আজো ফলবতী হয় নাই। সুতরাং সাময়িক প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিনামা প্রবন্ধ সম্পাদককেই তাহার রোগ শয্যায় বসিয়া লিখিতে এবং সম্পাদকীয় অগ্রাগ্র করণীয়গুলিও অধিকন্তুভাবে সম্পন্ন করিয়া যাইতে হয়। ইহার ফলে বিগত দুইমাস হইতে ‘তজ্জু’মান’ নিয়মিতরূপে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। পত্রিকার প্রচার নিয়মিত করার বাসনায় প্রায় দেড়গুণ কলেবরে আমরা ‘তজ্জু’মানের দুই সংখ্যা যুক্তাকারে বর্তমান মাসে প্রকাশ করিতেছি। আশা করি আমাদের উদ্দেশ্য সহায়ত্বের যোগ্য বিবেচিত হইবে।

বন্ধুগণের কাছে আশ্রয় :

জম্ভিয়তে আহলেহাদিছের সভ্য ও হিতৈষী-বৃন্দ এবং বন্ধুবান্ধব জম্ভিয়তের সভাপতি ও ‘তজ্জু’মানের সম্পাদকরূপে এই দীন খাদিমকে সভাসমিতি উপলক্ষে এবং ফতওয়া ফারায়েষ ও অগ্রাগ্র বহুরূপী প্রয়োজনের তাকিদে অনেক চিঠিপত্র লিখিয়া থাকেন। পত্রের জওয়াব লেখা নৈতিককর্তব্য, কিন্তু স্বাস্থ্য ও সময়ের অপ্রতিকূলতার জন্ম এই কর্তব্য সমাধা করা সম্পাদকের পক্ষে সম্ভবপর নয় আর

সভাসমিতিতে যোগদানের কথা প্রশ্নের সম্পূর্ণ-বহির্ভূত। হতভাগ্য খাদিমের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বন্ধুগণ পত্রাদি ব্যবহার করিলে তাঁহারা ও আমরা উভয়েই উপকৃত হইতে পারিব।

পাক-ভারত শান্তি-চুক্তি :—

মুষ্টিমেয় স্বস্থ-বৃদ্ধি সম্পন্ন লোক ব্যতীত ভারত-রাষ্ট্রের বৃহত্তম সমাজ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বভাষ স্বরূপ সারা ভারতের বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গালা, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের নগর নগরী ও পল্লী অঞ্চলের অসহায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুছলমান সম্প্রদায়কে সম্মুখে নিশ্চিহ্ন, নির্বাসিত ও সর্বস্বান্ত করার দুর্ভিসন্ধিতে বিগত জানুয়ারী হইতে তাঁহাদের উপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড, পাশবিক অত্যাচার, অগ্নিকাণ্ড, লুণ্ঠন ও উৎসাদনের নারকীয় উৎসব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল এবং তাহার অগ্রায় ও অসং প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলেও অশান্তি ও উপদ্রবের আগুন জলিয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে উভয় রাষ্ট্রে কোটা কোটা মানব সন্তানের জীবন, স্বাধীনতা ও ধনসম্পদ এবং নবগঠিত রাষ্ট্রায়ের শাসন শৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব সভায় পাক-ভারতের মর্যাদা বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম ঘটয়াছিল। মানবত্বের দুর্পনেষ কলঙ্ক এবং আত্মঘাতী আচরণের ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করিয়া যখন উভয় রাষ্ট্রের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নাগরিকগণ গভীর উদ্বেগ ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন, ত্তিক সেই স্ট মুহূর্তে আত্মগৌরব ও প্রেস্টিজের অবান্তর প্রথকে তুচ্ছ করিয়া পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎআলি খান ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং পাক-ভারতের কোটা কোটা মানব সন্তানকে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও অপরিমিত লাঞ্ছনার শয়তানি কবল হইতে উদ্ধার করার জন্ত উভয়

রাষ্ট্রের বিক্ষুব্ধ ও উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে প্রশান্ত ও স্বশী-
তল করার দৃঢ় সম্বল লইয়া সদল বলে দিল্লী উপস্থিত
হইলেন। ২রা এপ্রিল হইতে ৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত
গুরুতর সমস্যাগুলির সকল দিক গভীরভাবে তলা-
ইয়া এবং ভারত মন্ত্রী-সভার সভাবন্দ ও সরকারী
কর্মচারীগণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া এবং
সকল কথা আন্তরিকতার সহিত আলোচনা করিয়া
সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সমস্যার সমাধানকল্পে উভয় রাষ্ট্রের
প্রধানমন্ত্রীদের এক চুক্তিপত্রে সমবেত ভাবে স্বাক্ষর
করিয়াছেন। চুক্তিপত্রের অস্থি:পি 'তজু'মানের
পৃষ্ঠায় আদ্যোপান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। চুক্তি সম্পর্কে
আমাদের অভিমত ব্যক্ত করার পূর্বে উভয় রাষ্ট্রের
প্রধানমন্ত্রীদের প্রচেষ্টা যে বিফল হয় নাই এবং
তাহারা মোটের উপর সম্মিলিত ভাবে যে কতক-
গুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পরিয়াছেন, তজ্জন্ম
আমরা সম্প্রথম আল্লাহর শোকর আদা করি-
তেছি। অতঃপর পণ্ডিত জওয়াহেরলালকে তাহার
আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টার জন্ম ধন্যবাদ এবং পাক-
প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক শাস্তি অভিযানের জন্ম
তাঁহাকে যুবরক্ববাদ জ্ঞাপন করিতেছি আর বলিতেছি

اجرش دهد خدائے که کردست یاروی
باں کساں که یاور و نا سرندا شتد اند!

একটা প্রশ্ন :—

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের ধন প্রাণ, সংস্কৃতি,
ব্যক্তিগত মর্যাদার পূর্ণ নিরাপত্তা, তাঁহাদের ধর্ম-
চরণের স্বাধীনতা, সকল বিভাগে বৃষ্টি গ্রহণের অধি-
কার এবং চলাফেরার স্বাধীনতা সম্পর্কিত মৌলিক
অধিকার গুলি ভারতের শাসনতন্ত্রে এবং পাকিস্তান
গঠনতন্ত্রের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবে বহু পূর্বেই স্বীকৃত এবং
জনগণের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছিল।
এক্ষণে প্রশ্ন এট যে, উভয় রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট
কর্তৃক বিধোষিত বিশ্ব-বিশ্রুত মৌলিক অধিকার
হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজ বঞ্চিত হইলেন কেন?
এই প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত লিয়াকৎ-নেহরু
শাস্তি চুক্তির সার্থকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া
যায় না। যেসকল কারণপরম্পরায় মৌলিক অধি-

কারের (Fundamental Rights) প্রতিশ্রুতি অতীত
ও বর্তমানে বার্ষিক্য পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেগুলির
মূলোচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত সাম্প্রতিক চুক্তিও যে
ভবিষ্যতে শূন্যগত প্রতিপন্ন হইবে না, পাক ভারতের
জনমণ্ডলী সে সম্বন্ধে আশঙ্ক হইবেন কেমন করিয়া?

فان كنت لادری فتاك مصیبة

وان كنت ندری فالمصیبة اعظم!

চুক্তির গুরুত্ব :—

কিন্তু খোদানাতায়া সাম্প্রতিক চুক্তি ব্যর্থ-
তায় পরিণত হইলেও উহার প্রকৃত মূল্য ও গুরুত্ব
খর্ব হয় না। যে সকল কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল
অত্যাচারিত হইয়াছেন বা ভবিষ্যতে হইতে পারেন,
নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিপত্রটি সন্দেহাতীত ভাবে আমা-
দিগকে তাহার সম্মান দিয়াছে এবং নিঃসংশয়ে
ইহা প্রমাণিত করিয়াছে যে, যাহার দ্বারাই হউক
আর যেকোনই হউক, চুক্তিপত্রে বর্ণিত বিষয়বস্তু
সমূহের সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপায়ণের ক্রটির ফলে
এ যাবৎ যে রূপ সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজ বিপন্ন হইয়া
আসিতেছেন, ভবিষ্যতেও হইতে পারেন। সাম্প্রতিক
চুক্তিতে যে সকল শর্ত পরিগৃহীত হইয়াছে, বর্তমান
পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলিকে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের তৃপ্ত
দুর্দশার উ-ম প্রতিষেধক বলিয়া আমরা মানিয়া
লইতেছি এবং যে পক্ষ চুক্তির শর্তসমূহের সামগ্রিক
বা আংশিক ভাবে একট ধারাও কার্যকরী করিতে
সমর্থ হইবেন, ভাবী শাস্তিভঙ্গের জন্ম যে তাহাকেই
দায়ী হইতে হইবে পূর্বাভেদে তাহা ঘোষণা করিতেছি।
বিচার বিভাগ :—

চুক্তিকারীর দল আপন দুর্ভাগ্যের সমর্থনে
অপর পক্ষের দোষ উল্লেখ করিয়া নিজের অপরাধের
গুরুত্বকে লঘু করিতে অথবা একদম নিরপরাধ
সাজিতে চায়। অপরাধীর এই আচরণ যেকোন
গর্হিত, বিচারকদের পক্ষেও আবার স্থান, কাল, পাত্র,
অবস্থা, উদ্দেশ্য ও পরিমাণ নির্বিশেষে সকল অপ-
রাধকে সমপর্ধ্যায়ভুক্ত করা তেমনি নিন্দাহ'।—
ইহাতে নিরপেক্ষতার একটা ভান পরিদৃষ্ট হইলেও
এই আচরণদ্বারা অলঙ্কিতে গুরুতর অপরাধীর

দল প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুঃখের সহিত—
স্বীকার করিতেছি যে, আমরা চুক্তি-পত্রের মধ্যে
উল্লিখিত রূপ নিরপেক্ষতার একটা অশোভনীয়
ভান অমুভব করিয়াছি। শর্তগুলি প্রথম হইতে
শেষ পর্যন্ত পড়িয়া গেলে মুহূর্তের জ্ঞানও একপ ধারণা
মনে জাগ্রত হয়না যে পাকিস্তান সরকার সাধারণ
জনমণ্ডলীর গৃহাধিকার তাহাদিগকে সম্যক্রূপে
ব্যাখ্যা দিতে না পারিলেও অন্ততঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ-
দল সম্পর্কে বিবেচিত তাহার মৌলিক অধিকারের
প্রতিশ্রুতি এক দিনের তরেও ভঙ্গ করে নাই। পূর্ব-
পাকিস্তানে সৈন্য, পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের
পৃষ্ঠপোষকতার দেশব্যাপী হতাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ
ও লুণ্ঠনের কাহিনী তাহার প্রোপাগান্ডাকর্মশলী প্রতি-
পক্ষও আজ পর্যন্ত রচনা করিতে পারে নাই, একটা
হিন্দু মন্দিরকেও আজ পর্যন্ত মচ্ছিন্ন বা বাসস্থানে
পরিণত করা হয় নাই। বাপক ভাবে হিন্দুদের
ঘরবাড়ী অধিকৃত হয় নাই। আজ পর্যন্ত হিন্দুরা
স্বয়ং গৃহে তাল বা বন্ধ করিয়া বা শত্রু গৃহে নিঃসম্পর্কিত
বান্ধিকে পাহারার বসাইয়া পশ্চিম বঙ্গালা ও আসামের
পরিভ্রমণ, পরিদর্শন ও প্রচারণার কার্যে সাপ্তাহিক
ও মাসিক ছফরে মশগুল রহিয়াছেন! বিভিন্ন
সহরের আলো ও ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতি আজ পর্যন্ত
তাহারাই বদচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। কোন
কোন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজের কর্মচারীদের
ইচ্ছিতেই সকল কার্য নিৰ্বাহিত হইতেছে। ভারত
রাষ্ট্রে গরু বধ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে উদ্, বব্হের
কাজ যে রূপ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করা হইয়াছে,
পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রতিমা
পূজা ও সংস্কৃতিমূলক কোন কার্যে একান্ত অযোগ্য-
তার সঙ্গেও কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। তথাপি
চুক্তিপত্র পাঠ করিয়া মনে হয়, পূর্ব পাকিস্তানও
যেন পশ্চিমবঙ্গালা, আসাম, ত্রিপুরা ও কোচ-
বিহারের মতই তুল্যরূপে মৌলিক অধিকারের প্রতি-
শ্রুতি ভঙ্গকারী অথবা তাহা প্রতিপালন করিতে
অসমর্থ!

প্রতিশোধ নীতির নিন্দাবাদ :—

আমাদের কথার তাৎপর্য ইহা নয় যে, পূর্ব
পাকিস্তানের কোন স্থানেই কোন দিনের তরেও
সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের কোন বান্ধি অত্যাচারিত হন
নাই, অথবা প্রকারান্তরে আমরা প্রতিশোধ নীতির
সমর্থন করিয়া মুছলমানগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত অনা-
চারের বৈধতা প্রমাণিত করিতে চাহিতেছি। এত-
দুঃখের একটাও আমাদের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য নয়।
আল্হামদুলিল্লাহ! আমরা ইচ্ছলামি নীতিতে
আস্থাবান, আমরা আন্তরিক ভাবে বিগ্নাস করি
যে, একের অপরাধের জন্ত অপরকে শাস্তি প্রদান
করার নাম প্রতিশোধ নয়, উহার নাম যুল্ম!
উহা গুরুতর পাপ! কোব্বান কর্তৃক পৌনঃ পুনিক
ভাবে বিবেচিত “কোন ولا زور و زواجرى
ভারবাহী কদাচ অপবের (পাপের) বোঝার ভার
বহন করিবে না”—(৬ : ১৬৫ ; ১৭ : ১৫ ; ৩৫ :
১৮ ; ৩৯ : ৭ ; ৫৩ : ৩৮) নীতির উহা সম্পূর্ণ
প্রতিকূল। পশ্চিম বঙ্গালা ও আসামের অসহায়
মুছলমানগণের প্রতি অনুষ্ঠিত যুল্মের প্রতিকারকল্পে
সম্ভবপর হইলে ঐ সকল প্রদেশের সরকারের বিরুদ্ধে
সংগ্রাম বিবেচিত হইতে পারিত কিন্তু যুল্মের
প্রতিশোধ স্বরূপ বাহাবা আপন রাষ্ট্রের অমুগত
অমুছলমান নাগরিকদের গায়ে হাত তুলিয়াছে বা
তাহাদের মর্যাদাহানি ঘটাইয়াছে অথবা তাহাদের
সম্পত্তি লুটিয়াছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাদের হস্ত আল্লাহ
ও তদীয় রছুলের (দঃ) আদেশ এবং ইচ্ছলামি
আদর্শবাদের বিরুদ্ধেই উত্তোলিত হইয়াছে। পূর্ব
পাকিস্তানের যে কয়েকটা স্থানে সাময়িক উত্তে-
জন্য বশবস্তী হইয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ পাকিস্তানিদের
প্রতি ইচ্ছলাম বিরোধী নিৰ্বুদ্ধিতা ও নীচাশয়তার
যতগুলি পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, আমরা প্রত্যেক-
টার ক্ষণ আন্তরিক দুঃখ ও অপরিমীম লজ্জা অমুভব
করিতেছি।

হিন্দুস্তানের ভাবগতিক :—

চার পাচটা স্থান ব্যতীত সমগ্র পূর্বপাকি-
স্তানের কুত্রাপি পশ্চিম বঙ্গালা ও আসামে অনুষ্ঠিত
মুছলিম পীড়নের কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত

হয় নাই আর ষতটুকু ঘটয়াছিল, খাছ পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাত তাহাতেও খুব বেশী ছিল না। উত্তেজনা সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপাক সরকারের সময়োচিত এবং যথাযোগ্য হস্তক্ষেপের ফলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রশমিত হইয়াছিল। কিন্তু পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসামের অবস্থা পূর্বপাকিস্তানের সহিত তুলনামূলক দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে কি দেখিতে পাওয়া যাইবে? মার্চের শেষ ভাগে যখন উভয় রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীদের সাক্ষাৎকারের তোড়জোড় চলিতেছিল এবং পূর্বপাকিস্তান সরকারের সুব্যবস্থার ফলে জনগণের মধ্যে চেতনা ফিরিয়া আসায় দেশের সর্বত্র পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছিল, তখনো এবং প্রধানমন্ত্রীদের আলোচনাকালীন সময়ের ভিতরেও কি পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসামে মুছলিম উৎসাদনের মহান কার্য্য স্থগিত রাখা হইয়াছিল?

শান্তিবৈঠকের অব্যবহিতপূর্ব ও অন্তর্বর্তী

সময়ের ডাইরী :

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের প্রদত্ত বর্ণনামুসারে ২৭শে ও ২৮শে মার্চ হাওড়া, বালি এবং শ্রীরামপুরে মুছলমানগণের উপর অত্যাচার এরূপ ব্যাপক ও নিষ্ঠুর আকার ধারণ করে যে, পশ্চিম বাঙ্গালা সরকার উক্ত অঞ্চলের শাসনভার সামরিক-কর্মচারীদের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে কলিকাতার কান্দিপুর অঞ্চলেও আক্রমণ চলিতে থাকে। বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মুছলমানদিগকে নিঃসমভাবে মারপিট করা হয়। মালদহ ষিলাতেও উল্লিখিত সময়ে বেপরওয়া হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন চলিতে থাকে, অনেক মুছলমানের বাড়ী বলপূর্বক দখল করা হয় এবং গৃহস্থায়ী-দিগকে পুলিশ স্বয়ংসেবক-সজ্জের সহিত মিলিত হইয়া গেরেফতার করিতে থাকে। কালিয়াচক থানার ছব্দলপুর গ্রামের সমস্ত মুছলমানের বহিষ্কারের আদেশ প্রদত্ত হয়। ২৮শে মার্চ হাওড়ার নিকটবর্তী লিলুয়ার হান্ধামায় চারজন নিহত হয়। ২৯শে মার্চ কলিকাতার উপকণ্ঠে বরানগর থানার আলম-

বাযার অঞ্চলে, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড ও আক্রমণ সংগঠিত হয়। ৩০শে মার্চ বর্দ্ধমান ষিলার কুলটি থানার ইলাকায় আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগের কার্য্য চলিতে থাকে। নেহরু-লিয়াকৎ বৈঠকের দ্বিতীয় দিবসে হাওড়া ষিলার আমতা থানার অন্তর্গত গ্রামাঞ্চলে ও মালদহ ষিলার বিভিন্ন গ্রামে অগ্নিকাণ্ড ও মারপিটের ঘটনা সংঘটিত হয়। ঐ তারিখে ২৪পরগনার মহেশতলা থানার ইলাকায় মুছলমান পল্লীতে চড়াও করা হয়। বৈঠকের তৃতীয় দিবসে হাওড়া ও ছন্নীর আমতা, বাগ্‌নান ও খানাকুল এবং ২৪ পরগনার রাজার হাট থানা সমূহের গ্রামাঞ্চলে মুছলমানদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বৈঠকের চতুর্থ দিবসে আসামের কাছাড় ষিলার শিলচর মহকুমায় মুছলিম অধিবাসীদের উপর রোমাঞ্চকর উৎপীড়ন অহুষ্টিত হয়। স্বয়ং সেবক সজ্জের প্ররোচনায় আদিবাসী মণিপুরীরা তীর ধনুক লইয়া মুছলমানদিগকে আক্রমণ করে, তাহাদের অন্তঃপুরে হানা দেয়, সর্বস্ব লুণ্ঠিয়া লইয়া গৃহে অগ্নিসংযোগ করে। শিক্ষিত মুছলমানদিগকে আনুছার বাহিনীর গুপ্তচররূপে ধৃত করিয়া থানায় লইয়া গিয়া মারপিট করা হয়। ৮ই এপ্রিল বর্দ্ধমান ষিলার কুঞ্চরামপুর গ্রাম আক্রমণ করার ফলে বহু মুছলমান হতাহত ও তাহাদের কুঁড়েঘর ভস্মীকৃত এবং ৭০ হাজার মন ধান অগ্নিদগ্ধ হয়। বর্তমানে তথায় ৫ শত লোক গৃহহীন হইয়া আছেন।

আশার আলোক কোথায় ?

সন্দেহ ও অবিশ্বাস বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত চুক্তির শর্তাবলী বাস্তবতার রূপ ধারণ করিতে পারিবেনা। পাক প্রধানমন্ত্রী কাহারো সহিত কোন রূপ পরামর্শ না করিয়া নিজ দায়িত্বে যে ভাবে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর দাওয়াৎ কবুল করিয়াছিলেন, তাহা কোন কোন মহলে আপত্তিকর বিবেচিত হইলেও এবং চুক্তির কতকগুলি দফা বিশেষতঃ বাস্তবত্যাগীদের গৃহ ও সম্পত্তি সম্পর্কিত ধারাগুলি বিচার ও পরীক্ষাসাপেক্ষ বলিয়া মনে হইলেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ তাহাদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে প্রধান

মন্ত্রীর আশ্বাসবাণীতে পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন এবং দ্বিধা ও দ্বর্ষহীন ভাষায় মিলিত কঠে চুক্তির সমর্থন ঘোষণা করিবেন কিন্তু শুধু পাকিস্তানের বৃহত্তম সমাজের উল্লিখিত আচরণ দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে কি? হিন্দুস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের অধিকাংশ পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও তাহার ভৌগোলিক সীমা সততার সহিত স্বীকার করিয়া লইবেন কি? ভারতীয় মুছলমানগণের নাগরিক অধিকার তাহারা তুল্যরূপে মানিয়া লইতে পারিবেন কি? পণ্ডিত জওয়াহেরলালের আন্তরিকতায় আমাদের সন্দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি পাকিস্তানের সহিত আপোশ রক্ষা করিতে চাহেন বলিয়া যাহারা তাঁহাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়া বেড়াইয়, তাহাদিগকে বিধ্বাস করা হইবে কি রূপে? আপোষের বৈঠক বসিতে না বসিতে যে দলের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন, তাহারা যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আগ্রহ লইয়া চুক্তির শর্তসমূহ প্রতিপালন করাইতে সচেষ্ট হইবেন, এ রূপ ধারণা কেমন করিয়া মনে স্থান দেওয়া হইবে? যে সকল প্রতিষ্ঠানের নেতারা বৈদেশিক সাংবাদিকের কাছে গর্ক করিয়া বলিতে পারেন যে, দশ লক্ষ মুছলমানকে হত্যা করিলেই হিন্দুস্তানের চার কোটি সংখ্যালঘিষ্ঠ মুছলমান হিন্দুদের পদতলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইবে, সেই সকল প্রতিষ্ঠান ভারতের মুছলমান নাগরিকদিগকে তাহাদের মৌলিক অধিকার হুট চিত্তে বখশিশ করিবে, সন্দেহাতীত ভাবে তাহা মানিয়া লওয়া হইবে কেমন করিয়া?

মোগের নিদান :—

যুগ যুগান্তর হইতে ভারতবর্ষে জাতীয়তার যে আদর্শ প্রচারিত হইয়া আদিয়াছে, ধর্মনিরপেক্ষতার যত বড়াই করা হউক না কেন, সর্কারী সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধির উপরেই যে ভার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, পাকিস্তানের স্বল্পপ্রচা মনুজম শাইখ মোহাম্মদ ইক্বাল ও পাকিস্তানের শিল্পী মগফুর কায়েদে আযম তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া ছিলেন। পাকিস্তানের নাগরিক এবং উচ্চ রাষ্ট্রের

নিষামকদিগকে এই উপলব্ধি সদা জাগ্রত রাখিতে হইবে। পণ্ডিত জওয়াহেরলালের মত ভারত রাষ্ট্রের পৌরজন মাত্রই গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকারে স্কলের তুল্যরূপী দাবীর নীতি যদি বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে পাকিস্তানের প্রব্রুই হয়তো উপস্থিত হইত না হিন্দুবা সমষ্টিগত ভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে যেরূপ মারমুখী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাদেও সেই মনোভাব আগে অপরিবর্তিত রহিয়াছে। তাহাদের পক্ষে একদিনের তরেও হিন্দু ছাড়া অপর কোন সমাজের সার্বভৌমত্ব ভারতের কোন অংশে স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয় নাই বলিয়াই কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে ভারতীয় পার্লামেন্ট হাউসের গ্যালারি পর্যন্ত সকল স্থানের বিঘোষিত মৌলিক অধিকার ও চুক্তির সমস্ত উক্তি স্তম্ভসারশূন্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। মুছলমানগণের মধ্যে ছুঁমার্গের বানাই নাই, তাহারা স্বার্থের স্বার্থে কাহারো সহিত সামগ্রিক বচসা ও সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা কাহারো মানবতাকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিতে পারে না। হিন্দু জাতীয়তার উপাদান এবং বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রের অগ্নিযুগীয় আন্দোলনের প্রবণতা আজ পর্যন্ত হিন্দু জাতির মধ্যে সামগ্রিক ভাবে পরধর্মভয়াবহতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিদ্যেবাগ্নি জলন্ত ও জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। শূদ্ধপটমের পতনের পর হইতে বৃটিশ কূটনীতির সোনার কাঠি—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মঙ্গলময়স্পর্শ এবং আহলেহাদিছ সক্রিয় আন্দোলনের ব্যর্থ পরিণতি স্বরূপ ভারতের হিন্দুতা যেমন একদিকে আঙ্গুল ফেলিয়া কলাগাছে পরিবর্তিত হইয়াছেন, তেমনি দেশের শাসকশ্রেণীর মুছলমান বংশধরগণ ক্রমশঃ সর্কারী মন্ত্রুর ও চাষাঙ্গ রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন। সেই সর্কারী মন্ত্রুর মুল্লু মুছলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাধান্য করিয়া ও ইংরাজ পরিপুষ্ট হিন্দুর পক্ষে প্রায় শতাব্দীকাল হইতে অশোভন ও অসহ্য বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। সোশ্যালিষ্ট হউক, কম্যুনিষ্ট হউক, সমান্তরিত হউক, গোপালক হউক, সকল শ্রেণীর হিন্দু সমস্তই উপেক্ষা

করিতে পারে কিন্তু মুছলমানের ও ইছলামের প্রতিষ্ঠাকে তাহারা কখনো বর্নদাশত করিতে রাষি নয়, কারণ এই সর্কহারা জাতির কাছে ইছলাম ছাড়া অন্য কোনই সম্পদ নাই।

ইতিকর্হব্যের সম্বন্ধে :—

সমস্যা যতই জটিল এবং অন্ধকার যতই জমাট হউক না কেন, মুছলমানগণের হস্তে এমন এক জরুরী বত্রিকা সমপিত হইয়াছে, যাহার উজ্জল কিরণ-চ্ছটায় নৈরাশ্ব-অমানিয়ার জাল ছিন্ন হইয়া যায় এবং আশার আলোকরেখা জাতির ভাগ্যাকাশে উদ্ভিত হয় এবং দিশাহারার দল কল্যাণ ও শান্তির ক্ষুদ্র রাজপথের নিভুল সন্ধান লাভ করে। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মানসিক অবস্থা ও আচরণ পাকিস্তানের পক্ষে যতই নৈরাশ্বব্যঞ্জক হউক, মহিমান্বিত আলকোব্ব্বানের নির্দেশ সঠিক ভাবে অহুসরণ করিতে পারিলে আমর নিশ্চিতরূপে সকল সমস্যাকে অতিক্রম করিতে পারিব। কোব্ব্ব্বান শান্তির বাহক ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী, কলহমান ও বিদ্রোহ-পরায়ণদের সঙ্গেও কোব্ব্ব্বান সকলসময়ে বিবাদ বিসম্বাদের অন্তমতি প্রদান করে নাই। প্রতিপক্ষ যতই অতীতে নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়া থাকুক, “যদি وان جنكوا للسلام فاجنح শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য لها وتوكل على الله، انه তাহারা অগ্রণী হয়”— هو السمع العليم، وان সেরূপ অবস্থায় রহু- يربدوا ان يخذ عرك ল্লাহর (দঃ) প্রতি فان حسبك الله، هو الذي আগ্রহের আদেশ এই ايدك بنصرة وبالمؤمنين যে, আপনিও শান্তি والف بين قلوبهم এবং আপোষের জন্য

অগ্রসর হউন এবং সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভর করুন, নিশ্চয় তিনি প্রায়ণকারী ও সর্কজ। যদি (হে রহুল) প্রতিপক্ষ আপনাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চায়, (উজ্জ্বল বিচলিত হইবার কিছুই নাই), আল্লাহ আপনাদের জন্য যথেষ্ট হইবেন, তিনিই স্বীয় সাহায্যদ্বারা আপনাকে এবং বিশ্বাস-শরায়ণদিককে শিক্ষণালী করিয়াছেন এবং বিশ্বাসী-

গণের হৃদয়তন্ত্রীকে প্রীতিদ্বারা পরস্পর গ্রথিত— করিয়াছেন,—আল্-আনকাল : ৬২।

দিল্লীতে জনাব লিয়াকৎ আলি খান ও পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু যে চুক্তি সম্পাদিত করিয়াছেন, কোব্ব্ব্ব্বানের বর্ণিত নির্দেশ অনুসারে তাহার শর্তাবলী কার্যকরীকরণের জন্য সর্কতোভাবে সচেষ্ট হওয়াই মুছলমানগণের কর্তব্য। অতীতের দুঃখ ও অপমানের স্মৃতিকে মানসপটে স্থান না দিয় যাহাতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সদিচ্ছা ও সৌহারদের বন্ধন দৃঢ় হয়, সেই ভাবে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত হিন্দুস্তানের পক্ষ হইতে চুক্তিভঙ্গের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত না হয় পরম বিশ্বস্ততার সহিত আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিয় যাইতে হইবে। যদি আল্লাহর উপর মুছলমান শাসনকর্তাদের—বিশ্বাস শিথিল না হয় এবং মুছলমান জনমণ্ডলী যদি নর্কু দ্বিতা ও নিশ্চেষ্টতার আশ্রয় গ্রহণ না করেন তাহা হইলে হিন্দুস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের দল চুক্তি ভঙ্গ করিতে চাহিলেও পাকিস্তানের কোনই ক্ষতি সাধিত হইবে না, বিশ্বাসভঙ্গের আত্মঘাতী পরিণাম তাহারাই ভোগ করিবেন। হিন্দুস্তানে চুক্তির শর্তাবলী বিরূপভাবে প্রতিপালিত হয়, সমস্ত ছুনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তাহা লক্ষ্য করিব, কি উপায়ে তথায় উহার রূপায়ণ হইবে, সে সম্বন্ধে আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু যে হিন্দু-মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহের অগ্নিকাণ্ড বিস্তারিত করিয়াছে তাহাদের পিঠ চুকিয়া সে আগুন যে আয়ত্তে আসিবেনা—হিন্দুস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ এবং শাসনকর্তৃপক্ষ যত শীঘ্র তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন, ততই মঙ্গলজনক।

বাস্তবাবাদের কথা :—

কালকাতার বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, বিগত ১২ই এপ্রিল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে ট্রেন, স্টীমার ও বিমানযোগে ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ২ শত চল্লিশ জন বাস্তব্যাগী চলিষাগিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানের রিলিফ কমিশনার বলেন, ২২ই এপ্রিল পর্যন্ত

৪ লক্ষ ৮২ হাজার মুহাজিরিন পূর্বপাকিস্তানে— আগমন করিয়াছেন। কিন্তু অত্রাণ উপায়ে যে সকল সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে তদনুসারে পূর্বপাকিস্তানে আগমনকারী মুহাজিরিনের সংখ্যা ১০ লক্ষের কম হইবে না। আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁও, ডিব্রুগড় ও দ্বারং ফিলা হইতে দেড় লক্ষাধিক মুহাজিরিন শুধু রংপুরেই প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া পূর্বপাক প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে প্রকাশ। ময়মনসিংহে ১৪ই মার্চ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২ হাজার ১ শত একজন জন আসাম হইতে আগমন করিয়াছেন বলিয়া সরকারী ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীহট্ট ফিলার বিভিন্ন ক্যাম্পে আসামের একলক্ষ মুহাজিরিনের অবস্থানের কথা প্রাদেশিক মুছলিমলীগের সভাপতি তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, স্মরণ্য দেখা যাইতেছে যে শুধু আসামের ৩ লক্ষ ৫২ হাজারের অধিক উদ্বাস্তু শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ ও রংপুরে আগমন করিয়াছেন। এই তালিকায় পশ্চিম-বঙ্গালার বিভিন্ন ফিলা, কলিকাতা, ত্রিপুরা ও কোচবিহার হইতে বিতাড়িত বাস্তুহারাাদের সংখ্যা ধরা হয় নাই। ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, দিনাজপুর ও পাবনা ফিলাসমূহে যে সকল মুহাজির প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের তালিকা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

চুক্তির পর :—

সম্পাদিত চুক্তিপত্র বাস্তব্যাগীদের মনে বিশেষ কোন প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কারণ, বাস্তব্যাগের কার্য অপরিবর্তিত ও অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে। তফাৎ শুধু এই যে, পূর্বপাকিস্তান হইতে এখন যাহারা চলিয়া যাইতেছেন, পরিত্যাজ্য দ্রব্য তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছেন। বিক্রয় কার্য পূর্বেও বন্ধ ছিল না কিন্তু ছেঁড়া কাঁথা ও অর্দ্ধভগ্ন মেটে কলসীর নিলাম কার্যে এতখানি উৎসাহ ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গালা ও আসাম হইতেও মুহাজিরিনের স্রোত বন্ধ হয় নাই। ১০ই এপ্রিল হইতে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত চার দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে ট্রেন

ও স্টীমারযোগে ১০ হাজার মুহাজিরিন পূর্বপাকিস্তানে আসিয়াছেন কিন্তু একেবারেই রিক্ত হস্তে ও ভিক্ষুক বেশে। ১২ই এপ্রিলের পরেও হিন্দুস্তানের সংখ্যালাঘট দল আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেছেন না। আসাম হইতে আমাদের জনৈক বিশ্বস্ত বন্ধু সম্প্রতি আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

“এখানকার অবস্থা লেখা যায় না, আমাদের তিন দিকে আর মুছলমান নাই. কেবল দক্ষিণ দিকে কিছু আছে। কোন্ সময় যে আমাদের উপর আক্রমণ হইবে, তার ঠিক নাই। গবর্নমেন্ট চেষ্টা করিয়াও এখন পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ড ও লোকহত্যা থামাইতে পারিলেন না।……… আমাদের কপর্দহীন ফকির হইয়াই হিজরত করিতে হইবে। আমাদের মাথা খারাব হইয়াগিয়াছে, আমরা এখন বিক্রোহী দল কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, বাহির হইবার পথ নাই। মওলানা …………… চাহেব বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। আসামবাসী মুছলমানদের উপর দিয়া রোজকিয়ামং যাইতেছে। আমাদের জঞ্জ দোআ করিবেন।”

উক্ত মন্ত্রের অনেক পত্র আমরা ছয়ী, হাওড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার এবং পশ্চিম দিনাজপুর হইতেও প্রাপ্ত হইয়াছি। অবস্থাদৃষ্টে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, বাস্তুহারাাদের গমনাগমন বন্ধ হইবে না এবং পূর্ব পাকিস্তানের যে সকল মুহাজির প্রাণ লইয়া আসিতে পানিবেন, তাঁহারা সর্বশ্ব হারাইয়া ভিক্ষকের বেশেই আসিবেন। তাঁহাদের বাসগৃহ পশ্চিম বঙ্গালা ও আসামের সরকার দখল করিয়া লইবেন এবং হিন্দু বাস্তুত্যাগীদের জঞ্জ আপাততঃ ওগুলি ব্যবহৃত হইবে. কিন্তু পূর্বপাকিস্তান হইতে যাহারা চলিয়া যাইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের সমুদয় মূল্যবান ও স্নবহ সামগ্রী সঙ্গেই লইয়া যাইবেন, বর্জনীয় জিনিষগুলি তাঁহারা নিলাম করিবেন আর স্থানীয় মুছলমানরা সেগুলি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিবে। তাঁহাদের পরিত্যক্ত— গৃহ পাকিস্তান সরকার পাহারা দিয়া হেফাজত করিতে

থাকিবেন। পশ্চিম বাঙ্গালা সরকারের গ্রাম পূর্ন-পাকিস্তানের সরকার সেগুলিতে অন্তায়ী ভাবেও মুহাজিরিনকে আশ্রয় লইতে দিবেন না।

যোগ্যতার পরীক্ষা :

দশলক্ষ মুহাজিরিনের অনির্দিষ্ট কালপর্যন্ত—আহার বাসস্থানের এবং তাঁহাদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। পশ্চিম বাঙ্গালার সরকার বাস্তবতাপীদিগকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত না করিলেও যে কারণেই হউক তাহাদিগকে অনভিপ্রেত অতিথি মনে করেন নাই। পক্ষান্তরে পূর্ন-পাকিস্তানের আর্থিক ও অগ্রাগ্র আসন্ন গুরুতর অসুবিধার জন্ত পাকিস্তান সরকার মুহাজিরিনের দলকে গোড়াগুড়ি হইতে অবাস্তিত অতিথির দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছেন এবং যাহাতে যতশীঘ্র সম্ভব, তাঁহার স্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন,—এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া সরকার বাস্তবতায় সমস্তার প্রতিকার করিতে চাহিতেছেন। এই বিরূপ মনোভাবকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না, দশলক্ষ মুহাজিরের শুধু আহাধোর জনাই দৈনিক অন্ততঃ লক্ষ টাকার অর্থাৎ মাসিক দেড় কোটি টাকার প্রয়োজন, তাঁহাদের বাসস্থানের জগুও লক্ষ লক্ষ টাকার আবশ্যিক। অবশ্য পাকিস্তানে ভোজসভা, নানারূপী অভিনন্দন, উৎসব ও আমোদ প্রমোদে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, বিশেষতঃ এই দ্বিদেশ দেশের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা যেরূপ মোটা বেতন ভোগ করেন, ইচ্ছামি মনোভাব লইয়া সেগুলির প্রতিকার করিতে পারিলে মুহাজিরিন সমস্তার সন্তোষজনক সমাধান অসাধ্য হইতনা, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এ সমস্তের প্রতিকারের আশা সুদূর পরাহত। কিন্তু হিন্দুস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক আকার ধারণ না করা পর্যন্ত এবং তথাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মনোভাবের পরিবর্তন সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মুহাজিরদিগকে গলাধাক্কা দিয়া বা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া বাহির করিয়া দিবার নীতি ইচ্ছামের অমুমোদিত তথা—মম্বুষ্যোচিত হইবে কি? মুহাজিরিনের চাপে এবং তজ্জনিত

আর্থিক সংকটের জন্ত দেশের শাসনশৃঙ্খলার বানচাল ঘটতে পারে, এ আশঙ্কা স্বীকার করিয়া লওয়ার পরও প্রশ্ন রহিয়া যায় যে, যাহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে, তাহাদের অর্ধাংশকে তরবারীর সম্মুখে ও অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের গদী বাহাল রাখার চেষ্টা কবিলে কি পাকিস্তান রক্ষা পাইবে? যেসকল পরীক্ষা দ্বারা পূর্নপাকিস্তানের অধিবাসীবৃন্দকে আযাদী ও হুকুমতের গ্রামত উপভোগ করার যোগ্যতা সপ্রমাণ করিতে হইবে, তন্মধ্যে একটা পরীক্ষা মুহাজিরিনের সমস্তা রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, এ পরীক্ষায় পাকিস্তানিদিগকে উত্তীর্ণ হইতে হইবেই।

ইচ্ছাম-আতঙ্ক :

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু ভারত পার্লামেন্টে চুক্তি সম্পর্কে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ইচ্ছাম-আতঙ্কের—স্বর ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। তিনি পার্লামেন্টকে অবহিত করিয়াছেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র ইচ্ছামি আদর্শবাদের ভিত্তিতে স্থাপিত হওয়ার অভিযোগ পাক প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলি খান স্বীকার করেন নাই। পাকিস্তান রাষ্ট্র আধুনিক গণতন্ত্রবাদের আদর্শে গঠিত হইবে বলিয়া পাক প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলালকে নাকি আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। পশ্চিম বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় আরো চমৎকার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে পাক-ভারত চুক্তিকে বাস্তবতার রূপ দিতে হইলে উভয় রাষ্ট্রে একই প্রকার গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রচলন করিতে হইবে। এ কথাই অর্থ এই যে, পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রচলিত সংজ্ঞা মান্য করিয়া লওয়া পাকিস্তানের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না, তাহাকে গণতন্ত্রবাদের ভারতীয় সংজ্ঞার অনুসরণ করিতে হইবে। ভারত ও পশ্চিম বাঙ্গালার মুখ্য মন্ত্রীদ্বয়ের উল্লিখিত উক্তির পর ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে নানা কণ্ঠে গণতন্ত্রের জয়গান আরম্ভ হইয়াছে। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলি খান গণপরিষদে স্বয়ং উদ্দেশ্যপ্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া-

ছিলেন, ইছলামি আদর্শের গণতন্ত্রের সহিত—
পাশ্চাত্য বা ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ তুলনা-
মূলক দৃষ্টি লইয়া বিচার করার এবং ইছলামি
রাষ্ট্র সম্বন্ধে অহেতুকী আতঙ্ক বিদূরিত করার মত
যোগ্যতা তাঁহার আছে বলিয়াই আমরা মনে করি
কিন্তু ইছলাম সম্বন্ধে অনৈছলামিক ভাবধারার অন্ধ-
উপাসকগণের ধারণার অসম্পূর্ণতা বা পাক রাষ্ট্রের
সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের ইছলামি রাষ্ট্র সম্পর্কে অহে-
তুকী আশঙ্কার কারণ দর্শাইয়া উদ্দেশ্য প্রস্তাবে বিঘো-
ষিত ইছলামি রাষ্ট্রের পরিগৃহীত নীতি আলোচনা
না করার জ্ঞান পাকপারল্যামেন্টে তিনি যে সতর্কবাণী
উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য ও সার্থকতা
আমরা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। জওয়াহর
লাল বা বিধানচক্রের পক্ষে ইছলামি রাষ্ট্র আর
খিওফ্রেসী বা ব্রাহ্মণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করিতে
না পারা বিচিত্র নয়, কিন্তু পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী
বিশেষতঃ উদ্দেশ্য প্রস্তাবের (Objective Resolution)
রচয়িতা ও ব্যাখ্যাতার মুখ হইতে ইছলামি রাষ্ট্র
সম্বন্ধে শঙ্কায়িত ও সন্দ্বিগ্ন উক্তি শ্রবণ করিয়া আমরা
বাস্তবিক মর্ষাহত হইয়াছি। গণতন্ত্রের যে মর্ষাদা
স্বাধীনতালাভের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারত-রাষ্ট্র
রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তজ্জগৎ লজ্জিত না হইয়া
পাকিস্তানকে ভারত রাষ্ট্রের দুষ্কর্ষের দোসরে পরিণত
করার দাবী 'উল্টাচোর কোংওয়াল কোর্ডাটে'—
প্রবচনের হাত্তকর সার্থকতা মাত্র। ইছলামি স্টেটের
আদর্শ অনুসারে রাষ্ট্রের নাগরিকগণের ধর্মীয় কৃষ্টিগত
ও রাজনৈতিক অধিকার ব্যাহত হইবার আশঙ্কা সম্পূর্ণ
অমূলক। ইছলামকে শক্রভাবে না দেখিয়া উহার
আদর্শ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করার জ্ঞান সচেষ্ট হওয়া
কর্তব্য। ধর্ম নিরপেক্ষতার ভান যে যতই করুক
না কেন, গণতন্ত্রবাদও কৃত্রিম ধর্ম ছাড়া যে আর
কিছুই নয়, সামান্য চিন্তা করিলেই তাহা বুঝা যায়।
রক্ত, বর্ণ ও ভৌগলিক সীমা নিরপেক্ষ Ideological State
এর নাম ইছলামি স্টেট। ইছলামি আদর্শবাদের
পবিত্রতা নিবন্ধন পাকিস্তান মন্ত্রীসভায় এবং পারল্যামেন্টে
ভারতের স্তায় বিশৃঙ্খলা ও ঔদ্ধত্য শাই।

সমগ্র পাকিস্তানের কুত্রাপি অরাজকতার অস্তিত্ব
দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ এ পর্য্যন্ত ইছলামি
আদর্শের বৈশিষ্ট্য শুধু মুখে মুখেই স্বীকার করা
হইয়াছে। ইছলামি আদর্শবাদের রূপায়ণ যে দিন
ঘটিবে, সে দিন সেই পুণ্যপ্রভাতে সন্দেহ ও অবিধা-
সের অন্ধকার যবনিকাও ছিন্ন হইয়া যাইবে। পাকি-
স্তান জগতের সম্মুখে সাম্য, মৈত্রী ও ব্যক্তি-স্বাধী-
নতার যে মান তুলিয়া ধরিবে, জগদ্বাসী আবেগ
উদ্বেলিত হৃদয়ে তাহা বরণ করিয়া লইবার জগৎ
ছুটিয়া আসিবে। ইছলামি আদর্শ হইতে প্রত্যাবর্তন
করা; মানসিক দীনতা ও পাকিস্তান-স্রোহিতার
নামান্তব মাত্র। সন্দেহবাদী ও আতঙ্কগ্ৰস্তদিগকে
আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত করার একমাত্র উপায় পাকিস্তানের
নেতা ও জনমণ্ডলীর ইছলামি আদর্শে অল্পপ্রাণিত
হইয়া বাস্তব জীবনে ইছলামকে রূপায়িত করিয়া
তোলা, এই আচরণের শুভ পরিণাম অচিন্তনীয়।
কবির ভাষায় বলা যাইতে পারে :—

آنکہ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتانہیں
معصومیت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہرجائیگی ؟
پاک রাষ্ট্রের ধর্ম কি ?

জনমতের চাপে পড়িয়া অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া
পাকিস্তান গণপরিষদ ইছলামকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের
আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ—
আমরা অত্যন্ত দুষ্কর্ষের সহিত প্রকাশ করিতেছি
যে, রাষ্ট্রের নেতৃমণ্ডলী ও আমলাফয়লাগণের
আচরণে উদ্দেশ্য প্রস্তাবের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা
ও বিশ্বাসের কণামাত্র প্রমাণ নাই। ইছলামি
আদর্শকে কার্যকরী করার অন্তরায় স্বরূপ নেতৃ-
মণ্ডলী দুষ্কর্ষের বাধাবিলম্ব ও অনুবিধার কথা বলিয়া
থাকেন, কিন্তু জনমণ্ডলীর অভিমতকে সম্পূর্ণভাবে
অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা স্বকীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ
করার উদ্দেশ্যে ফিরিঙ্গিয়ানা রীতি-নীতির প্রতিষ্ঠা-
কল্পে কোন চেষ্টারই ক্রটি করিতেছেন না। তাঁহা-
দের আচরণে মনে হয় যে, ইছলাম কোন বাধা-
ধরা ও চিহ্নিত জীবনপদ্ধতীর নাম নয়, তাঁহারা
তাঁহাদের খোশখোয়াল ও প্রবৃত্তির অনুসরণে যাহা

করিতেছেন এবং করিবেন, তাহাকেই ইছলাম—
বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ইংরাজের রাষ্ট্রিক
দাসত্বের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া পাকিস্তানে নাকি
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ আজ পর্যন্ত
সরকারী কর্মচারীদের আমলাতান্ত্রিক রুচি ও আচ-
রণের মধ্যে কোনই ব্যতিক্রম সৃষ্ট হইল না।—
বিলাসিতা, অপব্যয়, নাচগান, আমোদ প্রমোদ,
মুছলিম মহিলাবৃন্দের বেহেজাবী ও উচ্ছৃঙ্খল বেশ-
ভূষা এবং শরাব ও কবাবের ছড়াছড়ি পাকিস্তান
রাষ্ট্রজীবনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইতে—
চলিয়াছে। জনাব শুআইব কোরাযশী লেনিনের
এবং আলিজনাব লিয়াকৎ আলি খান গান্ধীজীর
সমাধিতে পুষ্পমালা অর্পণ করিয়াছেন! কবরের
সম্মান ইছলামের মূলনীতির পরিপন্থী। রাজনৈতিক
'গোর যিয়ারৎ' অনিবার্য বিবেচিত হইয়াছিল
বলিয়াই কি নেতৃমণ্ডলী তওহীদের সীমারেখা ঠিক
রাখার প্রয়োজনও অনুভব করেন নাই? নেতারা
কেবল ব্যক্তিগত জীবনেই ইছলামস্রোহিতার পরিচয়
দিয়া নিশ্চিত হইতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি এক
সরকারী ফর্মান জারী হইয়াছে যে, প্রত্যেক হজ্জ-
গমনেচ্ছুকে তাহার ফটো তুলিতে হইবে। ফটো
সম্বন্ধে পাকিস্তানের সরকারী আলেমমণ্ডলীর মধ্যে
মতভেদ থাকিলেও পাকিস্তানের অধিকাংশ মুছল-
মান নজদীদের ফটো সম্পর্কিত ইজ্তিহাদ এখনো
গ্রহণ করেন নাই। ইংরাজের কুফরী শাসনযুগেও
হাজীদের ছাড়পত্রে ফটোর প্রয়োজন অনুভূত হয়
নাই। আমাদের কতৃপক্ষ হাজী বেচারিদিগকে
ফটো তুলিতে বাধ্য করিয়া ইছলামি গণতন্ত্রের (?)
কোন বিরাট বিদ্রম যে সম্পন্ন করিতে চাহেন,
তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর।

সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া এই প্রশ্নই আজ
মনে জাগিতেছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধর্ম কি?

রাষ্ট্রের ট্রান্স্টিগণ যদি রতুল্লাহর (দ:) শরিআতের
কোন ধার নাও ধারেন, তথাপি ইউরোপীয় গণ-
তন্ত্রের শরিআৎ অনুসারেও জনমতকে সম্পূর্ণ ভাবে
উপেক্ষা করিয়া মুষ্টিমেয় উচ্চ রাজকর্মচারীদের পরি-
কল্পিত ও অভীষিত সমাজব্যবস্থা পাকিস্তানে প্রব-
র্তিত করার তাঁহাদের কোন অধিকার নাই।

اندے پیدش توگفتم ہم دل ترسیدم

کہ دل آزرده شوی و رنہ سخن بسیاراست!

পূর্ব পাকিস্তানের হুতন লাট:—

পশ্চিম পাঞ্জাবে স্তার ফ্রান্সিস মুডির স্থানে
ছরদার আবদুররব খান নিশ্চতর নিযুক্ত হওয়ার
পর সমগ্র পাকিস্তানে কেবল পূর্ববঙ্গের গভর্নর পদে
একজন বিদেশীয় অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্তার ফ্রেডরিক
বোর্ণের বিদায় গ্রহণের ফলে উক্ত পদে সম্প্রতি
জনাব মালিক ফিরোজ খান হুন নিযুক্ত হইয়াছেন।
অতঃপর পাকিস্তানের বড়লাট এবং লাটগণের মধ্যে
বিদেশীয় কেহই রহিলেন না। ইহা পাকিস্তানের
পক্ষে গৌরবজনক। ইতিপূর্বে গুজব রটিয়াছিল
যে, পূর্বপাকিস্তানের শাসনকর্তার গদী মওলবী
এ, কে ফখুল হক ছাহবকে অর্পণ করা হইবে,
কিন্তু সে গুজব ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রমাণিত হইল।
জনাব ফিরোজখান হুন ইংরাজী আমলেও উচ্চ
সরকারী পদে বিরাজিত ছিলেন এবং স্বীয় কর্ম-
কুশলতায় নাইট উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মুছ-
লিম লীগের একনিষ্ঠ কর্মী রূপে তিনি তাঁহার খেতাব
বর্জন করেন এবং কারারুদ্ধ হন। আমরা মনে
করি তাঁহার নিয়োগে পূর্ব পাকিস্তানের জনমণ্ডলী
একজন উপযুক্ত ও সহানুভূতি সম্পন্ন শাসনকর্তা লাভ
করিলেন। তাঁহার যোগ্য নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান
শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আমা-
দের আশা আছে।



সময়ের ডাক!

يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله -

হে বিশ্বাসপত্রাঙ্গণ জনমণ্ডলী, আল্লাহর সাহায্যকারী হও—

আলকোরআন, ছুরা আছ্ছফ।

লক্ষলক্ষ মুছলমান সর্বস্ব হারাইয়া স্ব স্ব জন্মভূমি ও পূর্বপুরুষদের ভিটা ত্যাগ করিয়া
পূর্বপাকিস্তানে আসিয়াছেন।

কেন?

যেহেতু তাঁহারা মুছলমান। মুছলমানের ঘরেই জন্মিয়াছিলেন আর মুছলমানরূপে
তাঁহারা বাঁচিতে চাহিয়াছিলেন। শুধু মুছলমান হইবার অপরাধে তাঁহারা আপন প্রিয়
বাসভূমে তিষ্ঠিবার অধিকারী হন নাই।

পূর্বপাকিস্তানে আসিলেন কেন?

যেহেতু পূর্বপাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নাই আর এই রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক
মুছলমান; তাই বাস্তহারা মুছলমানের দল মুছলমান অধ্যুষিত প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয়
লইতে আসিয়াছেন।

বিপন্ন মুছলমানের প্রতি মুছলমানের এবং হুঃশ্ব প্রতিবেশীর
প্রতি প্রতিবেশীর ইচ্ছামি কর্তব্য কি?

নগদ টাকাপয়সা, চাউল ও কাপড় দ্বারা মুহাজিরদিগকে সাহায্য করুন। সমুদয় সাহায্য
আপনাদের যিলার মুছলিমলীগ বিলিফ কমিটী অথবা যিলা ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে দিয়া রাসিদ
গ্রহণ করুন।

পাকিস্তান রক্ষা করুন!

পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে ঠিক, কিন্তু ইহাকে রক্ষা করিতে হইলে আপনাদিগকে
শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। ইংরাজের কামান আপনার দেশকে রক্ষা
করিবেন, আপনাদিগকে স্বয়ং আপনাদের কামান দাগিতে হইবে। বিদেশ হইতে সৈন্যদলের
আমদানি করা হইবেন, আপনাদিগকে স্বয়ং সৈনিক সাজিতে হইবে। ইচ্ছামি হকুমতের
প্রত্যেক নাগরিক সৈনিক, ইহা কোব্বআনের নির্দেশ! যে ব্যক্তি জিহাদ না করিয়া এবং
জিহাদের আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ না করিয়া মৃত্যুবরণ করে, সে মুছলমান নয়, সে মুনাফেক,
ইহাই রছুলের (স:) নির্দেশ! দেশ আক্রান্ত হইলে প্রত্যেক নরনারীর জগ্ন যুদ্ধে যোগদান
করা আইনি ফরয হইয়া যায়, সে অবস্থায় স্ত্রীকে স্বামীর অনুমতি না লইয়াই বাহির
হইয়া পড়িতে হইবে, ইহাই ফিকহের ব্যবস্থা!

অন্ততঃ প্রত্যেকেই অস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা করুন। দলে দলে

ন্যাশনালগার্ড, আনছার বাহিনী ও সৈন্যদলে ভক্তি হউন।

আপনার যিলার পাকিস্তান গ্রাশনাল গার্ডের কমাণ্ডিং অফিসার অথবা আনছার
বাহিনীর অ্যাডজুটেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

নিবেদক—

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্জীয়তে আহলেহাদিছ।

সদর দফতর—পাবনা।

কিতাব-মহল

১। শহীদে আজম—মোহাম্মদ সিরাজুল ইছলাম প্রণীত। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য (সাঃ ও পোঃ বামুদেবপুর, জিঃ রাজশাহী) মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের তমসাক্ষর পতন-যুগে আল্লামা শাহ মোহাম্মদ ইছমায়ীল দিশাহারা মুছলমানদিগকে কোব্বান ও হাদিছের ভাষার জ্যোতিঃপথে উদাস্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং ইছলামি হুকুমত কায়ম করার প্রচেষ্টায় বাংলা-কোটের পার্শ্বতা প্রাপ্তরে জিহাদের মরদানে আমিরুল মোমেনিন ছৈয়দ আহমদ বেরলভীর সাহচর্যে শাহাদতের অমৃতশ্রী পান করিয়া পরবর্তী যুগ ও অনাগত ভবিষ্যতের জন্ত জলন্ত আদর্শ স্থাপন করিয়া-ছিলেন। উদ্ ও ইংরাজী বহুগ্রন্থ ও প্রবন্ধে তাঁহার বিচিত্র জীবনালেখ্য রচিত হইলেও বাংলা ভাষায় তাঁহার অমর জীবন কাহিনী লিখিত হয় নাই। নবীন লেখক মৌলবী সিরাজুল ইছলাম সর্বপ্রথম এই পথে অগ্রসর হওয়ায়, তিনি ধন্যবাদার্থ।

আল্লামা ইছমায়ীলের (রহঃ) বহুমুখী প্রতিভা ও অনন্ত-সাধারণ ব্যক্তিত্বের সম্যক পরিচয় এবং— তাঁহার বিচিত্র ও সুন্দরপ্রসারী— কর্মসাধনার সুস্পষ্ট ছবি সুপরিষ্কৃত হইয়া না উঠিলেও তাঁহার জীবনের মোটামুটি ঘটনা ও জেহাদ সমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা এই পুস্তিকার স্থান পাইয়াছে। জনাব মওলানা

মওলাবংশ নদভী ছাছেবের হালিহিত ভূমিকা পুস্তিকার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে।

বানান, শব্দচয়ন ও বাক্যগঠন ব্যাপারে স্থানে স্থানে ভ্রান্তি ঘটিয়াছে এবং বর্ণগণ্যশেলের অনিপুণতার চমকপ্রদ ঘটনার প্রাপ্পর্শতাও ক্ষুদ্র হইয়াছে পুস্তিকার নামকরণ ও প্রচ্ছদপট আমাদের ভাল লাগিয়াছে। আমরা এই পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

২। মাছায়েল শিক্ষা সোপান—প্রথম খণ্ড। কাজী মোহাম্মদ রইছুদ্দীন রফী প্রণীত। মূল্য পাঁচ টাকা। প্রাপ্তিস্থান : তাজমহল লাইব্রেরী, মুল্লিপাড়া, দিনাজপুর অথবা গ্রন্থকার—এমাম, লালবাগ দ্বিতীয় মহজিদ, দিনাজপুর।

আলোচ্য পুস্তিকা—মাছায়েল শিক্ষাসোপানের প্রথম খণ্ড। ইহাতে কলেমা হইতে শুরু করিয়া নামাযের আওকাত, আহকাম ও আরকান হাদিছের ভিত্তি-ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। হরকৎ বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় কবীরা দকদকসমূহের বাংলা অমুলিখন ও অর্থ সর্বত্র ঐতিক ও সুন্দর না হইলেও শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই পুস্তিকা কল্যাণকর বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

সকীদসুন্দর না হইলেও এই পুস্তিকা হাদিছের অমুলসরীদের একটা বড় অভাব দূরিকরণে সহায়তা করিবে।

ইবনে কাসীর।

আলহাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস।

জমা খরচের হিসাব—

১১ই বৈশাখ হইতে ২৯শে মাঘ ১৩৫৬ সাল পর্য্যন্ত।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬ সাল মোতাবেক ২৭শে মে ১৯৪৯ ইং শুক্রবার দিবসে আলহাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড

পাবলিশিং হাউসের ঘারোদঘাটন উপলক্ষে নিঃশুল্ক-বন্ধ ও আসাম জম্ভীরভে আহলেহাদিছের সম্ভাবন

ও প্রেসের সাহায্যকারীগণের যে সভা অহুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ১০ই বৈশাখ ১৩৫৬ সাল মোতাবেক ২৩শে এপ্রিল ১৯৫৬ পর্যন্ত প্রেস গৃহ ও প্রেসের হিসাব উপস্থাপিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত হিসাবে মোট জমা প্রদর্শিত হইয়াছিল— ২১৯১০/১০ একশ হাজার নয়শত দশ টাকা এক আনা দুই পয়সা আর গৃহ নির্মাণ, প্রেস ক্রয় ও স্থাপনা বাবৎ মোট খরচ প্রদর্শিত হয় ১৬৪২৫।০ ষোল হাজার চারি শত পঁচিশ টাকা চারি আনা মাত্র। স্মরণ্য ১০ই বৈশাখ ১৩৫৬ সাল পর্যন্ত উদ্ভূত তহবিলের পরিমাণ হইতেছে ৫৪৮৪৬/১০ পাঁচ হাজার চারি শত চৌরাশি টাকা সাড়ে তের আনা মাত্র। উপরোক্ত হিসাবের মোটামুটি বিবরণ জম্ঈয়ৎ কর্তৃক প্রচারিত তিন নম্বর বুলেটিনে প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্তী ১১ই বৈশাখ হইতে ২২শে মাঘ ১৩৫৬ সাল পর্যন্তের হিসাব এই ফাল্গুন ১৩৫৬ সালে অহুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্ঈয়তে— আহুলাহাদিছের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত ও গৃহীত হইয়াছে। সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে উক্ত হিসাবের বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

জমার বিবরণ—

১। উদ্ভূত তহবিল—	৫৪৮৪৬/১০
২। এক কালীন সাহায্য	১৯৪৯।০
ক (পাবনা) ১৩০	
বারাকান্দি—	৩০
দোগাঁছি—	১০০
খ (দিনাজপুর) ৮৫	
লালবাগ—	২৫
তেঘরা—	৪৫
ধোবাকল—	১০
শিমলিয়াপাড়া—	৫
গ (রংপুর) ১৫১০।০	
সারাই—	৩৭৫
কামদেব—	৯৯।০
ধুমগাঁড়া—	২৩৫

হারাগাছ—	...	৮
মউভাষা উত্তরপাড়া	...	১৫২৬০
বামনটারী	...	১০০।০
লাখরাজ—	...	৩৯।০
২ নং বামনটারী—	...	৮৬২।০
পাইকাড়	...	
মুনশী	...	১৪
কুমার	...	১৮
খামার—	...	৪২
পশ্চিমপাড়া	...	২৪৬০
দক্ষিণপাড়া	...	২৮।২।০
পশ্চিম শেখপাড়া—	...	১৪
পূর্ব	...	৪২
সারাই ১ নং মছজিদ—	...	১৫
মর্নেয়া—	...	৪৯৬।০
কার্তিক—	...	৫
কিসামৎ—	...	৫৫
যমচড়া—	...	৩০
কৈপাড়া—	...	১৫
কাপাসীটারী—	...	৬
দক্ষিণ ছালাপাক	...	২২
চাঁদ কুঠি—	...	২০
বকুশা—	...	৪১
বুদাই—	...	২৭।০
ঘ (মুর্শিদাবাদ) ১০০ জনৈক হিতৈষী—	১০০	
ঙ (ঢাকা) ১০০ ইকুরিয়া—	} ... ১০০	
কাকরাণ—		
সৌরীভাগ—		
চ (রাজশাহী) ২৪ ছয়ারী	...	২০
ভবনগর—	...	৪
ছ নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্ঈয়তে আহুলাহাদিছ		৪৯৩৬/১০
৩। প্রিন্টিং চার্জ বাবৎ বাহির হইতে আর—	৪৫৬।০	
৪। তজ্জুমানৈ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন হইতে আর—	২৫	

৫। তজ্জুমানের নগদ বিক্রয়—	... ৫৪০।
৬। তজ্জুমানুল হাদিছের গ্রাহক চাঁদা—	৩১৬৬।/০
৭। বিভিন্ন আয় ২৮২৬।/০ আছবাব বিক্রয় ৪২২	
টাইপ—	২৪৬৬।/০
ফ্যাগ—	১৬১।
পুস্তক—	১১।

মোট জমা এগার হাজার নয়শত নব্বুই টাকা তিন আনা মাত্র।

খরচের বিবরণ—

১। টাইপ, ব্লক ও লেড ঢালাই—	১৩৮৪৬।/০
২। প্রেস মেরামৎ—	১০৪।/০
৩। প্রেস গৃহের উপকরণ—	২৫১১।/০
৪। আছবাব—	১১২৬।/০
৫। কাগজ—	১৮৩২।/১০
৬। কালি—	১১২।/১০
৭। মেশিনের তৈল মোজা প্রভৃতি—	৮৭।/১৫
৮। প্রেস কর্মীদের বেতন—	২৬০।/০

২। ডাক, খরচ—	২৬৯।/৫
১০। পুস্তক, সংবাদপত্র ও ষ্টেশনারী—	১১২।/০
১১। ম্যানেজার চাহেবের কয়েক দফা বাড়ী	
যাতায়াৎ—	২৩৯।
১২। প্রেসের দ্বারোদঘাটন এবং অন্যান্য সভাসমিতি	
ও বিবিধ বাবৎ—	৫৭০।

মোট খরচ সাত হাজার ছয়শত সাতাত্তর টাকা চারি আনা মাত্র।

২৯শে মাঘ ১৩৫৬ সাল পর্য্যন্ত উদ্ভূত তহবিল চারি হাজার তিনশত বার টাকা পনের আনা মাত্র।

এম. মওলানা বখ্শ নদ্ভী—
ম্যানেজার, আলহাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড
পাব্লিশিং হাউস,—পাবনা।

মোহাম্মদ আবুল্লাহেল কাফী
আল্‌কোয়াম্বাশী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌দীশ্বতে আত্মলেখাদিছ।

জমা খরচের হিসাব

পহেলা মার্চ ১৯৪৯ (১৭ই ফাল্গুন) হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ (৩রা ফাল্গুন) পর্য্যন্ত।

যাকাৎ ও উশর, ফিংরা, কোরবানি, এককালীন, মাসিক-চাঁদা, বিভিন্ন মোট

১। পাবনা যিলার ৮৮ গ্রাম—	৬৬৩/১৫—১২৮৮৬/১০—১৮৪/১৫—২৫৮/১৫—৫৭৯।/০—২—	২২৮২৬/১৫
২। রাজশাহী ... ১২২ ...	—৮১—৮৩২।/০—১৩২/০—১৪৪/০—X—২—	১১২৯।/০
৩। ময়মনসিংহ ... ৭৩ ...	—৩৫।/০—৭৫৫।/০—১০২।/০—২৪।/০—X—X—	৯৮৭/১০
৪। রংপুর ... ৫২ ...	—৫—৫৫৫৬/০—৭২—৩২—X—২২/০—	৬৮৭
৫। মুর্শিদাবাদ ... ২২ ...	—১১০—২৬৬—X—২৫৯।/০—X—X—	৬৩৫।/০
৬। দিনাজপুর ... ২৮ ...	—১৬—৩৪০/১০—X—১১২—৯—X—	৫৬৫/১০
৭। বগুড়া ৩৫ ...	—২৬—২১৯।/০—১২—৩৪।/০—X—X—	২৬৮।/০
৮। কামরূপ ... ১৫ ...	—১৫—১৫৪—X—১৯—X—X—X—	১৮৮
৯। কুষ্টিয়া ... ৬ ...	—১৫—৮৮—১৪—৫—X—X—	১২২

গ্রাম——ষাকাং ও উশর, কিংরা, কোরবানি, এককালীন, মাসিক-চাঁদা, বিভিন্ন মোট

১০।	করিদপুর	... ১১ ...	— X	— ২১৥/১০	— X	— ১২, — X	— X	— ১০৩৥/১০
১১।	খুলনা	... ২ ...	— X	— ৭৪/০	— X	— ১০০ — X	— X	— ৮৪৥/০
১২।	২৪ পরগণা	... ৪ ...	— X	— ৪০, —	X	— ১১৥০ — X	— X	— ৫১৥০
১৩।	ঢাকা	... ৩ ...	— X	— ৩০,০	— X	— ২, — X	— X	— ৩২,০
১৪।	গোয়ালপাড়া	... ২ ...	— ১৭, —	৭, —	৪৬/০ —	২, — X	— X	— ৩০৬/০
১৫।	ছগলী	... ২ ...	— X	— ২০, —	X	— ৫, — X	— X	— ২৫, —
১৬।	বশোহর	... ২ ...	— X	— ১০, —	X	— ০, — X	— X	— ২০, —
১৭।	বাকেরগঞ্জ	... ১ ...	— ১০, —	X	— X	—	— X	— ১০, —
১৮।	কাছাড়	... ১ ...	— X	— X	— ২, —	— X	— X	— ২, —
১৯।	বিভিন্ন	পুস্তক বিক্রয় ৩১৬/১০,	রাজশাহী কনফারেন্সকমিটি হইতে ফেরৎ ১৮৩৬,	বেণারস যাতায়াতের খরচ হইতে—ফেরৎ—২৫,	ঋণ শোধ বাবৎ—৬৫,	...	৩০৫৥/১০

মোট জমা—	৮২২৩/১৫
২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখের উদ্বৃত্ত তহবিল—	২২২৯/০
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ সাল, তারিখের মোট জমা—	১১২২২৥/১৫

এগার হাজার দুইশত বাইশ টাকা নয় আনা তিন পয়সা মাত্র।

১লা মার্চ ১৯৪২ হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ পর্যন্ত খরচের বিবরণ—

সেক্রেটারী ও প্রচারকর্গণের ভবিষা—	৩৫২৫৥/০
আদায়ী খরচ—	৭৫/০
রাহা খরচ—	৩১০ ১/৫
খাতা ও কাগজ—	৩১০ ১/৫
ডাক টিকিট—	২২৩৬/০
পত্রিকা—	২২৬/১০
অফিস খরচ—	১২২৥/১৫
ঋণ শোধ—	২০০, —
সাধারণ সভার খরচ—	২০০, —
প্রেস কুণ্ড ও গৃহ নির্মাণ খাতে—	১১৭২/১০
অগ্রাণ্ড—	১২১০/১০
মোট খরচ—	৬৩৬১/১৫

মোট ছয় হাজার তিন শত একষট্টি টাকা চারি আনা তিন পয়সা মাত্র।

মোট অয়—	১১২২২৥/১৫
মোট ব্যয়—	৬৩৬১/১৫
উদ্বৃত্ত—	৪৮৬১/০

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ তারিখের মোট উদ্বৃত্ত চারি হাজার আটশত একষট্টি টাকা পাঁচ আনা মাত্র।

মোহাম্মদ আবুল হুসেইন মুহাম্মাদ,
সেক্রেটারী,

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্মুইতে
আহলেহাদিছ।

মোহাম্মদ আবুল্লাহেল কাম্বী
আলুকোব্বাহী



অজীর্ণ রোগী কখনও সুস্থ ও শক্তিশালী হইতে পারেনা।
অথচ আজ পাকিস্তানের উন্নতি ও স্থায়িত্বের জন্য প্রত্যেকটি
গরিককে শক্তিমান হইতেই হইবে।

হিপাটোন (লিভার টনিক)

ষকৃৎের ষাবতীয় পীড়ায় অব্যর্থ মঃহীষধ। ষত পুরাতন এবং
ছুরারোগ্য অজীর্ণ রোগ হউক না কেন, ইহা সেবনে আরোগ্য হইবে,
ইন্শ আল্লাহ। বয়স্ক এবং শিশু, প্রত্যেকেই ষকৃৎ সংক্রান্ত ষাবতীয়
রোগের নিৰ্তরষোগ্য ষধ।

ইষ্ট-পাকিস্তান ড্রাগ্‌স্ এণ্ড কেমিক্যাল্‌স,
পাবনা।

কাবি আবুল হাশেম সাহেবের কয়েকখানি ভাল বই—

কথিকা—ইসলামী ভাবধারাৰ্ণ অপূৰ্ণ কাব্যগ্রন্থ। দাম ১।।০

মাস্টার সাহেল—এদেশের শিক্ষা সমস্তা সংক্রান্ত নাটিক। এ বইখানি প্রত্যেকের
পড়া উচিত। আমাদের দায়িত্ব কি? দাম ১।০

পাহাডের বন্দী—কিশোর উপন্যাস। দাম ১।০

বন্দিনী—অভিনব কাব্যনাটিকা (যন্ত্রস্থ)

প্রাণিস্থান—বেগম আতিকা খাতুন,
হাশেমাবাদ, পোঃ বনওয়ারীনগর, পাবনা।

তর্জুমানুলহাদিছ

(মাসিক)

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র

সম্পাদক : মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী

আল কোরাযশী ।

প্রকৃত ইছলামি ভাবধারার সাহিত্যিকগণ কর্তৃক
পরিপুষ্ট ।

নিয়মাবলী—

- ১। তর্জুমানুলহাদিছ প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়।
- ২। বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০, ভি, পিতে ৬৮০।
- ৩। গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে এবং রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকেট না পাঠাইলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।
- ৪। এক বৎসরের কম সময়ের জ্ঞাত গ্রাহক করা হয় না।
- ৫। গ্রাহকগণকে বৎসরের প্রথম মাস হইতে কাগজ লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

- ৬। শরিআৎ বিগর্হিত কোন বিষয় বা বস্তুর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে না।
- ৭। কভারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পৃষ্ঠা... মাসিক ১০০
 " " " পৃষ্ঠার অর্ধেক " ৬০
 " " " পৃষ্ঠার চতুর্থাংশ " ৩৫
 " চতুর্থ পৃষ্ঠা মাসিক ১২৫
 " " পৃষ্ঠার অর্ধেক " ৭০
 " " " একচতুর্থাংশ " ৪০
 সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা—মাসিক— ৬৪
 " এক কলাম— " — ৩৫
 " অর্ধ " " — ২০
 " প্রতি বর্গ ইঞ্চি " — ২।।০
- ৮। বিজ্ঞাপনের খরচ অগ্রিম জমা দিতে হইবে।
- ৯। মনি অর্ডার, ভি: পি: ও বিজ্ঞাপনের অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে।

লেখকগণের জ্ঞাতব্য

- ১০। তর্জুমানুল হাদিছের অবলম্বিত নীতির প্রতি-কূল প্রবন্ধ গৃহীত হইবে না।
- ১১। তর্জুমাণে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও আলোচনা গৃহীত হইবে।
- ১২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যিক।

- ১৩। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ লইতে হইলে রেজেষ্টারী খরচের ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।
- ১৪। পরিশ্রমের সহিত লিখিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জ্ঞাত প্রতি কলাম তিন টাকা হিসাবে ওয়িফা দেওয়া হইবে।
- ১৫। সকল প্রকার রচনা সম্বন্ধে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিষ্ঠা গৃহীত হইবে।
- ১৬। প্রবন্ধ ও রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিনীত—

ম্যানেজার,

আল্হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস।

পোঃ ও যিলা পাবনা, পাক-বান্দালা

আল্ হাদিছ পাবলিশিং হাউস

কয়েক খানি উপাদেশ পুস্তিকা

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাযশী প্রণীত
১। বান্দালা ভাষায় কোর্আনি রাজনীতির শ্রেষ্ঠ অবদান

ইছলামি শাসনতন্ত্রের সূত্র।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

- ২। ইছলামের মূলমন্ত্র কলেমায় তৈয়েবার বিস্তৃত কোর্আনি ব্যাখ্যা। ইছলামি আকিদা, আদর্শ ও কর্মযোগের বিশ্লেষণ—

কলেমায় তৈয়েবা।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

- ৩। মওলানা আবু সাইদ মোহাম্মদ কুত—
মুছলিম সমাজে প্রচলিত কবর পূজার খণ্ডন ও যিয়ারতে কবরের মছলুন তরিকার বর্ণনা—

গোর বিষয়।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

ম্যানেজার,

আল্ হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস

পাবনা, পাক-বান্দালা।

—:—